চারু নীতিশিক্ষা।

"সনাতন ধর্ম্মশিক্ষা" প্রণেতা

শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত বি, এ,

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক

৫৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে

প্রকাশিত।

১৯১১ খৃষ্টাব্দ।

ইউনিভার্সিটি প্রিন্টিং এণ্ড পব্লিসিং কোম্পানি লিমিটেড্।

১ নং গঙ্গাধর বাবুর লেন, বহুবাজার।

কলিকাতা।

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

উৎসর্গ।

পরম পূজনীয়

স্বর্গীয় ৺ চন্দ্রকুমার দত্ত

পিতৃদেবের

শ্রীচরণ কমলে।

সূচিপত্র।

পত্রাঙ্ক

চারু নীতিশিক্ষা।

প্রথম অধ্যায়।

সদ্‌গুণ ও তাহার ভিত্তি।

নীতিশব্দে বিচারক্ষম জীব সমূহের পরস্পরের প্রতি ও বিশ্বের অপর সকলের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিধি নিষেধ বুঝায়। সুতরাং নীতি-বিজ্ঞান বলিলে বিচারক্ষম জীব সমূহের আচরণ সম্বন্ধীয় বিধি নিষেধ সমূহের শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুপ্রতিপাদিত জ্ঞান বুঝায়। নীতিবিজ্ঞান বলিলে, কতকগুলি দোষ ও গুণের বা পাপ ও পুণ্যের তালিকা বুঝায় না; প্রত্যুত তাহাদের তত্ত্বানুশীলন ও তৎপ্রতিপাদিত জ্ঞান বুঝায়।

সাধারণতঃ নীতিবিজ্ঞান বলিলে কেবলমাত্র মানবগণের পরস্পরের প্রতি আচরণ সম্বন্ধীয় বিধি নিষেধ সমূহের তত্ত্বালোচনা ও তৎপ্রতিপাদিত শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান বুঝায়। কারণ প্রত্যক্ষ প্রাণীজগতের মধ্যে কেবলমাত্র মনুষ্যই বিচারশক্তিসম্পন্ন। অতএব মানবগণের পরস্পরের প্রতি ও অন্যান্য প্রাণিকুলের প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সাধারণ নীতিবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

নীতি শাস্ত্রের নামান্তর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিজ্ঞান। নীতিশীলতা অর্থে সাধুতা, সদাচারিতা বা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বুঝায়। কোন্‌টী কর্ত্তব্য এবং কোন্‌টি অকর্ত্তব্য, কেনই বা সেটী কর্ত্তব্য এবং কেনই বা এটি অকর্ত্তব্য, কি অবস্থায় সেটি কর্ত্তব্য এবং কেন, কি অবস্থায় তাহা অকর্ত্তব্য এবং কেন অকর্ত্তব্য এই সকল প্রশ্নের অনুশীলন ও মীমাংসা করা নীতি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। অতএব কোন মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তাঁহার স্বাভাবিক গুণাগুণ ও প্রবৃত্তি সকল এবং চতুপার্শ্বস্থ জীবকুলের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ তাহা জানা আবশ্যক। জগতের অন্যান্য মানব বা জীবকুলের প্রবৃত্তি ও গুণাগুণ সকলের উপর তাঁহার প্রবৃত্তি সকলের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার (action and reaction) ফল বিশেষরূপে অনুশীলন করাও প্রয়োজন।

প্রবৃত্তি সমূহের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইন্দ্রিয় সকল বাহ্য জগতে ক্রিয়াশীল হয়। অন্য জীব সমূহের সহিত আমার আচারের সম্বন্ধ প্রধানতঃ প্রবৃত্তিমূলক। প্রবৃত্তিই (emotion) আমাদিগকে প্রথমতঃ বাহ্য-বস্তু সকলের দিকে ধাবিত করে এবং তাহা হইতেই আমাদিগের বাহ্যবস্তুর সহিত নানাবিধ সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়। এই বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইতেই আচারের উদ্ভব। আমার সহিত বাহ্যবস্তু সকলের কোন অবস্থায় কি সম্বন্ধ ঘটে এবং অবস্থাবিশেষে পরস্পরের সুখ দুঃখের উপর সেই সম্বন্ধ সকলের ফলাফল কিরূপ হয়, তাহা জানিতে পারিলে আমরা সেই সম্বন্ধমূলক প্রবৃত্তিগণকে তদনুসারে সংযত বা পরিচালিত করিতে সমর্থ হই। অতএব মানবের সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির অনুশীলন এবং বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধের ফলাফল বিচারই নীতি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। নিজের সহিত অনাত্ম (not-self) বিষয়ের সম্বন্ধ লইয়াই আচার বিজ্ঞান বা নীতি বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

মানবজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত এই যে আত্মা এক এবং অখণ্ডনীয় (One and Indivisible)। এক আত্মা সর্ব্বময় অর্থাৎ সকল জীবাত্মাই এক পরমাত্মার বিকাশ এবং সেই একেতেই চির প্রতিষ্ঠিত। সকল প্রাণীই এক পরমাত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সকলেই সেই এক অনন্ত, সর্ব্বব্যাপি আত্মার দ্বারা চিরগ্রথিত। এই সর্ব্বভূতের একাত্মজ্ঞানই নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি ও মূলমন্ত্র।

এক পরমাত্মা হইতে সকল জীবাত্মা উৎপন্ন এবং আমরা সকলে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এক সূর্য্যের অংশুমালা আপাততঃ পরস্পর পৃথক প্রতীয়মান হইলেও যেমন তাহারা মূলতঃ এক, তেমনি একই পরমাত্মার অংশুমালারূপ জীবাত্মাগণ মূলতঃ এক। সকল জীবাত্মাই এক পরমাত্মার সন্তান; সকলেই পরস্পরের ভ্রাতা বা ভগ্নি।

এক পিতা মাতার সন্তান বলিয়া সকলকে আমরা ভাই ভগ্নি বলি। কিন্তু এক পিতামাতার সন্তান বলিয়া সকলেই সমাবস্থ বা সমবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন নহে। সহোদর সহোদরার মধ্যেও কেহ বড় কেহ ছোট, কেহ সাধু কেহ অসাধু, কেহ পণ্ডিত কেহ মূর্খ, কেহ ধীমান কেহ নির্ব্বুদ্ধি, কেহ দেবস্বভাব কেহ পশুস্বভাব, কেহ বৃদ্ধ কেহ প্রৌঢ়, কেহ যুবা কেহ শিশু, কেহ গৌরবর্ণ কেহ কৃষ্ণকায়, কেহ দীর্ঘ কেহ খর্ব্ব, কেহ স্থূল কেহ শীর্ণ, কেহ সাত্ত্বিক কেহ তামসিক, প্রভৃতি নানাবিধ পার্থক্য দেখা যায়। এত পার্থক্য সত্ত্বেও তাহাদের ভ্রাতৃত্ব আমরা অনুভব করি এবং তাহারাও পরস্পর ভ্রাতৃস্নেহ অনুভব করিয়া থাকে। তবে কোন জগৎপিতার অসংখ্য সন্তান সমূহের মধ্যে অশেষ প্রকারের প্রভেদ সত্ত্বেও, সর্ব্বজীবের ভ্রাতৃত্ব আমরা অনুভব করিতে অসমর্থ হইব? কেনই বা সর্ব্বজীবকুল পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ অনুভব করিতে সমর্থ না হইবে? যে নাম রূপের

প্রভেদ সহোদর ভাই ভগ্নির মধ্যে আছে সেই নাম রূপের প্রভেদ প্রাণীগণ মধ্যেও আছে। নামরূপই ত পার্থক্যের মূল। নামরূপ-বিবর্জ্জিত আত্মা সকল প্রাণীতেই এক। কেবল বাহ্যিক নামরূপের বৈষম্য বশতঃ কি আমরা চিরকাল জীব সমূহের মৌলিক একত্ব বা একাত্মত্ব সম্বন্ধে অন্ধ থাকিব? না পিতা মাতা স্থূল দৃষ্টির অতীত আছেন বলিয়া ভ্রাতৃত্ব ভুলিয়া থাকিব?

আত্মা এক বটে কিন্তু প্রতীয়মান জগতে অসংখ্য দেহ মন আছে। এই সমস্ত দেহ ও মন পরস্পরের প্রতি নানা সম্বন্ধে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তির উপর এই বুঝিয়া কার্য্য করে যে তাহারা সকলে মিলিয়া এক—তাহারা সকলে একাত্মা সমুদ্ভূত—সকলেই এক বিরাট বিশ্বদেহীর বিবিধ অংশ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ;—যে পর্য্যন্ত না সকলে উপলব্ধি করে যে সকলে যখন একই আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত তখন যাহা কিছু সমষ্টির মঙ্গলসাধক, চরমে তাহাই কেবল ব্যষ্টির পক্ষে মঙ্গলজনক এবং যাহা কিছু একের অনিষ্টকারক তাহাই চরমে সকলের অহিতকর——যতদিন না সকলে এই একাত্মজ্ঞান প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা করে, ততদিন পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারের ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের আবশ্যক থাকিবে; ততদিন নীতিবিজ্ঞানের প্রয়োজন থাকিবে; যতদিন কাহাকেও পর জ্ঞান বা ভেদজ্ঞান থাকিবে—যতদিন না সমষ্টির স্বার্থকে প্রত্যেকের একমাত্র প্রকৃত স্বার্থ বলিয়া জ্ঞান হইবে—যতদিন না মানবকুল আপনাদিগের পরস্পরের ও অন্য জীবের সমদুঃখসুখভাগী বলিয়া সম্পূর্ণ অনুভব করিবে ততদিন জগতে নীতিবিজ্ঞান চর্চ্চার আবশ্যক থাকিবে।

বস্তুতঃই অপরের অনিষ্টাচরণ দ্বারা আমরা চরমে সমষ্টির এবং তজ্জন্য, নিজেরই অনিষ্ট সাধনক রিয়া থাকি। যদি হস্ত, পদকে ছেদন

করে তাহা হইলে হস্ত হইতে রক্ত নির্গত হয় না বটে, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পদ হইতে রক্তক্ষরণের পর হস্তকেও ঐ রক্তস্রাব জনিত দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে হয়; কারণ সমুদয় দেহের রক্তভাণ্ডার এক—একই হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। অনুরূপ যুক্তির দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে একজন মনুষ্য যদি অপরকে আঘাত করে তাহা হইলে আঘাতকারিকেও চরমে তজ্জন্য আহত ব্যক্তির ন্যায় কষ্ট সহ্য করিতে হয়; তবে আঘাতকারী কিছু বিলম্বে কষ্ট অনুভব করে এইমাত্র প্রভেদ।

অতএব দেখা গেল যে সর্ব্বাত্মার একত্ববাদ সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের, সর্ব্বপ্রকার সদাচারের ও সুনীতির মূলভিত্তি এবং বিশ্বের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের নিদান। প্রত্যেক মনুষ্য যদি এই নিগূঢ় তত্ত্ব বিশেষরূপে হৃদয়গত করিতে এবং ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া প্রত্যেক চিন্তা বাক্য ও কার্য্য তদনুসারে নিয়মিত করিতে পারিত তবে আর নীতি গ্রন্থের আবশ্যক হইত না; কারণ স্বেচ্ছায় কেহ নিজ অনিষ্ট করে না—আত্মার এক অঙ্গ কখন অন্য অঙ্গের অনিষ্টাচরণে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না। উল্লিখিত মূলতত্ত্ব মানবহৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, জাতিগত, সমাজগত, ধর্ম্মগত, দেশগত ও ব্যক্তিগত সর্ব্বপ্রকার ঘৃণা ও দ্বেষের মূলচ্ছেদ সাধিত হইয়া সর্ব্বজনীন শান্তি ও প্রীতি সর্ব্বত্র বিরাজিত হইবে এবং সমগ্র মানবজাতি এক মহা মানব পরিবার ভুক্ত হইবে। এই মহা পরিবার মধ্যে জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ থাকিবে সত্য, তবে পর বা বিজাতীয় বলিয়া কেহ থাকিবে না; তখন পরার্থপরতাই প্রকৃত স্বার্থপরতা হইয়া দাঁড়াইবে। একাত্মতাবাদের ফল সর্ব্বজনীন প্রেম। তাহাই সকল পুণ্যের ও সুখের ভিত্তি; তদ্বিপরীত সমস্তই পাপের ও দুঃখের মূল।

এতদ্বারা এরূপ বলা উদ্দেশ্য নহে যে যাহা কিছু সাধু ও সত্য—যাহা কিছু নীতি ও ন্যায়সঙ্গত—যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহাই আমাদের আশু সুখকর এবং যাহা কিছু অসৎ ও অসত্য—যাহা কিছু নীতি ও ন্যায় গর্হিত—যাহা কিছু অকর্ত্তব্য তাহাই সকলের আশু দুঃখকর হইবে। প্রত্যুত আশু সুখ দুঃখের কথা ধরিলে বরং স্বীকার করিতে হয় যে অনেক সময় কর্ত্তব্য সাধন বা পুণ্যকর্ম্ম আপাতঃ দুঃখকর এবং অনেক সময়ে পাপকর্ম্মই আপাতঃ প্রীতিজনক। আশু এবং ক্ষণিক সুখ দুঃখের কথা ছাড়িয়া চরমের অবিনশ্বর সুখদুঃখের কথা ধরিলে, নীতি-পালন আপাততঃ যতই দুঃখজনক হউক না কেন, অবশেষে তাহা যে নিরতিশয় সুখকর এবং নীতিলঙ্ঘনই যে একান্ত দুঃখকর সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কুকার্য্যের ফল আপাততঃ মধুর হইলেও পরিণামে বহু দুঃখ আনয়ন করে।

এই সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব যে জগতের কেবল মানবকুলে সীমাবদ্ধ তাহা নয়। একই আত্মা সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছেন; তিনি "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"; সুতরাং বিশ্বের সর্ব্বজীব, সর্ব্বভূতই এই বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ব সূত্রে চির আবদ্ধ আছে ও থাকিবে। কারণ যেমন এক বিন্দু জলে তথা সমুদ্রের সমুদায় জলরাশিতে, জলের সমুদায় গুণ বিভিন্নমাত্রায় বর্ত্তমান, তেমনই প্রত্যেক ব্যষ্টি ভূতের প্রত্যেক পরমাণুতে, তথা বিশ্বের সর্ব্বভূতে পরমাত্মার সর্ব্বগুণ বিভিন্ন মাত্রায় বর্ত্তমান আছে।

যে কার্য্য সর্ব্বভূতের একাত্মজ্ঞানের উদ্বোধক তাহাই সৎ ও কর্ত্তব্য; তৎপ্রতিকূল সকল কার্য্যই অসৎ ও অকর্ত্তব্য। প্রায় সকল স্থলেই "এই কার্য্য একত্ব বা একাত্মত্ব উপলব্ধির অনুকূল কি না?" এই একটী মাত্র প্রশ্ন দ্বারা আমরা কর্ম্মের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে পারি। যদি

ঐ প্রশ্নের উত্তর "হাঁ" হয়, তবে তাহা সৎকর্ম্ম; অন্যথা তাহা অসৎকর্ম্ম। এই জন্যই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মনীতির সাহায্যে মানবগণ পরস্পরের সহিত ও সর্ব্বভূতের সহিত পরস্পরানুকূল ভাবে অর্থাৎ প্রীতি ও শান্তিতে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়। পরস্পরের প্রতি আনুকূল্য, প্রীতি ও শান্তি হইতেই একত্ব বা একাত্মত্ব জ্ঞান প্রবুদ্ধ হয়। আর একটি প্রশ্নের দ্বারাও আমরা অধিকাংশ স্থলে কর্ম্মের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে পারি। "এইরূপ ব্যবহার অপরে আমার প্রতি করিলে আমি সুখী হই কি না?" যদি এই প্রশ্নের আন্তরিকসুচিন্তিত উত্তর "হাঁ" হয়, তবে সেটি সুকর্ম্ম; অন্যথা তাহা কুকর্ম্ম।

পরস্পরের জন্য স্বার্থত্যাগ অর্থাৎ পরস্পরের সেবার্থে আত্মসুখ-ত্যাগ ব্যতীত সর্ব্বজনীন প্রীতি ও সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহাই ধর্ম্ম ও সদ্‌গুণ সমূহের ভিত্তি, কারণ ইহাই একাত্ম-জ্ঞানের উদ্বোধক। আত্মসংযম ও পরার্থপরতা একত্ব সাধনের প্রধান উপায়। তাই সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা ও সর্ব্বভূতসেবা সনাতন ধর্ম্মে পুনঃ পুনঃ আদিষ্ট হইয়াছে।

ভীষ্মদেব সদ্‌গুণ-সমূহকে সত্যস্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াছেন। কারণ যাহা সৎ তাহাই সত্য। ভীষ্ম বলিয়াছেন "সত্যই সনাতন ব্রহ্ম।" সত্যই ভগবানের প্রকৃতি। বাহ্যপ্রকৃতির তত্ত্বনিচয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহা উপলব্ধি হয়। কারণ, বাহ্যপ্রকৃতি ভগবৎ-শক্তির বাহ্যবিকাশমাত্র। প্রকৃতির সমুদায় বিধি, সমুদায় তত্ত্বই সত্যের ভাবব্যক্তি মাত্র। নৈসর্গিক বিধি,—নৈসর্গিক শক্তি সমূহের যথাযথ ক্রিয়া নিরন্তর অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে সম্পন্ন হইতেছে। কখনও তাহাদের কার্য্যবিধির বিন্দুমাত্রও ব্যত্যয় বা বৈলক্ষণ্য হয় না। প্রতীয়মান অনাত্মজগতের (Not-Self) অনন্তনামরূপাদির মধ্যে আত্মার একত্ব ও

অখণ্ডত্বই সকল সত্যের সার সত্য। অনন্ত ব্যষ্টি রূপের মধ্যে অন্তর্নিহিত, সর্ব্বমূলাধার এক সমষ্টি, অখণ্ড আত্মার—"সর্ব্বভূতান্তরাত্মার" অদ্বৈত-তত্ত্বই একমাত্র সার সত্য। বিশ্বের আর সকল সত্য ও বিধি এই মহাসত্যের প্রতিধ্বনি বা প্রকারান্তর বলিয়াই, তাহারাও সত্য পদ-বাচ্য। নীতিশাস্ত্রে এই মহাসত্য সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করিতে উপদেশ দেয়—যেমন দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সমষ্টির একাত্মতা বা একপ্রাণতা বিধায়, পরস্পরের সহিত আত্মনির্ব্বিশেষে সমবেদনা অনুভব করে, তদ্রূপ নীতিশাস্ত্র আমাদিগকে ঐ মহাসত্যবলে চরাচর সর্ব্বভূতের সহিত আত্মনির্ব্বিশেষে সমবেদনা অনুভব করিতে শিক্ষা দেয়: "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ"। তাই নীতি বিজ্ঞান বলিতেছেন "সকলকেই আপনার বলিয়া জান; কাহাকেও পর জ্ঞান করিও না; আপনি যাহা পাইতে চাও সকলকেই তাহা দেও; সকলের সুখে সুখী হও; সকলের দুঃখে সমদুঃখী হও; কারণ, তুমি ও সকলে মিলিয়া এক"। তাই আমাদের সর্ব্বদা সত্য কথা কহা কর্ত্তব্য। কারণ কাহাকেও মিথ্যা বলিলে তাহাকে প্রবঞ্চনা সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আত্মবঞ্চনা করা হয়। কারণ যাহা আমি জানি তাহা আর একটী আত্মস্বরূপকে জানিতে না দেওয়ায় অবিশ্বাস, ভেদজ্ঞান, এমন কি, শত্রুতা ঘটে। যখন সকলে মিলিয়া এক তখন সকলের জ্ঞানও এক এবং প্রত্যেকের জ্ঞানে সকলের সমান অধিকার। সে অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করার অর্থ দেয় বস্তু না দেওয়া: জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ অসত্য ব্যবহার দ্বারা এইরূপ ভেদবুদ্ধি উপস্থিত হইলে অবশেষে তজ্জন্য অশেষকষ্ট উপস্থিত হয় ও পাপোৎপত্তি হইয়া থাকে। সত্য হইতেই একত্বের বৃদ্ধি, অসত্য ব্যবহারই ভেদ

জন্মাইবার কারণ। সত্য ঈশ্বরেরই নামান্তর। ভগবান যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, তখন দেবতারা এইরূপে তাঁহার স্তব করিয়া ছিলেন :—

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনীং নিহিতং চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যং ঋত সত্য নেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্না ॥"

"জয় সত্যব্রত, জয় সত্যপর,
ত্রিসত্য, সত্যের মূল।
সত্যেতে নিহিত, তুমি সত্যময়,
নাহি কিছু তাহে ভুল ॥
সত্যের সে সত্য ঋত সত্য নেত্র,
সত্যাত্মক দয়াময়,
সত্যের ভিখারী আমরা সকলে,
লইনু পদে আশ্রয় ॥"

ভীষ্মদেব সদ্‌গুণ সমূহকে সত্যেরই প্রকারান্তর বলিয়াছেন :—

"সত্যং চ সমতা চৈব দমশ্চৈব ন সংশয়ঃ ;
অমাৎসর্য্যং ক্ষমা চৈব হ্রীস্তিতিক্ষানুস্য়তা ॥
ত্যাগো ধ্যান মথার্য্যত্বং ধৃতিশ্চ সততং দয়া।
অহিংসা চৈব রাজেন্দ্র সত্যাকারাস্ত্রয়োদশ ॥"
(মহাভা। শান্তিপর্ব্ব। ১৬২)

"সত্য সে সমতা, দম, অমাৎসর্য্য আর।
ক্ষমা, লজ্জা, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ সে ঈর্ষার ॥
ত্যাগ, ধ্যান, আর্য্যভাব,, ধৃতি দয়া আর।
অহিংসা এ ত্রয়োদশ হয় সত্যাকার"

সদ্‌গুণ সমূহকে এইরূপে সত্যের আকার ভেদ বলিয়া বর্ণনা করায়, নীতি বিজ্ঞানের ভিত্তির সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য সাধিত হইল। কারণ, সত্যই একত্ব সাধক, অসত্যই ভেদের কারণ। আর্য্য সাহিত্যে বর্ণিত মহাপুরুষগণের একটি প্রধান গুণ সত্যবাদিতা। "আমি জন্মাবধি কখনও মিথ্যা বলি নাই" এই বাক্যটী আর্য্যবীরগণের বড় প্রিয় বাক্য। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন তিনি অর্জ্জুনের সাহায্যার্থ কশা দ্বারা ভীষ্মকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দেন এবং তাঁহার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন। আবার যুধিষ্ঠির জয়লাভে হতাশ হইয়াও সেই কারণে, তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। যুধিষ্ঠির বিষম সঙ্কটে পড়িয়া সত্যপথ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" বলিয়াছিলেন। তাহার ফলে যুদ্ধকালে তাঁহার রথচক্রের শক্তি নষ্ট হইয়াছিল এবং রথচক্র পৃথিবীগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল পরিশেষে এই ছলযুক্ত সত্য উচ্চারণ হেতু তাঁহার নরক দর্শন পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল।

পাণ্ডবগণের অরণ্যবাস কালে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কৌরবগণের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের অরণ্য বাস প্রতিজ্ঞা সুরক্ষিত হয় না বুঝিয়া যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন "পাণ্ডুপুত্রগণ সত্যপথ হইতে বিচলিত হইবেন না।" বিশেষ ক্ষতি হইলেও, প্রতিজ্ঞা রক্ষাই পুরুষার্থ। যখন প্রহ্লাদ ইন্দ্রের নিকট হইতে ত্রিভুবনের আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ইন্দ্র ছদ্মব্রাহ্মণবেশে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। প্রহ্লাদ তাঁহার প্রতি এত তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে অভীষ্ট প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন।

ইন্দ্র তাঁহার "শীল" অর্থাৎ শিষ্টাচার বা সত্যাচার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যদিও প্রহ্লাদ বুঝিতে পারিলেন যে নিজ শীল দান করিলে তাঁহার নিজের সর্ব্বনাশ হইবে, তথাপি নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন না।

ভীষ্মদেবের বিমাতা সত্যবতী তাঁহাকে সিংহাসন গ্রহণ ও বিবাহ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহাতে ভীষ্মদেব উত্তর করিয়াছিলেন, "আমি ত্রিভুবন পরিত্যাগ করিতে পারি, স্বর্গরাজ্য বা তদপেক্ষাও মহত্তর যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সত্যচ্যুত হইতে পারি না। পৃথিবী গন্ধ ত্যাগ করিতে পারে, জল আর্দ্রতা ও রসত্যাগ করিতে পারে, আলোক নিজ রূপপ্রকাশক শক্তি পরিহার করিতে পারে, বায়ু স্পর্শশক্তি বর্জ্জন করিতে পারে, অগ্নি উত্তাপ বর্জ্জন করিতে পারে, চন্দ্র নিজ শৈত্যগুণ পরিত্যাগ করিতে পারে, আকাশ শব্দোৎপাদন শক্তি ত্যাগ করিতে পারে, বৃত্রহন্তাও নিজ শৌর্য্য পরিত্যাগ করিতে পারেন, ধর্ম্মরাজ স্বীয় ন্যায়পরতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু আমি সত্য প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে পারি না।"

অগ্নিশর্ম্মা, দাম্ভিক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ণ, সহজবর্ম্মের সহিত জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবগণ, পাণ্ডবগণের পক্ষে ছিলেন; পাছে ভারত যুদ্ধে অর্জ্জুন সেই সহজবর্ম্মের জন্য কর্ণকে জয় করিতে না পারেন, এই ভয়ে দেবগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কর্ণ প্রতি দিন প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া বেদগান করিতেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, তৎকালে কোনও ব্রাহ্মন তাঁহার সাধ্যায়ত্ত যাহা কিছু প্রার্থনা করিবেন, তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করিবেন। একদা ইন্দ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে সেই সময় উপস্থিত হইয়া

তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন; কর্ণ বলিলেন যদি তাঁহার প্রার্থিত বস্তু সাধ্যায়ত্ত হয় তবে অবশ্যই দান করিবেন। তখন ইন্দ্র বলিলেন আমাকে তোমার সহজবর্ম্ম প্রদান কর। কর্ণ বলিলেন "এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি আপনি যে সরল প্রকৃতি ব্রাহ্মণ-বেশে আসিয়াছেন তাহা আপনি নহেন; আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, পাণ্ডবগণের মঙ্গলকামনায় ছদ্মবেশে আমার নিকট হইতে এই বর্ম্ম লইতে আসিয়াছেন। যাহা হউক যখন "দিব" বাক্য উচ্চারণ করিয়াছি তখনই দেওয়া হইয়াছে; কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। যদিও আমি বুঝিতে পারিতেছি যে আপনার প্রার্থিত বস্তু দিতে হইলে, আমাকে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হইবে; এমন কি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম অর্জ্জুন-বিজয়ের আশা পর্য্যন্ত নষ্ট হইতেছে, তথাপি বাক্যের অন্যথা করিতে পারিব না।" এই বলিয়া তিনি স্বীয় অসি দ্বারা সেই সহজবর্ম্ম দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন। তাহার ফলে মহাত্মা দাতাকর্ণ মানবজাতির ইতিহাসে অক্ষয় জীবন লাভ করিয়াছেন; অর্জ্জুনবিজয়কীর্ত্তি অপেক্ষা অসংখ্য গুণে মহত্তর কীর্ত্তি তাঁহার পুণ্য নামকে গৌরবান্বিত করিয়াছে এবং জগতের ইতিহাসে সত্যব্রতের চির আদর্শ স্বরূপ তিনি বিরাজ করিতেছেন।

সূর্য্যবংশাবতংশ রাজা দশরথ অযোধ্যার অধীশ্বর ছিলেন। একদা তিনি দেবগণের সাহায্যার্থ অসুরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গমন করেন। তাঁহার অন্যতম পত্নী কৈকেয়ী সেই যুদ্ধে সারথ্য করিয়াছিলেন। দৈত্যযুদ্ধে রাজা ক্ষত বিক্ষত ও মূর্চ্ছিত হইলে, কৈকেয়ী সুকৌশলে রথ চালনা করিয়া তাঁহাকে নির্জ্জন স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। সেই জন্য রাজা কৃতজ্ঞতা বশে তাঁহাকে দুটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। কৈকেয়ী তখন বর

গ্রহণ না করিয়া ভবিষ্যতে প্রয়োজন মত গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে রাজা বৃদ্ধ হইলে যখন তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হয়, সেই সময়ে কৈকেয়ী দাসী কুব্জার পরামর্শানুযায়ী এক বরে রাজার প্রিয়তম পুত্র, যুবরাজ রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনগমন ও অপর বরে নিজপুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রাজা বুঝিয়াছিলেন, এই বর দান করিলে তাঁহার মৃত্যু হইবে। তথাপি তিনি সত্যভঙ্গ ভয়ে সেই বর দান করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। সত্যনাশ অপেক্ষা প্রাণনাশ তাঁহার পক্ষে অধিকতর শ্রেয়ঃ বোধ হইয়াছিল।

দৈত্যরাজ বলি স্বর্গ জয় করিয়া ত্রিলোকের একছত্রাধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে বিষ্ণু বামনরূপে তাঁহার যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রচার্য্য ঐ দান করিতে বলিকে নিষেধ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "বামন স্বয়ং বিষ্ণু; তোমাকে ছল দ্বারা বদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন।" তদুত্তরে বলি বলিলেন, "প্রহ্লাদের পৌত্র মিথ্যা কথা কহিতে জানে না, আমি এই ব্রাহ্মণ বালককে যাহা দিব বলিয়াছি, তাহা অবশ্যই দিব। বালক বিষ্ণুই হউন, আর আমার পরম শত্রুই হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না।" বামন দুই পদে ত্রিলোক অধিকার করিয়া যখন তৃতীয় পদ রাখিবার স্থান চাহিলেন, তখন বলি ভূমির পরিবর্ত্তে তৃতীয় পদ নিজ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক আপনার সর্ব্বনাশকেই মহাসম্পদ জ্ঞান করিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "সাম্রাজ্য হারাইয়াছেন, সমস্ত ধন সম্পদ গিয়াছে, স্বয়ং শত্রু কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া বন্দী হইয়াছেন, বন্ধুগণ পরিত্যাগ করিয়াছে, গুরু কুবাক্য বলিতেছেন ও

অভিসম্পাত করিতেছেন তত্রাপি বলি সত্যত্যাগ করেন নাই।" পুরাণে কথিত আছে এই অতুলনীয় সত্যপালন জন্য বিষ্ণুর বরে কালান্তরে পুরন্দরের ইন্দ্রত্ব শেষ হইলে বলি ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন।

সত্য ব্রহ্মস্বরূপ। নৃসিংহতাপনী উপনিষদে লিখিত আছে, "ঋতং সতং পরং ব্রহ্ম।" পরমব্রহ্মই সত্য ও পুণ্যস্বরূপ। সুতরাং যাঁহারা ব্রহ্মলাভ করিতে চান, তাঁহাদের সত্যবাদী ও সত্যব্রত হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব বালকগণের সত্যবাদী হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

***

"জায়মানো ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋণৈঋণবান্ জায়তে।
যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ স্বাধ্যায়েন ঋষিভ্যঃ॥"

(মনু টীকায়াং কুল্লুকধৃত বেদবচনং)

"জনমি ব্রাহ্মণ তিন ঋণে ঋণী,
—দেব, পিতৃ, ঋষি ঋণে।
যজ্ঞে দেবঋণ, করে পরিশোধ,
পিতৃ, প্রজা উৎপাদনে॥
হয় পরিশোধ ঋষি ঋণ তার
সদা বেদ অধ্যয়নে।"

***

"ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষং তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্যধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥"

(মনু ৬।৩৫, ৩৬)

"তিন ঋণ শোধ করি মোক্ষে দিবে মন।
না শুধিয়া—মোক্ষচেষ্টা—হইবে পতন॥
... বিধিমত বেদশাস্ত্র করি অধ্যয়ন।
ধর্ম্মতঃ করিবে পরে পুত্র উৎপাদন
যথাশক্তি যজ্ঞকার্য্য করি তারপর।
নিঃশ্রেয়স মোক্ষ লাভে হইবে তৎপর॥"

***

"পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপস্যথ॥
... ...
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥"

(গীতা ৩।১১,১৬)

"সহায়তা করি পরস্পর।
শ্রেয়োলাভ কর অতঃপর॥ ১১

× × × ×

এই চক্র করি পরিহার।
যেবা সুখ খুঁজে আপনার॥
জেনো তার পাপের জীবন।
ইন্দ্রিয়ের আরামেতে মন।
মিছা পার্থ ধরে সে জীবন॥"

***

সত্যং সংসু সদা ধর্ম্মঃ সত্যং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ
সত্যমেব নমস্যেত সত্যং হি পরমা গতিঃ॥

সত্যং ধর্ম্মস্তপো যোগো সত্যাং ব্রহ্ম সনাতনং।
সত্যং যজ্ঞঃ পরঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং॥

... ...

সত্যং নামাব্যয়ং নিত্যং অবিকারি তথৈবচ।
সর্ব্বধর্ম্মাবিরুদ্ধেন যোগেনৈতদবাপ্যতে॥
সত্যং চ সমতাচৈব দমশ্চৈব ন সংশয়ঃ।
অমাৎসর্য্যং ক্ষমাচৈব হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়তা।
ত্যাগো ধ্যানং অথার্য্যত্বং ধৃতিশ্চ সততং দয়া।
অহিংসা চৈব রাজেন্দ্র সত্যাকারাস্ত্রয়োদশ॥"

(মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ১৬২)

"সত্যই সাধুর ধর্ম্ম, ধর্ম্ম সনাতন।
সত্যে করে নমস্কার সকল সুজন॥
সত্যই পরমগতি, সত্য ধর্ম্ম তপ।
সত্য ব্রহ্ম সনাতন সত্য যোগ জপ॥
সত্য শ্রেষ্ঠযজ্ঞ বলি সকলে বাখানে।
সত্যে প্রতিষ্ঠিত সব সকলেই জানে॥"
"সত্য নিত্য অধিকারী সত্যই অব্যয়।
সর্ব্ব ধর্ম্ম অবিরোধী যোগে লাভ হয়॥
সত্য সে সমতা দম অমাৎসর্য্য আর।
ক্ষমা, লাজ, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ সে ঈর্ষার॥
ত্যাগ, ধ্যান, আর্য্যভাব, ধৃতি দয়া আর।
অহিংসা এ ত্রয়োদশ হয় সত্যাকার।"

***

"চত্বারঃ একতো বেদাঃ সাঙ্গোপাঙ্গাঃ সবিস্তরাঃ।
স্বধীতা মনুজব্যাঘ্র সত্যমেকং কিলৈকতঃ॥"

(মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৬৩ অঃ)

"সবিস্তার অঙ্গ আর উপাঙ্গের সনে
সুন্দর অধীত চারি বেদ একধারে।
তুলাদণ্ডে যদি সত্য রাখ অন্য ধামে
তবু কভু তুল্য নহে বেদ সত্য সনে।"

***

"আত্মন্যপি ন বিশ্বাসস্তথা ভবতি সৎসু যঃ।
তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ সর্ব্বঃ প্রণয়মিচ্ছতি॥"

(মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২৯১ অঃ)

"সাধুকে বিশ্বাস নর করে যেই মত।
নিজের প্রতিও কভু নাহি করে তত॥
সাধুর প্রণয় তাই সবে বাঞ্ছা করে।
সাধুসঙ্গ করে যেবা ইহামুত্র তরে॥"

***

"সতাং সদা শাশ্বতধর্ম্মবৃত্তিঃ
সন্তো ন সীদন্তি ন চ ব্যথন্তি।
সতাং সদ্ভির্নাফলঃ সঙ্গমোঽস্তি
সদ্ভ্যোর্ভয়ং নানুবর্ত্তন্তি সন্তঃ॥
সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্য্যং
সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি।
সন্তো গতির্ভূতভব্যস্য রাজন্
সতাং মধ্যে নাবসীদন্তি সন্তঃ॥"

"সনাতন ধর্ম্মবৃত্তি সতের সতত
সাধু কভু ব্যথিত বা অবসন্ন নন।
সাধু সনে সমাগম না হয় নিষ্ফল
সাধু হেরি সাধু কভু ভীত নাহি হন॥
সাধুর সত্যের বলে তপন উদয়
সাধুর তপস্যাবলে রয়েছে ধরণী।
সাধু ভূত ভবিষ্যের গতি সে নিশ্চয়
সাধু কাছে অবসন্ন নাহি হন তিনি॥"

***

"(যতঃ প্রভবতি) ক্রোধঃ কামো বা ভরতর্ষভ।
শোকমোহৌ বিধিৎসা চ পরাসুত্বঞ্চ (তদ্বদ)॥
লোভো মাৎসর্য্যমীর্ষা চ কুৎসাঽসূয়াঽকৃপাভয়ং।

× × × ×

ত্রয়োদশৈতেঽতিবলাঃ শত্রবঃ প্রাণিনাং স্মৃতাঃ॥"

(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৩ অঃ)

"ক্রোধ, কাম, শোক, মোহ, বিধিৎসা সে আর।
পরাসুত্ব, লোভ আর মাৎসর্য্য প্রচার॥
ঈর্ষা, কুৎসা, অসূয়া, অকৃপা আর ভয়।
এই তের শত্রু বড় নরের নিশ্চয়॥"

***

"যস্য বিদ্বান্ হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নাভিশঙ্কতে।
তস্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেঽন্যং পুরুষং বিদুঃ॥"

(মনু, ৮ অঃ, ৯৬)

"কহিতে যাঁহার কথা সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ।
আশঙ্কা, সন্দেহ আদি না করেন কভু॥
তাঁ হতে মহৎ কিম্বা সাধুতর নর।
দেবগণ নাহি জানে, কোথা অন্য পর॥"

***

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।"

(গীতা, ২ অঃ, ৪৭)

"কর্ম্মে অধিকার তব, কর্ম্মফলে নাই।
কর্ম্মফলহেতু কভু না হইবে ভাই॥
কর্ম্মফল পরিহার করিবে সর্ব্বথা।
কর্ম্মপরিহার ইচ্ছা না করিবে কদা॥"

***

"ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম।" ৬

(নৃসিংহতাপনী, ১ অঃ)

"ঋত আর সত্য পরব্রহ্মের স্বরূপ"

——:-০-:——

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আনন্দ ও প্রবৃত্তি সকল।

প্রত্যেক জীবাত্মা একই পরমাত্মার অংশ ও তদ্‌ভাবান্বিত বলিয়া স্বতন্ত্র দেহস্থ হইয়াও, অপরাপর দেহস্থ জীবাত্মা সমূহের সহিত মিলিত হইতে সতত সচেষ্ট। অবশ্য সকলেই যখন একই পরমাত্মার অংশ তখন তাহাদের এই মিলনেচ্ছা একান্ত স্বাভাবিক এবং মিলন সংঘটিত হইলে, উভয়েরই আনন্দলাভ হয়। নানা প্রকারে তাহারা বিভিন্ন হইলেও, সুখাকাঙ্খা সম্বন্ধে তাহারা সকলে সমভাবাপন্ন। বিশ্বের সকল জীবই সুখের জন্য, আনন্দের জন্য লালায়িত। যে যে উপায়েই হউক না কেন, সকলেই সুখের অন্বেষণ করে। উপায় বিভিন্ন হইলেও, উদ্দেশ্য সকলেরই সুখলাভ। দেহাভিমানে—ইন্দ্রিয়মোহে অন্ধ হইয়া জীব প্রায় মন্দটী বাছিয়া লয় বটে, কিন্তু সকলেরই নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্য এক সুখাভিলাষ। জীবাত্মা জন্ম জন্মান্তরে কেবল এক সুখান্বেষণে—আনন্দান্বেষণে ব্যস্ত। ইহাই তাহার চিরলক্ষ্য। যতদিন তাহার পার্থক্য বোধ প্রবল থাকে—বহির্ম্মুখী বৃত্তি প্রবল থাকে, ততদিন প্রবৃত্তিমার্গে স্বার্থপরতা দ্বারা সুখান্বেষণ করে; অনন্তর অন্তর্ম্মুখী বৃত্তি প্রবল হইলে একাত্মতাবোধ উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্তিমার্গে স্বার্থত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ পরহিত অন্বেষণ দ্বারা সুখান্বেষণ করে। সে যে

আপাতঃকষ্টকর কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা কেবল ভবিষ্যতে অধিকতর আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে। বর্ত্তমানে দুঃখ কষ্ট করিলে, যদি তাহার ফলে ভবিষ্যতে সমধিক সুখ ও আনন্দলাভ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তবেই সে আপাততঃ কষ্ট সহ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। আনন্দ বা সুখই তাহার একমাত্র, চিরলক্ষ্য। অপর লক্ষ্য সকলই সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের উপায়-মাত্র। মানব মোক্ষের পরমানন্দ লাভ করিবার জন্যই চিরজীবন সর্ব্বত্যাগী হইয়া কঠোর তপস্যাচরণ করে। এক কথায় সুখ অন্বেষণেই জীবের ক্রমাভিব্যক্তি হয়। জীব প্রথমে প্রবৃত্তিমার্গের স্বার্থান্বেষণের ক্ষণিক আনন্দ হইতে, অবশেষে নিবৃত্তিমার্গের সর্ব্বার্থপরতামূলক শাশ্বত আনন্দলাভের চেষ্টায় গমন করে।

যখন জীবাত্মা স্থূলোপাধিগত হয় তখন তাহার আনন্দময় স্বভাব বহির্জগতে সুখান্বেষণে ব্যস্ত থাকে এবং চরাচর সর্ব্বভূতের সঙ্গলাভ দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভ করিতে চেষ্টা করে। এই বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তিই বাসনা। যখন বাসনা জীবাত্মাকে কোন পদার্থের সহিত সংযুক্ত করাতে তাহার সুখলাভ হয়, তখন ঐ পদার্থ লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে যে হৃদয়াবেগের উৎপত্তি হয় তাহার নাম অনুরাগ বা ভালবাসা। পক্ষান্তরে, যখন বাসনা জীবাত্মাকে এমন কোনও দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত করে যাহাতে কষ্টোদয় হয়, তখন ঐ পদার্থ ভবিষ্যতে পরিহারের ইচ্ছা জন্মে, তদ্দ্বারা যে ভাবের উদয় হয় তাহার নাম বিরাগ, দ্বেষ, বা ঘৃণা। প্রথমোক্ত ভাবের দ্বারা জীবাত্মা ও ভোগ্যবিষয়ের মধ্যে একটা আকর্ষণ এবং শেষোক্ত ভাব দ্বারা তাহাদের মধ্যে বিপ্রকর্ষণ (Repulsion) উৎপন্ন হয়।

প্রবৃত্তি বা হৃদয়াবেগ সমূহ (Emotions) এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। জীবাত্মার কতকগুলি প্রবৃত্তি তাহাকে চরাচর ভূত সমূহের

অনেকের সহিত অনুরাগে আবদ্ধ করে এবং অবশিষ্ট কতকগুলি প্রবৃত্তি তাহাকে অপর বস্তু সমূহের সহিত বিরাগ বা 'দ্বেষ' সূত্র দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত করে। এই রাগ ও দ্বেষের কথা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে জীব ক্রমশঃ তাহাদিগকে বুদ্ধিসহযোগে সৎভাবে পরিচালিত করিতে অভ্যাস করে। প্রবৃত্তি সমূহ ইন্দ্রিয়পথে বহির্জগতে কার্য্য করিয়া তাহার অভিজ্ঞতা (Experience) মানব বুদ্ধির সমীপে উপনীত করে। যে ঘটনা হৃদয়ে মধুর প্রীতিকর স্পন্দন উৎপন্ন করে, বুদ্ধি তাহাকে আনন্দজনক এবং যদ্দ্বারা তদ্বিপরীত স্পন্দন হয় তাহাকে দুঃখজনক বলিয়া ধারণা করিয়া রাখে। এই সকল ঘটনার তালিকা মানবের স্মৃতিক্ষেত্রে অঙ্কিত থাকে এবং পুনর্ব্বার তদনুরূপ ঘটনা সম্ভব হইলে, বুদ্ধি তাহা আনন্দ বা দুঃখজনক, ইহা নির্ণয় পূর্ব্বক তাহাকে লাভ বা পরিহার করিতে শিক্ষা দেয়। প্রবৃত্তি বা মনোভাব সকল (Emotions) এইরূপে বুদ্ধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শিক্ষিত হইতে থাকে। এইভাবে নিরন্তর বিচারপূর্ব্বক প্রবৃত্তিগণকে সুপথে পরিচালিত করিতে করিতে, ক্রমশঃ সেই সকল বিচারের ফল মানবমনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যায়। তখন আর তাঁহাকে প্রত্যেক বিষয়ে মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয় না; তখন হৃদয়াবেগের প্রেরণা বা আনন্দ ও বুদ্ধির বিচারণা ব্যতীত, সদসৎ সিদ্ধান্ত স্বতঃই তাহার মনে প্রতিভাত হয়। সদসৎ বিচার তখন তাহার স্বভাবগত বা হৃদ্গত হইয়া যায়। এইস্বভাবগত ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় শক্তিকে কেহ কেহ বিবেকবাণী (Voice of conscience) বলেন। অতএব দেখা গেল যে বিবেকেরও ক্রমাভিব্যক্তি আছে।

প্রথমে যাহা কিছু মধুর, মানুষ তাহাতেই আসক্ত হয় এবং যাহা কিছু কষ্টকর তাহাতেই বিরক্ত হয়। কিন্তু ভূয়োদর্শনের দ্বারা সে ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে অনেক বিষয় প্রথমাবস্থায় সুমিষ্ট হইলেও

পরিশেষে তাহাই কষ্ট হইয়া পড়ে; পক্ষান্তরে, অনেকস্থলে যাহা আপাততঃ কষ্টকর তাহাই পরিণামে সমধিক সুখকর হয়। গীতা বলিতেছেন ঃ—

"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমং।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং আত্মবুদ্ধি প্রসাদজং
বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমং।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতং॥"

(গীতা ১৮'৩৭—৩৮)

"অগ্রে বিষবৎ শেষে অমৃত সমান।
সে সুখ সাত্ত্বিক বলি জানে মতিমান॥
আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ হইতে লব্ধ হয়।
(পরম আনন্দকর নাহিক সংশয়)॥
বিষয়ে ইন্দ্রিয়যোগে আগে যেই সুখ।
অমৃতের মত কিন্তু শেষে ঘটে দুঃখ॥
তাহাই রাজস্ সুখ জানিহ নিশ্চয়।
(বুদ্ধিমান সেই সুখে মত্ত নাহি হয়)॥"

পুনঃ পুনঃ সুখ দুঃখানুভূতির ফলে মানব বিজ্ঞতা লাভ করে ও পরিণামদর্শী হয় এবং পরিশেষে বিমৃষ্যকারিতা তাহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া যায়।

উপরোক্ত প্রকারে প্রবৃত্তি বা হৃদয়াবেগ সমূহ বিবেক কর্ত্তৃক ঈশ্বরেচ্ছানুসারে পরিচালিত হইয়া সদ্‌গুণে (virtues) পরিণত হয়। তাই প্রবৃত্তি বা হৃদয়াবেগ সমূহের শিক্ষা ও সংযম দ্বারাই মানবের নৈতিক উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। ইহাই চরিত্রগঠনের মূলমন্ত্র এবং

মানবের বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ক শিক্ষার চরমোৎকর্ষ। রাগ ও দ্বেষকে সুনিয়ন্ত্রিত করা ও সুপথগামী করাই মানবের নৈতিক ক্রম-বিকাশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। যিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হন, তিনি সেই সুপ্রবৃত্তিবশে সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হন: তিনি দেশহিতৈষী হন, বিশ্বহিতৈষী হন; তিনি সর্ব্বজীবের বন্ধু হন এবং সর্ব্বভূতে দয়া করেন। যতই তিনি 'রাগ' বা প্রেম ভাবের বিস্তার ও উৎকর্ষ সাধন করেন, ততই তিনি অধিকতর জীবের সহিত একাত্মতা উপলব্ধি করেন। এইরূপে সকলকে আত্মনির্ব্বিশেষে ভালবাসিতে শিক্ষা করিয়া ক্রমে তাঁহার পরিবার, সমাজ, জাতি ও সমগ্র বিশ্বের সহিত একতা বা অভেদজ্ঞান জন্মে। ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে—

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং। নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং।"

(ছান্দোগ্য ৭।২৩)

যাহা অনন্ত তাহাই সুখ। যাহা অল্প বা পরিমিত তাহাতে সুখ নাই। যাহা অনন্ত তাহাই অমৃত, যাহাই অল্প তাহাই মর্ত্ত্য। যাহা অল্প অর্থাৎ সান্ত তাহারই অভাব বা বাসনা আছে। বাসনা বা তৃষ্ণাই দুঃখের বীজ। যাহা দুঃখের বীজভূত তাহাকে প্রকৃত সুখ বলা যাইতে পারে না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে জগতের ক্রমাভিব্যক্তির বর্ত্তমানাবস্থায় মানবজাতি একতার (unity) পথে অগ্রসর হইতেছে অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছাবশে স্বাতন্ত্র্যাভিমানী মানবের এখন পরস্পরের সহিত এবং পরমাত্মার সহিত অভেদ জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছে। এই মিলনেই সুখ। সেই জন্য যে সৎ সেই সুখী। ধর্ম্মশাস্ত্র নানাপ্রকারে আমাদিগকে এই চরম সিদ্ধান্ত অর্থাৎ সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষা দিতেছেন—যে "ব্রহ্মই আনন্দ।" সেই জন্য

ব্রহ্মের সমধর্ম্মী জীবাত্মাও আনন্দময়। যখন জীব গন্তব্য পথ অর্থাৎ ক্রমোন্নতির ভগবন্নির্দ্দিষ্ট পথ ত্যাগ করিয়া বিপথে যায় তখনই আনন্দের অভাব হয়। পুণ্যেই আনন্দ, পাপেই নিরানন্দ।

***

"ব্রহ্মবেদং সর্ব্ব সচ্চিদানন্দরূপং।"
সচ্চিদানন্দরূপং ইদং সর্ব্বং॥"

(নৃসিংহতাপনী। ৭)

সচ্চিৎ আনন্দরূপ ব্রহ্ম সর্ব্ব হয়।
ব্রহ্মরূপ সচ্চিৎ আনন্দ সমুদয়॥

***

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু।
তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নান্তরাত্মন্॥"

(কঠ ৪।১)

বহির্ম্মুখী করি ইন্দ্রিয় সকলে
সৃজিলা স্বয়ম্ভু জীবে!
তাই দেখ প্রাণী অন্তরাত্মা ছাড়ি
বহির্ম্মুখী গতি সবে॥

***

"যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি না সুখং
লব্ধা করোতি সুখমেব লব্ধা করোতি—।
যদা বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।
যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা।

অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যৎ শৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং।"
যো বৈ ভূমা তদমৃতং। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং।"
(ছান্দোগ্য ৭। ২২—১। ২৩—১। ২৪—১)

যাতে জীব পায় সুখ করে সদা তাই।
বিনা সুখ আশা কভু কার্য্যে রতি নাই॥
(সুখের চেষ্টায় জীব ভ্রমে এ সংসারে)
সুখের সম্ভব বুঝি সদা কার্য্য করে॥"

"অনন্ত যা তাই সুখকর।
অল্প যাহা তাহে সুখ নাই।
সান্ত সুখ দুঃখবীজ হয়।
অনন্তই একমাত্র সুখের নিলয়॥
যথা অন্য দেখা নাহি যায়।
যথা অন্য শোনা নাহি যায়॥
যথা অন্য জানা নাহি যায়।
অদ্বয়, অনন্ত তাহে কয়॥
যথা অন্য কিছু দেখা যায়।
যথা অন্য কিছু শোনা যায়॥
যথা অন্য কিছু জানা যায়।
অল্প, দ্বৈত, সান্ত, সেই হয়।"
"অনন্তই অমৃত স্বরূপ।
অল্প যাহা তাই মর্ত্ত্যরূপ॥

***

"সুখচৈতন্যস্বরূপোঽপরিমিতানন্দসমুদ্রোঽবিশিষ্টসুখস্বরূপানন্দ ইতি।"
(সর্ব্বসারোপনিষদ্)

সুখ আর চৈতন্যের অনন্ত সাগর।
আনন্দ তাহাই সুখ নাহি যার পর॥

***

"ইষ্টবিষয়ে বুদ্ধিঃ সুখবুদ্ধিঃ।
অনিষ্টবিষয়ে বুদ্ধিঃ দুঃখবুদ্ধিঃ॥"

(সর্ব্বোসারোপনিষদ্)

অভীষ্ট বিষয় লাভে হয় সুখ বোধ।
অপ্রিয় বিষয় যোগে হয় দুঃখ বোধ॥

***

"সর্ব্বাণি ভূতানি সুখে রমন্তে।
সর্ব্বাণি দুঃখস্য ভৃশং ত্রসন্তে॥

(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৩১।২৭)

"সুখে সবে আনন্দিত হয়।
দুঃখ দেখি সবে পায় ভয়॥"

***

"ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥"

(গীতা ৭।২৭)

"হে ভারত, পরন্তপ, করহ শ্রবণ।
দ্বন্দমোহজাত রাগ দ্বেষের কারণ॥
সংসারে সকল জীব আছে মায়ামূঢ়।
দ্বন্দের অতীত হও এই মন্ত্র গূঢ়॥"

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ"

(গীতা ৩.৩৭)

"কাম ইহা ক্রোধ ইহা রজঃ সমুদ্ভব।"

***

"ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥"

(গীতা ১৩।৬)

"ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধৃতি, চিৎ দেহ।
সবিকার ক্ষেত্র এই সংক্ষেপে জানিহ ॥"

***

"ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ সৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥"

(গীতা ৩.৩৪

"ইন্দ্রিয় বিষয় ভেদে জন্মে অনুরাগ।
অথবা প্রবৃত্তিবশে জনমে বিরাগ ॥
রাগ, দ্বেষ, উভয়েই মোক্ষ বিঘ্নকর।
না হয় তাদের বশ মুমুক্ষু যে নর ॥
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ার্থে রাগ দ্বেষ আছে।
তারা পরিপন্থি, নাহি যাও তার পাছে ॥"

***

"রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥"

(গীতা ২।৬৪)

রাগ দ্বেষহীন আর আত্মবশীভূত।
ইন্দ্রিয়ে বিষয় সুখ ভোগ করি যত॥
আত্মবশ চিত্ত যার সেই মহাজন।
চিত্তের প্রসাদে দিন করেন যাপন॥

***

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিং॥

(গীতা ১৬।২৩)

শাস্ত্রবিধি ছাড়ি যেই করে স্বেচ্ছাচার।
সিদ্ধি, সুখে বঞ্চিত সে, পরাগতি আর॥

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা—
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং।"

(কঠ ৫।১২)

"এক যিনি নিয়ন্তা সবার।
অন্তরের আত্মা সবাকার॥
একরূপে বহুরূপকারী।
হৃদয়স্থ দেখেন তাঁহারি॥
ধীর যত আত্মজ্ঞানী হয়।
নিত্য সুখ অন্য কারু নয়॥"

——:o:——

তৃতীয় অধ্যায়।
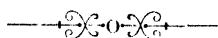
ব্যক্তিগত (Self-regarding) সদ্‌গুণ।

ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে জীবাত্মা নিজ সন্নিহিত সর্ব্বভূতের সহিত নানাপ্রকারে সম্বন্ধযুক্ত; বিশ্বের চরাচর সর্ব্বভূতই পরস্পরের সহিত নানা সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ এবং এই সকল সম্বন্ধ সর্ব্বতোভাবে পরস্পরের সুখজনক করাই নীতি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বভূতের মধ্যে পরস্পরানুকূল সম্বন্ধ অর্থাৎ সহানুভূতি ও প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করাই নীতিবিজ্ঞানের কার্য্য। এই সম্বন্ধ সকল প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ স্বতন্ত্র ভূতসমূহের পরস্পরের সহিত অশেষ প্রকার সম্বন্ধ; দ্বিতীয়তঃ জীবাত্মার সহিত তাহার নিজের অন্তরেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় নিচয়ের নানাবিধ সম্বন্ধ। বলা বাহুল্য যে যদি জীবাত্মার নিজদেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও মন পরস্পর অনুকূল ও সহানুভূতি বিশিষ্ট না হয়—যদি তাহারা আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহের বাহ্য বিকাশের উপযোগী ও অনুকূল না হয়—যদি তাহারা জীবাত্মার শক্তিস্পন্দনের অনুকূল স্পন্দন করিতে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত না হয়,—তাহা হইলে ভিন্নদেহস্থ জীবাত্মাগণের ও বাহ্য বস্তুনিচয়ের সহিত তাহার অনুকূল বা সুখ সম্বন্ধ স্থাপনের আর আশা কোথায়? জীবাত্মা "দেহেন্দ্রিয়মন" দ্বারাই বাহ্যজগতের সহিত

সম্বন্ধযুক্ত। যদি তাহারাই পরস্পর অনুকূল না হয়—যদি তাহারাই আত্মার কার্য্যের প্রতিকূল হয়, তবে কি প্রকারে জীবাত্মা বাহ্যজগতের সহিত সুখ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হইবে? তাহা কখনই সম্ভব নহে। অতএব দেহেন্দ্রিয়মনকে আত্মবশে আনাই মানবের নৈতিক জীবনের প্রথম ও প্রধান সোপান। যতদিন তিনি শিশু থাকেন এই গুলি তাঁহার উপর আধিপত্য করে এবং তাঁহাকে নানা প্রকার ক্লেশকর অবস্থায় লইয়া ফেলে ও নানামতে বিড়ম্বিত করে। বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ গুলিকে বশ করিতে চেষ্টা করেন, এবং তাহাদিগের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বহু সংগ্রাম করিয়া অবশেষে তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। এইরূপে তাঁহার আত্মসংযম শক্তি (Self-control) প্রবোধিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। সংযম বলিলে জীবাত্মার দ্বারা তাহার ইন্দ্রিয় সমূহ ও ইতর বৃত্তি নিচয়ের শাসন বুঝায়। জীবাত্মার এই নিজদেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সংশ্লিষ্ট সদ্‌গুণ সকলকে "ব্যক্তিগত সদ্গুণ" কহে। অবশ্য সকলেই বুঝিতে পারেন যে যাঁহাদের এই সকল সদ্‌গুণ আছে, তাঁহারাই অপরের সহিত সর্ব্বপ্রকার নৈতিক সুখসম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হন। অন্যের পক্ষে তাহা সুসাধ্য নহে।

ভগবান মনু আত্মসংযমের অত্যাবশ্যকতা পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে কতকগুলি সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কর্ম্মে ত্রিবিধ শক্তি আছে। মন, বাক্য ও কায় আশ্রয় পূর্ব্বক কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। যথা—

শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাক্‌দেহ সম্ভবং।
কর্ম্মজ গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥"

(মনু ১২।৩)

অর্থাৎ কর্ম্ম শুভ বা অশুভফল উৎপন্ন করে, এবং দেহ, মন বা বাক্যদ্বারা উৎপন্ন হয়। এবং সেই কর্ম্মফলেই মানবের উত্তম, মধ্যম, ও অধম গতি লাভ হয়।

মন হইতে সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তি বা হৃদয়াবেগের উৎপত্তি হয়। তাহাকে জয় করা ও সংযত করা সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। কারণ মন নিরন্তর বাসনার অনুগামী। ইহা অণুক্ষণ অভীষ্ট ও সুখকর বস্তুলাভের বাসনা দ্বারা পরিচালিত। প্রবৃত্তি সকল ভোগাকাঙ্ক্ষাতৃপ্তির জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র এবং মন তাহাদের কিঙ্কর হইয়া অনুক্ষণ তাহাদের ভোগ্যবস্তু অন্বেষণে ধাবিত হয়। জীবাত্মার প্রথমেই মনকে এই এই বাসনার দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে সমুদয় ইন্দ্রিয় শক্তি ও ইন্দ্রিয় যন্ত্রের উপর প্রভুত্ব প্রদান পূর্ব্বক অনুক্ষণ কর্ত্তব্য পালনে তৎপর করা উচিৎ। মনু বলিয়াছেন—

"একাদশং মনোজ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকং।
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌগণৌ॥"

(মনু ২।৯২)

'অর্থাৎ মনকে জয় করিতে পারিলে, বুদ্ধীন্দ্রিয় পঞ্চ ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ সংযত হইয়া থাকে।

সুতরাং শিক্ষার্থিগণের মনঃসংযমে একান্ত যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। যখনই মন বিপথে যাইতে চাহিবে, তখনি তাহাকে ফিরাইয়া সুপথে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। আত্মসংযম শিক্ষার ইহাই প্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার।

মনঃসংযম, বাক্‌সংযম ও কায়সংযম—এই ত্রিবিধ সংযম মধ্যে মনঃসংযমই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও সর্ব্বপ্রধান; কারণ বাক্য ও দৈহিক কার্য্য

মানসপরতন্ত্র। "মনো বিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকং" (মনু ।৪) অর্থাৎ মনকে সর্ব্ববিষয়ে প্রবর্ত্তক বলিয়া জানিবে। মনকে বশে আনিতে পারিলে অপর সকলই বশীভূত হয়। কিন্তু মন অত্যন্ত চঞ্চল ও দুর্নিগ্রহ : তাহাকে আয়ত্ত করা নিতান্ত দুরূহ।

তবে মনোজয়ের উপায় কি? গীতায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশ্ন করিলে, ভগবান্ উত্তর করিলেন :—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥"

(গীতা ৬৩।৫)

সুনিশ্চয় মহাবাহু মন দুর্নিবার।
চঞ্চল হ'লেও আছে উপায় তাহার॥
কেবল অভ্যাস যোগ করহ আশ্রয়।
বৈরাগ্য সহায়ে বশ হইবে নিশ্চয়॥

অধ্যবসায় সহকারে সংযম অভ্যাস করিতে করিতে এই দুর্দ্দম মনও সম্পূর্ণ সংযত হয়। ইহা ভগবদ্বাক্য; সুতরাং হতাশ হইবার কারণ নাই। ভগবান্ তাহার উপায়ও বলিয়া দিয়াছেন :—

"যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥"

(গীতা ৬।২৬)

"অস্থির চঞ্চল মন যথা যথা যাবে।
তথা হতে আনি পুনঃ আত্মায় বসাবে॥"

দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে এইরূপ চেষ্টা করিলে মন নিশ্চয়ই বিজিত

ও সংযত হইবে। মন সংযত না হইলে মানব কখনও সুখী হইতে পারে না।

আত্মজয়ের দ্বিতীয় উপায় বাগ্‌দণ্ড। কথা কহিবার পূর্ব্বে বিচার করিয়া কথা বলা প্রয়োজন। বাক্যের ফলাফল বিচার না করিয়া কথা কহিলে অশেষ সঙ্কটে পড়িতে হয়। বাক্যপ্রয়োগের হঠকারিতার জন্য অর্জ্জুনকে অনেক সময় বিষম সঙ্কটে পতিত হইতে হইয়াছিল। একবার তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র-হন্তা জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারেন তবে আত্মঘাতী হইবেন। কিন্তু জয়দ্রথকে সেই দিন সাক্ষাৎ পাইবার কোন আশা ছিল না। অবশেষে তাঁহাকে সেই বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র দ্বারা সূর্য্যকে আবরণ পূর্ব্বক সূর্য্যাস্তের বহুপূর্ব্বে সন্ধ্যাভ্রান্তি ঘটাইতে হইয়াছিল। তখন সন্ধ্যা আগত দেখিয়া জয়দ্রথ অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলে অর্জ্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার অবকাশ পাইয়াছিলেন। আর একবার যুধিষ্ঠিরের সহিত বিবাদ উপলক্ষে তাঁহার ঈদৃশ অবস্থা ঘটিয়াছিল। এ সকল কথা মহাভারতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। আর একটি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া অর্জ্জুনকে মহাপ্রস্থান সময়ে পথে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অর্জ্জুনের দেহত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন "অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন একদিনে সমস্ত শত্রু বিনষ্ট করিব। কিন্তু স্বীয় বীরত্বের অহঙ্কারে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, সেই জন্যই তাঁহার পতন হইল।" যিনি বাক্‌দণ্ডে সমর্থ, যিনি রসনাকে সংযত করিতে পারিয়াছেন তাঁহার আত্মজয়ের অধিক বিলম্ব নাই।

আত্মসংযমের তৃতীয় উপায় কায়দণ্ড। স্থূলইন্দ্রিয়ের দমন এবং

সংযমন করা একান্ত কর্ত্তব্য; নচেৎ ইহার কুপ্রবৃত্তি সমূহ চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদিগকে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিতে পারে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥"

(গীতা ১৭।১৪)

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, সুধীর পূজন।
শৌচ, সরলতা ব্রহ্মচর্য্যের ধারণ॥
অহিংসা সকলে, এই পঞ্চ অঙ্গময়।
শারীরিক তপঃ কহে জানিহ নিশ্চয়॥

যৌবনকালই ইন্দ্রিয়সংযমের প্রকৃষ্ট সময়। কারণ সেই সময়েই সহজে ইহাকে জয় করিয়া সৎপথে চালিত করা যায়। দেহ অভ্যাসের দাস; যদিও প্রথম, প্রথম ইহা সবলে জীবাত্মার ইচ্ছার প্রতিকূলতা ও দ্রোহিতা করিতে চেষ্টা করিবে বটে, কিন্তু একটু অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিলেই ইহা বিজিত ও আত্মার ইচ্ছানুবর্ত্তী হইবে। একবার অভ্যাস করাইয়া দিলে দেহকে অভ্যস্ত পথে চালিত করা তত কষ্টসাধ্য নহে।

আত্মসংযম অভ্যাস দ্বারা আমাদিগকে যে সকল পাপ ও দুঃখের মূল নষ্ট করিতে হইবে তাহাদের মধ্যে স্বার্থপর বাসনা সমূহই প্রধান। কারণ, পার্থিব সুখ ও সম্পদের দুষ্পূরণীয় কমনা হইতে বহু দুঃখের উৎপত্তি হয়। সেই কামনাত্যাগ দ্বারাই শান্তিলাভ হয়। কামনা পূরণ দ্বারা শান্তিলাভ সম্ভবপর নহে; ইহা মঞ্চী বুঝিয়াছিলেন। মঞ্চী লোভবশে ধনের জন্য বহু যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু

তাঁহার যত্ন ফলবতী হয় নাই। তাঁহার সম্পত্তির অবশেষ দ্বারা তিনি দুইটী গোবৎস ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে হলবহনোপযোগী করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে তাহারা যে রজ্জুতে বদ্ধ ছিল, তাহা একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রের পদে আবদ্ধ হওয়ায়, তাহাদের মৃত্যু হয়। এই শেষ দুর্ঘটনাতে মন্ত্রীর হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং তাহার কামনা চিরদিনের মত পলায়ন করিল। তখন মন্ত্রী ম্লান গম্ভীরস্বরে গাহিলেন, "যে সুখের বাসনা করে তাহার বিষয় বাসনা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। শুকদেব যথার্থই বলিয়াছেন যে, প্রাপ্তকাম ও ত্যক্তকাম এই দুইজনের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠতর, কারণ কেহই এ পর্য্যন্ত বাসনার অবধি পায় নাই। হে আত্মা, তুমি এতদিন লোভের দাস ছিলে; আজ সে দাসত্ব ঘুচিয়াছে, এখন একবার স্বাধীনতা ও শান্তির মধুর আনন্দ উপভোগ কর। বহুদিন নিদ্রিত ছিলাম; আর ঘুমাইব না; এখন জাগ্রত হইলাম। হে বাসনা, আর তুমি আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। যখন যে বিষয়ে তুমি আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছ; তখনই তদনুসরণে তুমি আমায় বলপূর্ব্বক নিয়োগ করিয়াছ; তাহা লাভ করা সম্ভব কি অসম্ভব তাহাও একবার ভাবিতে দাও নাই। তোমার বুদ্ধি নাই, তুমি নির্ব্বোধ—তুমি চিরদিন দুষ্পূরণীয়, নিরন্তর সর্ব্বভুকের ন্যায় জলিতেছ—নিরন্তর তোমার অধিকতর আহুতি লাভের বাসনা। মহাশূন্যের ন্যায়—দিক্ কালের ন্যায় তোমাকে পূর্ণ করা অসম্ভব। দেখিতেছি, আমাকে দুঃখার্ণবে মগ্ন করাই তোমার একমাত্র বাসনা। আজ তোমা হইতে পৃথক হইলাম, তোমার সাহচর্য্য ত্যাগ করিলাম, আজ হইতে হে কামনা, আর তোমার সঙ্গ চাই না। আর আমি তোমার বা তোমার দলবলের বিষয় ভাবিব না। আজ হইতে তোমাকে আমার হৃদয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যসন

ও বাসনার সহিত বর্জ্জন করিলাম। তোমার সঙ্গদোষে আমি কতশত বার হতাশ্বাস হইয়া কষ্টভোগ করিয়াছি। আজ তোমায় ত্যাগ করিয়া আমার মন শান্তিলাভ করিল। আজ হইতে যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিব, আর কামনা পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিব না। আজ আমি তোমায় শত্রু বলিয়া চিনিয়াছি। আজ তোমাকে সদলে ত্যাগ করিয়া, শান্তি, সংযম, ক্ষমা, করুণা ও মুক্তি লাভ করিলাম।" এইরূপে মঙ্কী অত্যল্প ত্যাগ করিয়া সর্ব্ব ইষ্ট লাভ করিয়াছিলেন।

যযাতি রাজার উপাখ্যানটি আরও শিক্ষাপ্রদ। তিনি উদ্দাম বাসনাবশে উন্মত্তপ্রায় হইয়া নিজের পুত্রের নিকট হইতে মধুর, নবীন যৌবন গ্রহণ করিয়া দুষ্পূরণীয় লালসা চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। উপাখ্যানটি এই—

চন্দ্রবংশে নহুষপুত্র যযাতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। সেই কারণে তাঁহার শ্বশুর দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন; সেই শাপে অকালে তাঁহাকে জরা আশ্রয় করিয়াছিল। পরে শুক্রাচার্য্যকে তুষ্ট করিলে, তিনি বলিলেন, তোমার পুত্রগণের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করিলে সহস্র বৎসরের জন্য তোমার জরা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় যৌবন তোমাকে অর্পণ করিতে পারিবে। যযাতি তাঁহার পাঁচটি পুত্রকে ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, কনিষ্ঠ পুত্র পুরু তাঁহার প্রীতিসাধন জন্য স্বেচ্ছায় স্বীয় যৌবন তাঁহাকে অর্পণ পূর্ব্বক সহস্রবর্ষের জন্য পিতার জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত নিরন্তর ইন্দ্রিয় সেবা করিয়াও তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইল না। তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইলেও বাসনার

নিবৃত্তি হইল না। অবশেষে সহস্র বৎসর অতীত হইলে, তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি বুঝিলেন বিষয় ভোগে বাসনার তৃপ্তি হয় না, কিন্তু "ত্যাগেই তৃপ্তি।" তখন তিনি পুরুকে আহ্বান পূর্ব্বক সানন্দে নিজ জরা প্রতিগ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে যৌবন ও স্বরাজ্য প্রদান পূর্ব্বক অরণ্য আশ্রয় করিলেন। তখন তিনি তাঁহার জীবনের সার শিক্ষা এইরূপে পুনঃ পুনঃ গান করিতে লাগিলেন :—

"ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥"
(মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ১১৬।৩৭)

অর্থাৎ কামনা, কামোপভোগে কদাচ প্রশমিত হয় না, কিন্তু হবির্যোগে অগ্নি যেমন প্রবলতর প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।

মনকে কদাচ ইন্দ্রিয়গণের অধীন হইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রত্যুত কি অন্তরেন্দ্রিয়, কি বহিরেন্দ্রিয়, তাহাদের সকলকেই নিরন্তর বিবেক বা হিতাহিত জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত ও সংযত করা একান্ত কর্ত্তব্য। বাহ্যেন্দ্রিয় সকল মনের সাহায্যাপেক্ষী। সুতরাং মনই ইন্দ্রিয় সকলের রাজা এবং মনকে জয় করিতে পারিলেই সকল ইন্দ্রিয়ের জয় করা হয়। ব্যক্তিগত (self-regarding) দোষ সমূহ কেবল মনেরই বিকার সম্ভূত। বুধগণ মানবের নিজ মনোবিকার সম্ভূত (অর্থাৎ মানসজাত) দোষ সমূহকে ছয় শ্রেণীতে ভাগ করিয়া-তাহাদিগকে ষড়রিপু নামে অভিহিত করিয়াছেন যথা :—(১) কাম (২) ক্রোধ (৩) লোভ (৪) মোহ (৫) মদ ও (৬) মাৎসর্য্য। এই মানসিক রিপুগুলির অধীন হইলে মানুষ পশুবৎ

হয় এবং ইহাদিগকে জয় করিলে মানব দেববৎ হয়। কি শরীরবিজ্ঞান (Physiology), কি চিকিৎসা শাস্ত্র সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে কামরিপু বশেই মৃত্যু ও ব্রহ্মচর্য্যে নিরাময় জীবন লাভ হয়।

"ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।"—পাতঞ্জল দর্শন

ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে শারীরিক ও মানসিক বীর্য্য লাভ হয়।

"ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং।"

ঊর্দ্ধরেতা ভবেৎ যস্তু স দেবো নতু মানুষঃ" ॥

জ্ঞান সঙ্কলনী তন্ত্র।

"পণ্ডিতগণ তপস্যাকে তপস্যা বলেন না; ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। যিনি ঊর্দ্ধরেতা হন তিনি দেবতা, মানুষ নহেন।"

* ডাক্তার লুইস বলেন—"All eminent physiologists agree that the most precious atoms of the blood enter into the composition of the semen" অর্থাৎ সকল প্রসিদ্ধ শরীরতত্ত্ববিৎ একবাক্যে বলিয়াছেন যে রক্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমাণু লইয়াই শুক্র প্রস্তুত হয়।

ডাক্তার নিকল্‌স্ লিখিয়াছেন—"It is a medical—a physiological fact, that the best blood in the body goes to form the elements of reproduction in both sexes.

In a pure and orderly life this matter is reabsorbed. —It goes back into the circulation ready to form the finest brain, nerve and muscular tissue—

* এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশ প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্তের "ভক্তিযোগ" হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

This *life of man*, carried back and diffused through his system, makes him manly, strong, brave, heroic. If wasted, it leaves him effiminate, weak and irresolute, intellectually and physically debilitated and a prey to sexual irritation, disordered function, morbid sensation, disordered muscular movement, a wretched nervous system, *epilepsy*, *insanity* and *death*" অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্র এবং শরীর বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শরীরের রক্তের চরম সারাংশই নরনারীর রেতঃ বা বীর্য্যের মূল উপাদান। যাঁহার জীবন পবিত্র ও সুনিয়ন্ত্রিত, তাঁহার শরীরে এই পদার্থ পুনর্মিশ্রিত হয় এবং পুনরায় রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক, স্নায়ু এবং মাংসপেশী গঠিত করিয়া থাকে; মানবের এই জীবনী শক্তি রক্তের মধ্যে পুনর্গৃহীত ও শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে সমধিক মনুষ্যত্ব সম্পন্ন, দৃঢ়কায়, সাহসী, উদ্যমশীল ও বীর্য্যশালী করে। পক্ষান্তরে ইহার অপচয় দ্বারা মানুষ হীনবীর্য্য, দুর্ব্বল এবং অস্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া পড়ে, তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হয়, রিপুর উত্তেজনা বলবতী হয়, শরীরযন্ত্রের ক্রিয়া বিপর্য্যস্ত হয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিকৃত হইয়া পড়ে, মাংসপেশীর ক্রিয়া বিড়ম্বিত হয়, স্নায়ুজাল হীনবল ও অকর্ম্মণ্য হয়, এবং অবশেষে মূর্চ্ছা বা উন্মাদ রোগ এমন কি মৃত্যু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে।" অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্র-ক্ষরণ জন্য অনেক যুবককে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, একগ্রতা বা ধারণাশক্তির অভাব, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মনের ঔদাস্য, চিত্তের চাঞ্চল্য, অধ্যাবসায়-হীনতা, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, হৃৎকম্প, অরুচি, শিরঃপীড়া প্রভৃতি নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতে দেখা যায়।

কাম দমন করিতে হইলে কুচিন্তার প্রতি খড়্গ হস্ত হইতে হইবে। চিন্তাই কর্ম্মের বীজ। কুচিন্তাই পাপের ভিত্তি। তাই শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন :—

"মনাগভ্যাদিতেবেচ্ছা চ্ছেতব্যানর্থকারিনী।
অসংবেদন শস্ত্রেন বিষস্তেবাঙ্কুরাবলী ॥"

(যোগবাশিষ্ঠ)

যেমন বিষবৃক্ষের অঙ্কুর উৎপন্ন হইবামাত্র ছেদন করা কর্ত্তব্য, তেমনই বিন্দুমাত্র অনর্থকারিণী ইচ্ছা মনে উদিত হইলে, তখনই তাহাকে অননুভূতিরূপ অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে।

"প্রত্যাহার বঁড়িশেন ইচ্ছা মৎসীং নিযচ্ছত।"
প্রত্যাহার বঁড়িশের দ্বারা ইচ্ছা মৎস্যকে দমন করিবে।

রূপজ মোহ ও স্মৃতি হইতেই কামের কুচিন্তা সকল উদ্রিক্ত হয়। সুতরাং মানুষের শরীর কিরূপ জঘন্য মূত্রবিষ্ঠাকৃমিপূর্ণ তাহা সর্ব্বদা চিন্তা করিলে মন অনেক সময়ে কুচিন্তাবিমুখ হয়। কোনও অভীষ্ট দ্রব্য যে প্রকৃতপক্ষে অকিঞ্চিৎকর বা ঘৃণার্হ এ বিশ্বাস জন্মাইলে স্বতঃই তাহার উপর বিরাগ জন্মায়। যথা :—

কাম্যাদিদোষদৃষ্ট্যাদ্যাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ॥"

(পঞ্চদশী ৪।৫৭)।

সর্ব্বদা কাম্য বস্তুর দোষ অনুশীলনই তাহা পরিত্যাগের উপায়।

ক্রোধ মনুষ্যের পরম শত্রু। ইহা মনুষ্যত্ব ঘুচাইয়া দেয়; মানুষকে পশুবৎ করে। ভগবান মনু বলিয়াছেন :—

"পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষাসূয়ার্থ দূষণং।
বাগ্‌দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণাষ্টকঃ॥"

খলতা, হঠকারিতা, দ্রোহীতা (নিজের বা পরের অনিষ্টাচরণ) পরশ্রীকাতরতা; পরছিদ্রান্বেষিতা, দেয় অর্থপ্রদানে বিমুখতা ও দত্তাপহরণ, কঠোর ও কটুবাক্য প্রয়োগ এবং নৃশংসতা এই অষ্টদোষ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হয়।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদিকে ক্রোধের অনেক বিষময় ফলের বর্ণনা পূর্ব্বক বলিতেছেন ঃ—

"আত্মানমপি চ ক্রুদ্ধঃ প্রেরয়েৎযমসদনং ॥
ক্রুদ্ধোহি কার্য্যং শুশ্রোণি ন যথাবৎ প্রপশ্যতি।
ন কার্য্যং ন চ মর্য্যাদাং নরঃ ক্রুদ্ধোহনুপশ্যতি ॥"

মহাভারত।

"ক্রুদ্ধবুদ্ধি আপনাকেও যমালয়ে প্রেরণ করে। ক্রোধান্ধ হইলে কোন্ কার্য্যের কি ফল তাহা মনে উপস্থিত হয় না; উচিত কার্য্য কি, কিরূপে মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, তাহা ক্রুদ্ধব্যক্তি দেখিতে পায় না"। চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত আছে ক্রোধাধিক্য হইতে অপস্মার, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, নাসিকা হৃৎপিণ্ড বা পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব রক্তবমন, হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি কঠিন পীড়ার উৎপত্তি হয়। মহাভারতে, আরও আছে ঃ—

"রোহতে সায়কৈর্বিদ্ধং বনং পরশুনা হতং।
বাচা দুরুক্তয়া বিদ্ধং ন সংরোহতি বাক্‌ক্ষতং ॥"

"বানবিদ্ধ কিম্বা পরশু দ্বারা ছিন্ন অরণ্য বরং পুনরায় অঙ্কুরিত হইতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বাক্য দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যে হৃদয় ক্ষত হয় তাহা আর সংরূঢ় হয় না।"

"যস্তু ক্রোধ সমুৎপন্নং প্রজ্ঞয়া প্রতিবাধতে।
তেজস্বিনং তং বিদ্বাংসো মন্যন্তে তত্ত্বদর্শিনঃ।"

মহাভারত

"যিনি সমুৎপন্ন ক্রোধকে প্রজ্ঞা দ্বারা বশীভূত করেন তত্ত্বদর্শী বুধগণ তাঁহাকেই তেজস্বী মনে করেন।"

"লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি পরদোষৈরুদীর্য্যতে।
ক্ষময়া তিষ্ঠতে রাজন্ ক্ষময়া বিনিবর্ত্ততে॥"

"লোভ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয় এবং পরদোষ দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়; ক্ষমা দ্বারা তাহা নিবৃত্ত হইয়া থাকে।" ক্ষমা ও দয়া অভ্যাস দ্বারাই ক্রোধের হ্রাস সাধন হয়।

মনু বলিয়াছেন ঃ—

"সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥"

"অপমানিত ব্যক্তি সুখে শয়ন করে, সুখে জাগ্রত হয় ও সুখে বিচরণ করে। আর যে অপমান করে সেই বিনষ্ট হয়।"

"মৃদুনা দারুণং হন্তি মৃদুনা হন্ত্যদারুণং।
না সাধ্যং মৃদুনা কিঞ্চিত্তস্মাত্তীব্রতরং মৃদু॥"

মহাভারত।

মৃদুতা দ্বারা কঠোর ও মৃদু উভয়কেই বশ করা যায়; মৃদুতার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব মৃদুতা কঠোরতা অপেক্ষাও তীব্রতর।"

"লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু"; লোভ হইতে কাম ক্রোধাদির উৎপত্তি হয় ঃ—

"লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে
লোভোন্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্য কারণং॥"

হিতোপদেশ :

"লোভ হইতে ক্রোধের উদয় হয়, লোভ হইতে কাম জন্মে; লোভ হইতে মোহ ও বিনাশ উপস্থিত হয়; লোভেই পাপের কারণ।"

"লোভঃ প্রজ্ঞানমাহন্তি প্রজ্ঞা হন্তি হতাহ্রিয়ং।
হ্রীর্হতা বাধতে ধর্ম্মং ধর্ম্মো হন্তি হতশ্রিয়ং॥"

"লোভ প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে। প্রজ্ঞা নষ্ট হইলে লজ্জা নষ্ট হয়, লজ্জা নষ্ট হইলে ধর্ম্ম নষ্ট নয়, ধর্ম্ম নষ্ট হইলে শ্রী—যাহা কিছু শুভ—সমস্তই নষ্ট হয়।"

যদি আমরা স্থির চিত্তে একবার ভাবিয়া দেখি "কি কি না হইলে আমার চলে না" তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের প্রকৃত অভাব কত কম এবং আমাদের কল্পিত অভাব কত অধিক! শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥"

হিতোপদেশ।

"বনজাত শাক দ্বারাই যখন ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তখন এই দগ্ধ উদরের জন্য কে মহাপাতক করিবে?" এই দুদিনের দেহের বিলাসলিপ্সা ত্যাগ করিতে পারিলেই, লোভ আপনা হইতে সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে।

"সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাং।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাং॥"

হিতোপদেশ।

"সন্তোষামৃততৃপ্ত, শান্তচিত্ত ব্যক্তিগণের যে সুখ, ধনলুব্ধ ও "ইহা চাই, উহা চাই" বলিয়া যাহারা সর্ব্বদা ইতস্ততঃ ধাবমান্, তাহাদিগের সে সুখ কোথায় ?"

অজ্ঞান হইতেই মোহ ও গর্ব্বের উৎপত্তি হয়। পক্ষান্তরে আত্ম-পরীক্ষা (self-examination) দ্বারা স্বীয় দোষগুলি সর্ব্বদা মনের সম্মুখে উপস্থিত করিলে অহঙ্কার খর্ব্ব হয়। 'আমি কত ক্ষুদ্র' ? 'আমার শক্তি কত টুকু' ? 'আমার জ্ঞান কতটুকু' ? 'আমার কত শত দোষ রহিয়াছে ?" এই সকল কথা একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই, আমাদের অহঙ্কার ক্রমশঃ চূর্ণ হইতে থাকে। কৌমারব্রহ্মচারী সনৎ-সুজাত ধৃতরাষ্ট্রকে অহঙ্কারজনিত

অষ্টাদশ প্রকার দোষ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন :—

"মদোঽষ্টাদশ দোষঃ স স্যাৎ পুরা যোঽ প্রকীর্ত্তিতঃ।
লোকদ্বেষ্যং প্রতিকূল্যমভ্যসূয়া মৃষাবচঃ॥
কামক্রোধৌ পরতন্ত্র্যং পরিবাদোঽথ পৈশুনং।
অর্থহানির্বিবাদশ্চ মাৎসর্য্যং প্রাণিপীড়নং॥
ঈর্ষামোহোঽতিবাদশ্চ সংজ্ঞানাশোঽভ্যসূয়িতা।
তস্মাৎ প্রাজ্ঞো ন মাদ্যেত সদা হ্যেতদ্বিগর্হিতং॥"

(মহাভারত। উদ্যোগপর্ব্ব)

অহঙ্কারী অষ্টাদশ দোষাক্রান্ত হয়।
একে, একে শুন তাহাদের পরিচয়॥
গর্ব্বকারী সকলের বিদ্বেষ-ভাজন।
অভিমানে করে প্রতিকূল আচরণ॥
অন্যের প্রশংসা নাহি সহিবারে পারে।

মিথ্যা বলে আপনাকে বড় করিবারে ॥
গর্ব্বের বিষয়ে তার অত্যাসক্তি হয়।
তায় বাধা দিলে কেহ, ক্রোধ উপজয়
তোষামোদ পরতন্ত্র গর্ব্বকারী সদা।
নৃত্য করে জিহ্বা পেলে পরনিন্দা কথা ॥
গর্ব্বের বিষয় রক্ষা করিবার তরে।
খলতা আশ্রয় আর অপব্যয় করে।
অহঙ্কারী হয় সদা পরশ্রীকাতর।
বিবাদ পরের সঙ্গে করে নিরন্তর ॥
জীবের পীড়নে গর্ব্ব করে দুরাশয়।
ঈর্ষায় তাহার প্রাণ জর্জ্জরিত হয় ॥
গর্ব্বমোহে মতিচ্ছন্ন অহঙ্কারী সব।
কাহারো মর্য্যাদা নাহি রাখে সে মানব ॥
হিতাহিত জ্ঞান ক্রমে নাশ হয় তার।
পরদ্রোহশীল হয়ে মরে কুলাঙ্গার ॥

জীব কিসের অহঙ্কার করিবে? আমরা যাহা কিছু করি, যাহা কিছু জানি, যাহা কিছু বুঝি, যাহা কিছু ভাবি সকলই ঈশ্বরের শক্তি লইয়া। তাঁহার শক্তি ভিন্ন এই হস্ত গ্রহণ করিতে পারে না, চক্ষু দর্শন করিতে পারে না, কর্ণ শ্রবণ করিতে পারে না, মন মনন করিতে পারে না, বুদ্ধি ধারণা করিতে পারে না। তোমার সকল সম্পদ যদি ঈশ্বরের—তোমার সঙ্গেও আসে নাই, তোমার সঙ্গেও যাইবে না—যে মুহূর্ত্তে ইচ্ছা তিনি সমস্ত কাড়িয়া লইতে পারেন, তবে আর তোমার গর্ব্বের কি আছে? দেবাসুর সংগ্রামে জয়লাভের পর সুরগণ দর্পে স্ফীতবক্ষ হইলে, ভগবান যে পরীক্ষা দ্বারা তাঁহাদের গর্ব্ব

খর্ব্ব করিয়াছিলেন কেনোপনিষদের সেই উপাখ্যানটি সকলেরই ধীর-বুদ্ধির সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। আপনার অপেক্ষা উচ্চ ব্যক্তিগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, সর্ব্বদা অপরের গুণানুসন্ধান এবং নিজের দোষানুসন্ধান করিলে, অহঙ্কার বিশেষ সঙ্কুচিত হয়। ধন, মান, জ্ঞান, ধর্ম্ম, শৌর্য্য বা ঐশ্বর্য্য, কোন বিষয়েই কেহ বলিতে পারেন না 'আমা অপেক্ষা জগতে কেহ বড় নাই'। এবং বিষয়বিশেষে কেহ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, আর আর কত শত বিষয়ে তিনি অপরের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কত বিষয়ে তিনি পরমুখাপেক্ষী তাহার ত ইয়ত্তা নাই! নিজের অতীত জীবনের চিন্তা, বাসনা ও ক্রিয়া সমূহের পর্য্যালোচনা করিলে কাহার না গর্ব্ব চূর্ণ হয়? যিনি যতই অহঙ্কার করুন না কেন সকলই দুদিনের জন্য; মৃত্যু এক দিন সব অহঙ্কার ঘুচাইয়া দিবে। তখন দেখিবে চক্ষু আছে কিন্তু দৃষ্টি কার্য্য করে না; কর্ণ আছে কিন্তু শুনিতে পায় না, মুখ আছে কিন্তু বাক্যোচ্চারণ হয় না, পদ আছে কিন্তু গমন করে না, মস্তিষ্ক আছে কিন্তু বোধ কার্য্য করে না, শরীর আছে কিন্তু ঐশ্বর্য্যভোগ করে না—তখন বুঝিবে জগতে কিছুই তোমার নয়; সকলই ঈশ্বরের, তুমিও ঈশ্বরের। তখন আর 'আমি' 'আমার' থাকে না—অহঙ্কারেরর মূলোচ্ছেদ হয়। তখন সকলি 'তাঁহার' হয়—অহঙ্কার একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়।

এইবার শ্রীকৃষ্ণপ্রোক্ত 'অহিংসা' শব্দের—"ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে"—বিষয় একটু চিন্তা করা যাউক। ভীষ্মদেব একস্থানে উপদেশ দিয়াছেন "অহিংসা পরমোধর্ম্ম"। আমাদের কাহারও অনিষ্ট করা উচিত নহে। পরোপকারের জন্যই মানব-জীবন; পরপীড়নের জন্য নহে। এই অহিংসা দেহসংযমসংক্রান্ত ধর্ম্ম। বৃহস্পতি বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে দয়া করে সেই

সর্ব্বাপেক্ষা ইষ্ট লাভ করে। যাহা নিজের প্রতি কষ্টকর অপরের প্রতি কাহারও সেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। ইহাই সাধুজীবনের মূলমন্ত্র।"

মানুষ বিনা ইচ্ছায় অনেক সময় কেবল অনবধানতা বশতঃ অপরকে কষ্ট দিয়া থাকে। তাহাতেও বহু বিপত্তি ঘটে। যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন ও তাঁহাদের ভ্রাতৃগণ বাল্যাবস্থায় সকলে একসঙ্গে অধ্যয়ন করিতেন। ভীম সকলের অপেক্ষা বলবান্ ছিলেন, তিনি সকলের সঙ্গে সময় সময় রঙ্গ করিতেন, এবং বালকস্বভাবসুলভ চপলতা বশে অনেক সময় দুর্ব্বল ও অল্পবয়স্ক বালকদিগকে অনিচ্ছায় পীড়ন করিতেন। বালকগণ ফলসংগ্রহার্থ বৃক্ষে আরূঢ় হইলে ভীম হয়ত দুই হস্তে বৃক্ষধারণ পূর্ব্বক হঠাৎ সবলে সঞ্চালিত করিয়া তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেন এবং তদ্দ্বারা কখনও বালকেরা পক্কফলের ন্যায় বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইলে ভীম মহানন্দে পরিহাস করিতেন। কিন্তু ভীমের সেই নিদারুণ কৌতুকে বালকগণের প্রাণসংশয় হইত।—"একস্য ক্ষণিকা প্রীতিঃ অন্য প্রাণৈ বিমুচ্যতে।"* সেই আঘাতে কাহারও কাহারও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা হইত; এবং তদপেক্ষাও অনিষ্টকর মনোবেদনা হইত। কখনও কখনও সকলে মিলিয়া নদীতে স্নান বা সন্তরণ করিতে যাইলে ভীম জলমগ্ন হইয়া সন্তরণ পূর্ব্বক অন্যান্য বালকগণের নিম্নে যাইয়া তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক জলমগ্ন করিয়া রাখিতেন; তাহাতে বালকগণের শ্বাসরোধপ্রায় হইত কিন্তু নিজের শ্বাসধারণ ক্ষমতা অধিক বলিয়া সেই মগ্ন অবস্থায় তাঁহার তাদৃশ কষ্ট হইত না।

* *cf.* "What is sport to one is death to others".

এইরূপে তাঁহার বিকট কৌতুকে অপরের মর্ম্মপীড়া হইত এবং শেষে তাহার কি বিষময় ফল হইয়াছিল বল দেখি? সেই বালক্রীড়াপ্রসূত মর্ম্মবেদনা—সেই ঘৃণা ও দ্বেষ তুষানলের ন্যায় অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া অবশেষে কুরুক্ষেত্রের মহা দাবানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল এবং সেই মহানলে কুরু ও পাণ্ডবকুল সদলে ভস্মীভূত হইয়াছিল। ভীমের সেই বাল্যচাপল্যই কুরুক্ষেত্র মহাসমরের অন্যতম কারণ। সত্য বটে, দাহ্য পদার্থ না থাকিলে সামান্য স্ফুলিঙ্গে কাষ্ঠ প্রজ্বলিত হয় না। তথাপি যতদূর সম্ভব এরূপ সর্ব্বসংহারক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে সর্ব্বতোভাবে সাবধান থাকা কি আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য নয়? যখন চাপল্য ও অনবধানতাবশে কেহ দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করে, দুর্ব্বল তখন প্রতিশোধ লইতে পারে না সত্য, কিন্তু তাহার অন্তরে যে ক্রোধের বীজ উৎপন্ন হয় তাহা পরিশেষে ঘৃণা, ঈর্ষা প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া নানা বিষময় ফল প্রসব করে; অতএব দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার সর্ব্বথা দোষাবহ জানিবে। যাহার হৃদয় অলক্ষিতে পরপীড়নে সুখলাভ করে, তাহার চক্ষে উহা তাদৃশ মন্দবোধ না হইতে পারে; এমন কি তিনি হয়ত ইহাকে বীরত্ব বা গৌরবজনক মনে করিতে পারেন কিন্তু প্রকৃত বীরের ন্যায়পরায়ণ দৃষ্টিতে তাহা অত্যাচার ও অধমহৃদয়ের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

মন, বাক্য ও কায়দণ্ডরূপ সংযম অভ্যাস দ্বারা ন্যায়পরতা ও সহৃদয়তা লাভ হয় এবং তাহা হইতে সুনীতি ও শিষ্টাচার আসিয়া থাকে। যিনি এই উপায়ে দেহ, মন ও প্রবৃত্তিগণের উপর আত্মার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিতকরিতে পারিয়াছেন অর্থাৎ যিনি নিজের ষড়রিপুকে বশ করিয়া তৎপ্রতিষেধক সদগুণ সমূহ প্রবোধিত করিতে

সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই কেবল সর্ব্ব বাহ্যভূতের সহিত পরস্পরানুকূল সুখসম্বন্ধ স্থাপনে সক্ষম হইতে পারিবেন এবং নিঃস্বার্থ ও নিষ্কামভাবে সর্ব্বপ্রকার পরহিতৈষণায় ও বিশ্বহিতৈষণায় জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবেন।

অতঃপর আমরা ব্যক্তিগত সদ্‌গুণের কথা শেষ করিয়া, মানবগণের পরস্পরের সম্বন্ধজাত গুণ ও দোষ সমূহের বিষয় আলোচনা করিব। এই গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। গুরুজনের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে গুণ ও দোষ।

২। তুল্য ব্যক্তির প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে গুণ ও দোষ।

৩। কনিষ্ঠ বা অধঃস্থ ব্যক্তির প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে গুণ ও দোষ।

সদ্‌গুণ সমূহকে এইরূপে ভিন্ন, ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলে আমরা যে ব্যক্তির সঙ্গে যে সদ্‌গুণ আচরণীয় তাহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা অভ্যাস করিতে পারিব। এবং যে ব্যক্তির সম্বন্ধে যে দোষসমূহ বর্জ্জনীয় তাহাও সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়া তাহার পরিহারে কৃতকার্য্য হইব। প্রণয়ই সকল সদ্‌গুণের মূল এবং তাহার ফল আনন্দ। ব্যক্তিগত দ্বেষ ও ঘৃণা হইতেই সকল দোষের উদ্ভব এবং তাহার ফল দুঃখ।

"শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাক্‌দেহসম্ভবং।
কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥৩
তস্যেহ ত্রিবিধস্যাপি ত্র্যধিষ্ঠানস্য দেহিনঃ।
দশলক্ষণযুক্তস্য মনোবিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকং" ॥৪

... ...

মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভং।
বাচা বাচাকৃতং কর্ম্ম কায়েনৈব তু কায়িকং ॥৮

... ...

বাগ্‌দণ্ডোহথ মনোদণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডস্তথৈবচ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে ॥১০
ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিগচ্ছতি ॥ ১১

(মনু ১২ অ)

... ...

কায়মনবাক্যে কর্ম্ম শুভাশুভ হয়।
কর্ম্ম অনুরূপ গতি নাহিক সংশয় ॥
কর্ম্ম অনুসারে গতি উত্তম মধ্যম।
অথবা ঘটয়ে গতি অতীব অধম ॥৩
দশটি লক্ষণযুক্ত দেহীর করম।
সত্ত্বরজঃতমাশ্রিত এ তিন রকম ॥
মন তাঁকে সর্ব্বকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে।
(বুঝিয়া বশেতে রাখ সদাই মনেরে)।

... ...

মনোজাত শুভাশুভ কর্ম্মের যে ফল।
মনেই করিতে হয় ভোগ সে সকল ॥
বাচিক কর্ম্মের ফল বাক্যে হয় ভোগ।
শরীরে শারীর ফল করয়ে সম্ভোগ ॥৮

... ...

বাগদণ্ড, মনোদণ্ড, কায়দণ্ড আর।
বুদ্ধিতে নিহিত যাঁর সম্যক্ প্রকার ॥

তিনিই ত্রিদণ্ডী ইহা শাস্ত্রের লিখন।
নহে হস্তে দণ্ডধরা শুধু বিড়ম্বন ॥১০
কাম ক্রোধ সেই যেন করিয়া সংযত।
ত্রিদণ্ডী হইয়া সর্ব্বভূত হিতে রত ॥
তাঁহারি ত্রিদণ্ড ফলে সিদ্ধি লাভ হয়।
শাস্ত্রের বচন ইথে নাহিক সংশয় ॥১১

***

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫
মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে" ॥১৬

(গীতা ১৭ অঃ)

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু অতিথি পূজন।
শৌর্য্য, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্যের ধারণ ॥
অহিংসা সকলে, এই পঞ্চ অঙ্গময়।
শারীরিক তপ বলি জানিহ নিশ্চয় ॥
অনুদ্বেগকর বাক্য সত্য হিতময়।
বেদের অভ্যাসরূপ তপস্যা বাঙ্ময় ॥
সৌম্যভাব, বাক্যত্যাগ, ইন্দ্রিয় দমন।
চিত্তের প্রসাদ, মনোভাব বিশোধন ॥

এই পঞ্চসাধনায়, সদা রতি হয়।
মানসিক তপস্যার তাহে পরিচয় ॥"

***

"ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মের্ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

(মহাভারত। অনুশাসন পর্ব্ব ৩৭১)।

কামনার উপভোগে কাম শান্ত নয়।
অগ্নি যেন ঘৃত পেলে, সদা বৃদ্ধি হয় ॥

***

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥" ২৬

(গীতা ৬ অঃ)

সুনিশ্চয় মহাবাহু মন দুর্নিবার।
চঞ্চল হলেও আছে উপায় তাহার ॥
কেবল অভ্যাস যোগ করিয়া আশ্রয়।
বৈরাগ্য সহায়ে বশ হইবে নিশ্চয় ॥ ৩৫
অস্থির চঞ্চল মন যথা যথা ধাবে।
তথা হতে আনি পুনঃ আত্মাতে বসাবে। ২৬

***

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥

(গীতা ১২।১০)

অভ্যাস যোগেতে যদি অসমর্থ হও।
তৎপর হইয়া মম কর্ম্মে রত রও।
মদর্থে করিলে কর্ম্ম সিদ্ধি লাভ হবে।
ভেবে দেখ তবে আর কি ভাবনা রবে॥

***

"নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং।
একো বহুনাং যে বিদধাতি কামান্॥
তমাত্মস্থং যেহনু পশ্যন্তি বীরাঃ
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতো নেতরেষাং॥"

(কঠ ৬।১৩)

সকল নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন।
একা কিন্তু সর্ব্বজীবের কামনা পূরণ॥
যেই বীরগণ হেরে আত্মাতে তাঁহারে।
তাঁরা পান চিরশান্তি, অন্যে কভু নারে।

***

'গোত্রজঃ সহজশক্ররিত্যসৌ।
নীতিবস্তু ধনলোভে দুর্ধিয়াং।
বৃদ্ধতুল্য লঘুপুংবৃতং জগৎ
ধীধনস্য পিতৃমিত্রপুত্রবৎ॥"

(বালভারত। উদ্যোগ পর্ব্ব ১৭)

গোত্রজ সহজ শক্র মানবের হয়।
মন্দবুদ্ধি ধনলোভিগণ ইহা কয়॥
জ্ঞান ধনে ধনী যেই তাঁহার নিকটে।
গুরু, তুল্য, লঘুজনে পূরিত জগতে॥

বৃদ্ধজন তাঁর কাছে পিতার সমান।
সমান সখার মত, ক্ষুদ্রে পুত্রজ্ঞান॥

***

"অবিজিত্য য আত্মানং অমাত্যান্ বিজিগীষতে।
অমিত্রান্ বাঽজিতামাত্যঃ সোঽবশঃ পরিহীয়তে॥
আত্মানমেব প্রথমং দ্বেষরূপেণ যোজয়েৎ।
ততোঽমাত্যান্ অমিত্রাংশ্চ ন মোঘং বিজিগীষতে॥"

(বালভারত। উদ্যোগ পর্ব্ব ১২৮। ২৯ ৩০ অঃ)

আপনারে যেই জন নাহি করি জয়।
মন্ত্রিগণে বশে আনিবারে ব্যস্ত হয়॥
কিম্বা মন্ত্রিগণে বশ না করি আপন।
শত্রু জয় করিবারে হয় ব্যস্ত মন॥
তার জয় নাহি হয় কহিনু নিশ্চয়।
আপনার ফাঁদে পড়ে, গর্ব্ব খর্ব্ব হয়॥
কিন্তু যেবা প্রথমেতে আত্মজয় করি।
মন্ত্রিগণে বশীভূত করি ত্বরাত্বরি॥
পরে শত্রুগণে করিবারে পরাজয়।
তাহার সে চেষ্টা কভু বিফল না হয়॥

***

"ধর্ম্মস্য বিধয়ে নৈকে যে বৈ প্রোক্তা মণীষিভিঃ।
স্বং স্বং বিজ্ঞানমাশ্রিত্য দমস্তেষাং পরায়ণং॥ ৬
দমং নিঃশ্রেয়সে প্রাহুর্বৃদ্ধানিশ্চিত দর্শিনঃ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ দমোধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

... ...

অদান্তঃ পুরুষঃ ক্লেশমভীক্ষ্ণং প্রতিপদ্যতে।
অনর্থাংশ্চ বহূনন্যান্ প্রসৃজত্যাত্মদোষজান্॥ ১৩

আশ্রমেষু চতুর্ব্বাহুদমমেবোত্তমং ব্রতং।
তস্য লিঙ্গানি বক্ষ্যামি যেষাং সমুদয়ো দমঃ॥ ১৪

ক্ষমা ধৃতিরহিংসা চ সমতা সত্যামার্জ্জবং।
ইন্দ্রিয়াভিজয়ো দাক্ষ্যং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলং॥ ১৫

অকার্পণ্যমসংরম্ভঃ সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা।
অবিহিংসানসূয়া সমুদয়ো দমঃ॥" ১৬

(বালভারত, শান্তিপর্ব্ব ১০৯)

নিজ নিজ জ্ঞানাশ্রয়ে যত সুধীগণ।
ধর্ম্মের অনেক শাখা করেন বর্ণন॥
দমতা সবার মূল আশ্রয় সবার!
শাস্ত্রের বচন ইহা কহিলাম সার॥ ৬
বৃদ্ধ যাঁরা নিশ্চিত করিয়া দরশন।
নিঃশ্রেয়স দানে শক্ত দম তাঁরা ক'ন॥
বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের দমগুণ সার।
ধর্ম্ম সনাতন ইথে সন্দেহ কি আর॥ ১৭

... ...

দমহীন পুরুষের সদা ক্লেশ হয়।
অন্য বহু আপদের হয় ত উদয়॥
সে সব আপদ তার জন্মে নিজ দোষে।
বুহু কষ্ট পেতে হয় দমহীনে শেষে॥ ১৩

"চারি আশ্রমের শ্রেষ্ঠ ব্রত দম হয়।
তার চিহ্ন বলি যাহে দম সমুদয়॥ ১৪

ক্ষমা, ধৃতি অহিংসা সমতা, সত্য আর।
ঋজুতা ইন্দ্রিয় জয়, দাক্ষ্য গুণ সার॥
মৃদুভাব আর লজ্জা অচাপল্য আর।
অকার্পণ্য, অসংরম্ভ, সন্তোষ সে আর॥
মিষ্টভাষী, অনসূয়া, হিংসার অভাব।
দম হতে সমুদিত, এই সব ভাব॥" ১৫। ১৬

***

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥"

(মনু ৬।৯২)

"ধৃতি, ক্ষমা, দম আর অস্তেয় নিশ্চয়।
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শৌচ, বুদ্ধি, বিদ্যাচয়॥
সত্যকথা, ক্রোধত্যাগ, এই গুণ দশ।
ধর্ম্মের লক্ষণ যাহে বিশ্ব হয় বশ॥"

***

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥"

(মনু ১০। ৬৩)

অহিংসা, অস্তেয়, সত্য শৌচভাব আর।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ জেনো সর্ব্বগুণ সার॥

সংক্ষেপে কহিলা মনু এই ধর্ম্মচয়।
চারি বর্ণে সমভাবে পালিবে নিশ্চয়॥

***

"সত্যমস্তেয়মক্রোধো হ্রীঃ শৌচং ধীধৃর্তির্দ্দমঃ।
সংযতেন্দ্রিয়তা বিদ্যা ধর্ম্মঃ সর্ব্ব উদাহৃতঃ॥"

(যাজ্ঞবল্ক ৩। ৬৬)

"অস্তেয়, অক্রোধ, সত্য, হ্রী, শৌচ, ধী আর।
ধৃতি, দম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধর্ম্মসার॥"
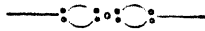
চতুর্থ অধ্যায়।

গুরুজনের প্রতি ব্যবহার।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অন্য জীবের বা বিষয়ের প্রতি রাগ ও দ্বেষ হইতে গুণ ও দোষ—পুণ্য ও পাপের উৎপত্তি হয়। অনুরাগ বা ভালবাসা আমাদিগকে পরার্থে স্বার্থত্যাগ করিতে, নিজ ইষ্টকে সাধারণের ইষ্টাধীন করিতে প্রবৃত্ত করে। সুতরাং নিস্বার্থ ভালবাসাই সদ্গুণসমূহের মূল; কারণ, তদ্দ্বারাই একত্ব বা একাত্মত্ব উপলব্ধি হয়। পক্ষান্তরে দ্বেষ বা ঘৃণা আমাদিগকে পরস্ব গ্রহণ করিতে, নিজের সুখের জন্য পরের অনিষ্টাচরণ পূর্ব্বক অভীষ্ট সামগ্রী সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত করে। সুতরাং দ্বেষ ও ঘৃণাই সর্ব্বপ্রকার দোষের বা পাপের মূল; কারণ, তদ্দ্বারাই ভেদজ্ঞান উদ্রিক্ত ও পরিপুষ্ট হয়। যাহাকে ভালবাসি তাহার জন্য ত্যাগস্বীকার করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করি। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে আত্মার প্রকৃত সুখ—যথার্থ আনন্দ কেবল ত্যাগ দ্বারাই লব্ধ হয়। জীবাত্মার আনন্দ ত্যাগে অর্থাৎ দানে; দেহের আনন্দ গ্রহণে।

প্রকৃত প্রেম, আত্মা হইতে উৎপন্ন এবং আনন্দেরই রূপান্তর। তাই প্রেম কর্ত্তব্যপালন ও স্বার্থত্যাগকে সুখ ও আহ্লাদের বিষয়ে পরিণত করে। বাল্যাবস্থায় অর্থাৎ অজ্ঞানাবস্থায় প্রবৃত্তি বা হৃদয়াবেগ সকল বিধি নিষেধের বাধ্য থাকে না; বস্তুতঃ তখন বিধি নিষেধের জ্ঞানই

থাকে না। পরে যখন বিধি নিষেধের জ্ঞান হয়, তখন প্রবৃত্তি সমূহ অল্পে অল্পে সেই জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে। প্রবৃত্তি সমূহ জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইলেই, মানব নীতিবান হইয়া উঠে। বিধি নিষেধ সমূহের নির্দ্দেশও তাহাদের কারণ প্রদর্শন ব্যবহারিক নীতি শাস্ত্রের (Practical Ethics) কার্য্য। অনুক্ষণ আনন্দান্বেষণনিরত প্রবৃত্তি সমূহকে ক্ষণিক, নিকৃষ্ট, 'পরিণামে বিষময়' দেহানন্দ হইতে বিরত করিয়া শাশ্বত আত্মানন্দের অনুবর্ত্তী করা নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এক কথায় বিবেকের প্রতিষ্ঠা করিয়া সুখেচ্ছাকে তদনুবর্ত্তী করা—চিৎ ও আনন্দের মধ্যে সখ্য স্থাপন করা নীতিবিজ্ঞানের কার্য্য। মানবজাতি পরস্পরের সহিত যে অগননীয় সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ, কিরূপে সেই সর্ব্ব-প্রকার সম্বন্ধ চিরানন্দময় হইতে পারে তাহাই আমাদের এক্ষণে আলোচ্য। প্রথমে গুরুজনগণের সম্বন্ধে রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি প্রবৃত্তিকে কিরূপে বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত সুপথে পরিচালিত করা কর্ত্তব্য তাহার অনুশীলন করা যাইতেছে। ঈশ্বর, রাজা, পিতামাতা, শিক্ষাদাতা ও বয়োবৃদ্ধগণ স্বভাবতই আমাদের শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য।

ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা শ্রদ্ধা, ভক্তি, পূজা ও আত্মসমর্পণ রূপে প্রকটিত হয়। ঈশ্বর জীবাত্মা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া এবং তাঁহার অনন্ত দয়ায় মুগ্ধ হইয়া মানব তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যে মহাপাপী কুষ্ঠরোগীকে সকলে দূরে রাখিতে চায়, ঈশ্বর তাহারও হৃদয়ে সানন্দে বাস করেন; এমন পরম দয়ালু পরমাত্মীয় আর কে আছে? সুতরাং ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত উপাসকের দীনতা, কৃতজ্ঞতা ও আত্ম-সমর্পণেচ্ছা মিশ্রিত থাকে। তাঁহার তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি হওয়াতেই মানবের দীনতা বা আত্মলঘুত্ব জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। কিন্তু এ দীনতায় ঈর্ষা থাকে না, কারণ, যিনি

অনন্তগুণে বড়। তাঁহার সম্বন্ধে ঈর্ষা হয় না, বরং তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে—তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের ভাগী হইতে—তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিতে অভিলাষ হয়। ভগবানের সর্ব্বজ্ঞত্বে, সর্ব্বশক্তিমত্তায় ও অনন্তদয়ায় ঐকান্তিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকাতেই জীব তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইতে ও তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিতে ব্যগ্র হয়। তাঁহার অপার করুণার কথা চিন্তা করিয়া মানুষ কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয় এবং তাঁহার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হয়। শাস্ত্রগ্রন্থসকলে অনেকানেক ভক্ত মহাপুরুষের কাহিনী বিবৃত আছে। তাঁহাদের চরিত্রে পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত আছে দেখ ভীষ্ম কিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি ও পূজা করিয়াছিলেন। শরশয্যায় শয়নাবস্থায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা অধ্যায়ন ও ধ্যান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

রাজসূয়যজ্ঞ সময়ে ভীষ্মদেব প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘদান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। নারদ বলিয়াছেন "বিশ্বের আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পূজা যাহাদের মনঃপূত নহে, তাহারা মিষ্টবাক্য ও সদ্ব্যবহারেরর উপযুক্ত নহে। যে সকল ব্যক্তি কমলপত্রাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে ইচ্ছা করে না, তাহারা জীবিত হইয়াও মৃত।" মৃত্যু সময়ে ভীষ্ম কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ ধর্ম্মোপদেশ সমাপনান্তে তিনি বাসুদেবের সহস্রনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং দেহত্যাগের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণই তাঁহার শেষ বাক্য।

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ ভগবদ্ভক্তের চিরপ্রসিদ্ধ আদর্শ। আচার্য্যের সহস্র উপদেশ ও নির্ব্বন্ধাতিশয় সত্ত্বেও তিনি নিরন্তর ঈশ্বরের উপাসনা ও হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার পিতা

তাঁহাকে নানামতে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন; শেষে তাঁহার প্রাণ সংহার পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার হরিভক্তি বিচলিত হয় নাই। তাঁহার হরিভক্তি বলে মদমত্ত হস্তিগণ তাঁহাকে পদদলন করিতে নিযুক্ত হইয়াও তাঁহার পদলেহন করিয়াছিল। যে গুরুভার পাষাণের চাপে তাঁহার চূর্ণ হইবার কথা, তাহাও তাঁহার বক্ষে তুলার ন্যায় লঘু হইয়াছিল। যে তরবারির তীক্ষ্ণধারে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইবার কথা, তাহাও তাহার গলদেশে লাগিয়া হীনধার হইয়াছিল। যে বিষে তাঁহার ধমনীতে মৃত্যু সঞ্চারিত হইবার কথা, তাহাও সুবিমল জলের ন্যায় তাঁহার দেহ সুশীতল করিয়াছিল। অবশেষে ভগবান্ নরসিংহ মূর্ত্তিতে স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং স্বীয় ভক্তকে চিরদিনের জন্য বিপন্মুক্ত করিলেন। এইরূপে অলোক-সামান্য ভক্তিবলে সকল নির্য্যাতন ও সকল দুর্দ্দৈব জয় করিয়া প্রহ্লাদ ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলন—

"নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা হরি॥

(বিষ্ণুপুরাণ ১।২০।১৮)

"নাথ দয়াময় তোমারি ইচ্ছায়
যে জন্মে যে দেহ পাই।
দেব কি দানব কীট কি মানব
তাহে মোর চিন্তা নাই॥
হে অচ্যুত শুধু এই ভিক্ষা পদে
সকল জনমে যেন।
ভকতি অচলা তব পদে রহে
বাসনা হৃদয়ে হেন॥"

সংসারের জীব　　পার্থিব বিষয়ে
মগ্ন থাকে যেই মত।
আমার হৃদয়　　যেন সেই মত
তব পদে থাকে রত।

ধ্রুব বিমাতার দুর্ব্ব্যবহারে সন্তপ্ত হইয়া পিতৃসদন পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ও অদম্য অধ্যবসায় সহকারে বিষ্ণুর আরাধনা ও তপস্যা করিয়াছিলেন যে শ্রীহরি প্রীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং ধ্রুব লোকে তাঁহার সিংহাসন স্থাপনপূর্ব্বক উক্তলোকের আধিপত্য তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিলেন।

যাঁহাকে আমি একান্ত ভক্তি করি, স্বভাবতই তাঁহার পদানুসরণ করিতে আমার বাসনা হয়। আবার যদি সেই আদর্শ পুরুষ স্বয়ং ঈশ্বর হন, তাহা হইলে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে যে আমার ঐকান্তিক আগ্রহ হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। জ্ঞান ও সহানুভূতিই আনুগত্য জন্মাইয়া থাকে, কারণ জ্ঞানের দ্বারা সৎপন্থা প্রদর্শিত হয় এবং সহানুভূতি সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পথের ব্যবস্থা করে। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও অনন্ত দয়ালু; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরানুগামিতা যে তত্ত্বজ্ঞানিগনের নিরতিশয় শ্রেয়ঃ ও প্রিয় হইবে, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা। যখন জীবনের সকল ঘটনা সেই দয়াময়ের ইচ্ছাধীন বলিয়া জ্ঞান হইবে, তখন তদুদিত সুখ দুঃখ সমভাবে সন্তুষ্টচিতে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য হইবে। পুত্র যেরূপ জ্ঞানী ও স্নেহময় পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, জীবাত্মাও তেমনি স্বীয় সর্ব্বজ্ঞ ও করুণাময় পরমপিতার আজ্ঞাধীন হইবে। তাই আমরা পূর্ণমনুষ্যত্বের চিরাদর্শ স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে ঈশ্বরেচ্ছানুগমনশীলতার চূড়ান্ত উদাহরণ দেখিতে পাই। তাঁহার

রাজসিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইবার পর যে সমস্ত বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল তদবসরে তিনি পুনঃ পুনঃ সকলকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিয়াছিলেন যে, জগতে যাহা কিছু ঘটে সমস্তই মঙ্গলের নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে নিজে তিনি সেই প্রবল ঝটিকাবর্ত্তের মধ্যে অচল অটলের ন্যায় অবিচলিত ও প্রশান্ত ছিলেন।

পক্ষান্তরে যাহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধাবান্ নহে, আমরা পদে পদে তাহাদের পরাভব দেখিতে পাই। রাবণের ন্যায় পরাক্রান্ত ও বিশ্ববিজয়ী ভূপতিগণও ঈশ্বরের দ্রোহিতা করিতে গিয়া সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধ, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অবজ্ঞা করিয়া বন্দী রাজগণকে মুক্ত করেন নাই; সে জন্য তাঁহাকে ভীমের হস্তে নিহত হইতে হইয়াছিল। শিশুপাল কৃষ্ণনিন্দা করিয়া তাঁহার চক্রাঘাতে হত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ অবহেলা করিয়া দুর্য্যোধন সবান্ধবে বিনষ্ট হইয়াছিল। এরূপ আরও বহুসংখ্যক উদাহরণ পুরাণ ও ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। যে কেহ ঈশ্বরের দ্বেষ বা অবজ্ঞা করিবে তাহাকে নিশ্চয়ই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবেক।

রাজভক্তিও শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ অনুশাসিত হইয়াছে এবং বহুল উদাহরণ দ্বারা তাহার প্রয়োজন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রাজশক্তি সমাজ শাসনের ও সমাজের অভ্যুদয়ের ভিত্তি। রাজা সমাজের শান্তিবিধানের ও ক্রমোন্নতি সাধনের মূলাধার। সে শক্তির অভাব হইলে, সমাজে বিপ্লব ও অরাজকতা ঘটিয়া থাকে। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে আরূঢ় হইলে তাঁহার চারি ভ্রাতা দিগ্বিজয়ে গমন পূর্ব্বক জয়লব্ধ ধন আনিয়া তাঁহার পদে অর্পণ করিয়াছিলেন; কারণ তাঁহারা রাজার জন্যই যুদ্ধ করিয়াছিলেন; নিজ নিজ স্বার্থ-সাধনের জন্য নহে। যখন যুধিষ্ঠির দ্যূত ক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া অরণ্য আশ্রয় করেন, তখন

প্রজাগণ ধৃতরাষ্ট্রের আধিপত্য পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমনে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে আদেশ করিয়াছিলেন; এবং বলিয়াছিলেন যে এইরূপে কর্ত্তব্য পালন দ্বারাই প্রজাগণ রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনে সমর্থ হয়।

পুরাকালে জনকাদি রাজর্ষিপ্রমুখ নরপতিগণের মহোচ্চ আদর্শ ও তদানীন্তন প্রজাহিতব্রত ভূপতিগণের ঐকান্তিক কর্ত্তব্যপরায়ণতা দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জের রাজভক্তি সমধিক বর্দ্ধিত হইত। বিধিমতে প্রজারঞ্জন করেন বলিয়া ভূপতির নাম 'রাজা'। যিনি যথার্থ রাজপদবাচ্য তিনি সর্ব্বপ্রকার নিজসুখ ও স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া নিরন্তর প্রজা হিতকামনায় রত থাকেন। ইহসংসারে রাজা ঈশ্বরের শক্তির, ন্যায়পরতার ও প্রজাপালন কার্য্যের প্রতিভূ স্বরূপ। তাই ভগবদ্ভক্তির পরেই রাজভক্তির স্থান। অঙ্গিরা বংশোদ্ভব এক ঋষি মান্ধাতা নরপতিকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন "হে মান্ধাতঃ—ন্যায়পরতার সহিত রাজ্যবাসী সকলকে রক্ষা করিবেন বলিয়া রাজা; স্বেচ্ছাচারী ভাবে সকলের উপর আধিপত্য করিবেন বলিয়া নহে। রাজা পৃথিবীর রক্ষক। ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলে রাজা পৃথিবীতে ঈশ্বর সদৃশ পূজালাভ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু যদি অন্যায় ও অধর্ম্মাচরণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে নরকে গমন করিতে হয়। ন্যায় ও ধর্ম্ম দ্বারাই রাজ্য রক্ষিত হইয়া থাকে। ন্যায় ও ধর্ম্মপরায়ণ রাজাই কেবল রাজা নাম পাইবার যোগ্য। যদি তিনি অন্যায় ও অধর্ম্মের দণ্ডবিধান করিতে না পারেন, তাহা হইলে দেবগণ তাঁহার গৃহ ত্যাগ করেন এবং তিনি সকলের নিন্দাভাজন হন। স্বদেশ-হিতৈষণা (patrotism) এবং স্বজাতিহিতৈষণার (public spirit) সহিত রাজভক্তির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই তিনটী সদগুণই অনেকাংশে সম-

ধর্ম্মী এবং পরস্পরের চিরসহচর। কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। মানব যেমন পিতা মাতার সন্তান, তেমনি জন্মভূমিরও সন্তান—যেমন মাতৃগর্ভে জন্ম লাভ করিয়া পিতামাতার শোণিতে পরিপুষ্ট হয় ও তাঁহাদের স্নেহে লালিত পালিত হয়, সেইরূপ জন্মভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহারই জল, বায়ু, শস্যে পরিপুষ্ট হয় এবং তাঁহারই অঙ্কে পালিত ও শিক্ষিত হয়।

জন্মভূমির প্রাচীন কীর্ত্তির গৌরব, স্বদেশের ধর্ম্মবীর, যুদ্ধবীর ও অন্যান্য মহাত্মাগণের প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা, স্বদেশবাসীর প্রতি ঐকান্তিক সহানুভূতি—তাঁহাদের সুখ দুঃখে, জয় পরাজয়ে, সম্পদ বিপদে, সম্পূর্ণ সমবেদনা এবং জন্মভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও শিল্প বিজ্ঞানের উৎকর্ষে আত্মগৌরব জ্ঞান প্রভৃতি হৃদয়াবেগ হইতে স্বদেশহিতৈষণা ও সমাজহিতৈষণার আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক মনুষ্যের নিকট তাহার জন্মভূমিই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শভূমি। সমাজহিতৈষণা (public spirit) দেশহিতৈষণারই নামান্তর। যিনি সাধারণের হিতার্থে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষতি স্বীকার করেন, তাঁহাকেই সমাজহিতৈষী (public spirited) বলা যায়। স্নেহময় পিতা বা পুত্র যেমন পরিবারবর্গের মঙ্গলের জন্য সানন্দে আত্মসুখ বলিদান করেন, দেশহিতৈষী তেমনই দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য নিজস্বার্থ অকাতরে বলিদান করেন।

শিবপুরাণে শতমন্যুর উপাখ্যানে জন্মভূমির প্রতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। একদা আভির প্রদেশে মহা অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তদ্দেশবাসী পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়া ইন্দ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে ভগবান ইন্দ্র প্রত্যক্ষ হইয়া সকলকে বলিলেন—"তোমরা মহাপাপ করিয়াছ, সেই পাপের শাস্তিস্বরূপ এই অনাবৃষ্টি ও দুষ্কালের অবতারণা হইয়াছে। যদি কাহারও সর্ব্বগুণান্বিত, বহুশ্রুত,

শুদ্ধ ও শান্ত একমাত্র পুত্র আপনাকে অগ্নিতে আহুতি দান করিতে পারে, তাহা হইলে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি হইবে।” ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। সেই প্রদেশে শতমন্যু নামে এক সর্ব্বগুণান্বিত, বহুশ্রুত, শান্ত, দান্ত ও বৈরাগ্যবান্ ব্রাহ্মণপুত্র বাস করিতেন। তিনি সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সর্বসমক্ষে দেশের হিতার্থ—সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলার্থ আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পিতা মাতা জীবিত থাকিতে তাঁহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে পুত্রের কোন কার্য্যেই অধিকার নাই; তাই শতমন্যু পিতা মাতার অনুমতি লইবার জন্য তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক পিতাকে বলিলেন—“পিতঃ

“জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।”

“জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ।”

অতএব সেই জন্মভূমির জন্য এ দেহ ত্যাগ করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে। যে দেহের কোন নিশ্চয়তাই নাই, প্রাণান্তে যাহা, হয় ভস্মসাৎ হইবে, না হয় শৃগাল কুক্কুরাদির আহার্য্য হইবে, অথবা জঘন্য কৃমিরাশিতে পরিণত হইবে, সেই অকিঞ্চিৎকর জড়দেহদানে যদি মাতৃভূমির—স্বদেশবাসী সকলের, হিতসাধন করিতে পরি, তাহা অপেক্ষা অধিকতর লাভ, অধিকতর নিঃশ্রেয়স্ আর কি হইতে পারে?” পিতা নীরব হইলেন। তখন শতমন্যু মাতার নিকট গমন করিয়া আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। মাতা সৎপুত্রের বহুগুণ কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন—“বাবা, আমিই অগ্নি প্রবেশ করিতেছি, তোমার মত লোক জীবিত থাকিলে জগতের বহুল মঙ্গল হইবে।” তখন শতমন্যুর পিতা বলিলেন—“তোমরা দুই জনেই ধন্য; তোমাদের কাহাকেও অগ্নি প্রবেশ করিতে হইবে না, আমিই

অগ্নিপ্রবেশ করিয়া ইন্দ্রের তৃপ্তি সাধন করিতেছি।" তখন আকাশবাণী সেই মহানুভবত্রয়ের স্বদেশপ্রেমের ও পরার্থপরতার ভূয়সী প্রসংসা করিয়া বলিলেন—"তোমাদের (আত্মোৎসর্গে) দৃঢ়নিশ্চয়তা দ্বারাই আবশ্যকীয় নরবলীর কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়াছে।" অনন্তর সুবৃষ্টি হইয়া ধরাকে শস্যপূর্ণ করিল।

জন্মভূমির জন্য প্রাণ পরিত্যাগেও দেশহিতৈষী কাতর হন না, এবং দেশহিতৈষণা ও স্বজাতিগৌরব রক্ষণেচ্ছার অভাব হইলে জাতীয় মহত্ব রক্ষিত হয় না। সমগ্র দেশের উন্নতির উপর, সমগ্র সমাজের উন্নতির উপর, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উন্নতি নির্ভর করে। সমষ্টিরও যে অবস্থা ব্যষ্টিরও সেই অবস্থা হইবে। সমষ্টির অভ্যুদয়ে ব্যষ্টির অভ্যুদয়, সমষ্টির অবনতিতে ব্যষ্টির অবনতি। সমাজকে একটি বিরাট পরিবার বলিতে পারা যায়। এক পরিবার-ভুক্ত সকল ব্যক্তিই যেমন সমগ্রপরিবারের উন্নিতির বা অবনতির ভাগী হয় তেমনই এক সমাজ বা জাতির সকল ব্যক্তিই সমগ্র সমাজের উন্নতির বা অবনতির ভাগী হয়। জাতীয় গৌরব রক্ষণেচ্ছা হইতে দেশের সর্ব্বসাধারণের অভ্যুদয় বা অবনতিকে নিজের অভ্যুদয় বা অবনতি বলিয়া বোধ হয়, এবং বাস্তবিকও তাহাই বটে। সমাজ হিতৈষণা দ্বারা দুর্ব্বলকে উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার বাসনা মানবহৃদয়ে বলবতী হয়, ইহা আমাদিগকে অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে প্রণোদিত করে; রাজ্যের আইনের গৌরব রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর করে; সকলের প্রতি ন্যায়বিচারের জন্য দণ্ডায়-মান হইবার প্রবৃত্তি দেয়; সমাজের অনিষ্ট দ্বারা নিজ ইষ্টসাধন করিবার প্রবৃত্তি দূরীভূত করে এবং নিজ ইষ্ট ত্যাগ করিয়াও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে প্রণোদিত করে। ভারতের প্রাচীন বীরগণ

সর্ব্বদাই পরের মঙ্গলের জন্য বদ্ধপরিকর থাকিতেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জনসাধারণের অভ্যুদয়ের জন্য চেষ্টা করিতে এবং সমগ্র মানবজাতির রক্ষা ও উন্নতিবিধান করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। যিনি কেবল নিজের ও নিজ পরিবারবর্গের মঙ্গল কামনা করেন, সেই অদূরদৃষ্টি অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে নিজের ও পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ সুখের মূলোচ্ছেদ করেন।

সর্ব্বোতোভাবে পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া সন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য। সর্ব্বদেশের শাস্ত্রে এই বিধিটি ভূয়োভূয়ঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীরামচন্দ্র। যখন দশরথ কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে বাধ্য হইয়া তাঁহার প্রার্থিত রামবনবাসরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন, তখন কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, যে তোমার জনক ভয়ে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। রামচন্দ্র উত্তর করিলেন—"আর্য্যে আপনিই তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করুন, আমি ত্বরায় তাহা সম্পন্ন করিব। পিতার অভিলষিত সাধনের ন্যায়—তাঁহার আদেশ পালনের ন্যায়, আর কি পুণ্য কর্ম্ম আছে?" এবং তাঁহার হিতৈষীগণ সকলে তাঁহাকে হতবুদ্ধি পিতার বাক্য অবহেলা করিতে উপদেশ দিলে, তিনি বলিয়াছিলেন "পিতৃআজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিবার সাধ্য আমার নাই; * * * * * আমি পিতার আজ্ঞা পালন করিব।" তৎপরে পিতার মৃত্যু হইলে যখন ভরত রাজ্যগ্রহণে একান্ত অনিচ্ছুক হইয়া—যৎপরোনাস্তি নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে তাঁহাকে সিংহাসনারোহণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখনও ভরতের সকল যুক্তি ও অনুরোধের বিরুদ্ধে রামচন্দ্রের সেই একমাত্র উত্তর যে "পিতার আজ্ঞা আমি বনবাসী হইব ও তুমি রাজা হইবে। আমাদের উভয়েরই

পিতৃআজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য। আমার পিতার আজ্ঞা কখনও ব্যর্থ হইবে না।”

মহাভারতে আমরা ব্যাধরূপধারী এক ব্রহ্মজ্ঞের উপাখ্যান দেখিতে পাই। একদা কনিষ্ক নামক ব্রাহ্মণ তাঁহার পদপ্রান্তে তত্ত্বজ্ঞানশিক্ষা কামনায় আগমন করিলে, তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে স্বীয় পিতামাতার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। যে পরম রমণীয় প্রকোষ্ঠ সমূহে তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতার আবাস মন্দির নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তথায় সেই ব্রাহ্মণকে লইয়া গিয়া তিনি বলিলেন ‘আমার এই তত্ত্বজ্ঞান ও শান্তি কেবল পিতামাতার চরণ সেবার দ্বারা লাভ করিয়াছি।” অনন্তর পিতামাতার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন “এই পিতামাতাই আমার আরাধ্যদেবতা। দেবতার যেরূপ পূজার্চ্চনা করা কর্ত্তব্য, আমি ইঁহাদের সেইরূপ পূজার্চ্চনা করিয়া থাকি। * * * * জ্ঞানিগণ যে ত্রিবিধ অগ্নির কথা বলিয়া থাকেন আমার পক্ষে ইঁহারাই সেই অগ্নি। হে ব্রাহ্মণ আমার চক্ষে তাঁহারাই যজ্ঞ, তাঁহরাই চতুর্ব্বেদ। * * * * পিতা, মাতা, পবিত্র অগ্নি, আত্মা ও গুরু এই পাঁচটী সকলের ঐকান্তিক ভক্তি ও পূজার পাত্র।” তদনন্তর তিনি কনিষ্ককে বলিলেন যে, বেদাধ্যয়ন আকাঙ্খায় পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া দূরদেশে আসা তাঁহার উচিত হয় নাই। “ত্বরায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবা ও শুশ্রূষা কর, কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের পূজার্চ্চনা ও সন্তোষ বিধান কর, আমি ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম জানি না।

ভীষ্ম যেরূপে ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি তাঁহার পিতার অভীষ্ট পত্নী লাভের জন্য নিজে চিরকৌমার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রবংশীয় শান্তনু রাজা সত্যবতী নাম্নী সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন; কিন্তু পাছে তাহাতে প্রিয়পুত্র ভীষ্মের মনোদুঃখ হয়, এই ভয়ে সে আকাঙ্খা চরিতার্থ করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি আশঙ্কা করিতেন যে হয়ত বিমাতা তাঁহার প্রিয়পুত্রকে স্নেহ করিবেন না। এই উভয়সঙ্কটে শান্তনুর মনে বড়ই মর্ম্মপীড়া হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিতেন। ভীষ্ম মন্ত্রিগণের নিকট হইতে পিতার বিষাদের কারণ অবগত হইয়া সত্যবতীর পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার কন্যাটীকে রাজার সহিত বিবাহ দিতে অনুরোধ করিলেন। সত্যবতীর পিতা বলিলেন 'রাজা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তুমি শীঘ্রই রাজা হইবে, আমি বরং কন্যাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিতে পারি কিন্তু বৃদ্ধ রাজার হস্তে দিতে পারি না।" ভীষ্ম বলিলেন, "এমন কথা মনেও করিওনা; আমার পিতা যখন তোমার কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখন তিনি আমার জননী স্বরূপা, আমার পিতার সহিত তাঁহার বিবাহ দাও"। তখন সত্যবতীর পিতা বলিলেন "যদি আমার কন্যার গর্ভজাত পুত্র রাজা হইবে ইহা স্থির নিশ্চয় হয় তবেই আমি তাঁহাকে কন্যাদান করিতে পারি"। ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন "আমি জ্যেষ্ঠত্বাধিকার ত্যাগ করিলাম; বিমাতার গর্ভজাত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিব"। সত্যবতীর পিতা বলিলেন, "আপনার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, তাহা জানি, কিন্তু আপনার পুত্রগণ ত রাজ্যের জন্য বিরোধ করিতে পারে, তাহার উপায় কি?" ভীষ্ম বলিলেন "আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম ইহজীবনে কখনও বিবাহ করিব না, সুতরাং আমার পুত্র না থাকিলে আর বিবাদ করিবার কেহ থাকিবে না। এক্ষণে আমার পিতার অভিলাষ পূর্ণ কর।" তাঁহার এই সকল

ভীষণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণে দেবগণ কর্ত্তৃক আকাশবাণী হইল "এতদিন উঁহার নাম দেবব্রত ছিল, এখন হইতে উনি ভীষ্ম নামে পরিচিত হইবেন।"

তিনি নিজের পক্ষে 'ভীষ্ম' বটে, কিন্তু আর্য্যগণের হৃদয়ের তিনি আরাধ্য দেবতা। আজিও প্রত্যেক হিন্দু অন্ততঃ ভীষ্মাষ্টমীর দিনে—

"বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতি প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতং সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে।"

বলিয়া তাঁহার তর্পণ করেন। মহারাজ শান্তনু যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয়পুত্র অতি কঠোর ব্রতধারণ পূর্ব্বক সত্যবতীকে তাঁহার পত্নীরূপে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং ভীষ্মের সে প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি সত্যবতীকে বিবাহ করিলেন এবং পুত্রের গুণে মুগ্ধ হইয়া আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে ভীষ্মকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছিলেন। যে মনুষ্য দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তি সমূহকে এ প্রকারে জয় করিতে পারেন, সেই জিতেন্দ্রিয় মহাবীর যে মৃত্যুজয়ী হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

পক্ষান্তরে দুর্য্যোধনের প্রগল্‌ভতা ও পিতামাতার অবাধ্যতাই কুরুক্ষেত্র মহাসমরের আশু কারণ হইয়াছিল এবং তাহার ফলে কেবল কুরুবংশ নয়, সমস্ত ক্ষত্রিয়জাতি ধ্বংশ হইয়াছিল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে পাণ্ডবদিগের ন্যায্য স্বত্ব প্রদান করিতে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই; এমন কি, তাঁহার জননী গান্ধারী সভামধ্যে তাঁহাকে পিতৃআজ্ঞা পালন করিতে অনুনয় করিলে, দুর্য্যোধন তাঁহারও কথা অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার প্রতি রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেই মতিচ্ছন্নতার

ফলে তাঁহার বংশনাশ, রাজ্যনাশ ও ধর্ম্মনাশ হইয়াছিল। যে সন্তান পিতামাতার মনে কষ্ট দেয় তাহার মঙ্গললাভের সম্ভাবনা কোথায়?

আর্য্যনীতিশাস্ত্রে আচার্য্য বা শিক্ষাগুরুকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিবার উপদেশ আছে। শিষ্য অনুক্ষণ আচার্য্যের সেবাপরায়ণ হইবে এবং কখনও তাঁহার অপ্রীতিকর কোন কার্য্য করিবে না। সনাতনধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের ও রাজার প্রতি যেরূপ অকপট শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা ও নির্ভরশীলতা উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ পিতামাতা ও শিক্ষকগণের প্রতিও ঐ সমস্ত গুণ সর্ব্বথা আচরণীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের সম্বন্ধে নম্রতা, মধুরতা ও শিক্ষণীয়তা থাকা একান্ত আবশ্যক। আর্য্য-শাস্ত্রে জনক জননী ও আচার্য্য সম্বন্ধে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা যত বিশিষ্টভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, তত বোধ হয় অন্য কোন বিষয়ে হয় নাই এবং আর্য্যবীরগণের চরিত্রে এই বিশেষত্ব চিরপরিস্ফুট রহিয়াছে। পাণ্ডবগণ যখন ভীষ্ম ও দ্রোণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহাদের প্রতি কত ভালবাসা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন! তাঁহারা যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে নিত্য ঐ গুরুগণের চরণে প্রণাম জ্ঞাপন করিতেন; যখন ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের শুভ্রকেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন অর্জ্জুন উচ্চরবে বলিয়াছিলেন "আচার্য্যকে জীবিত রাখ, তাঁহাকে বিনাশ করিও না। তিনি বধার্হ নহেন"। দ্রোণ হত হইলে তিনি রোদন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন "আমি নরকে মগ্ন হইলাম; লজ্জা আমাকে ম্রিয়মাণ করিয়াছে।"

কেবলমাত্র পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা বা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপালন অনুরোধে গুরুবাক্য অবহেলা করিবার দৃষ্টান্ত আর্য্যশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আদর্শ ধর্ম্মবীর ভীষ্মদেবের জীবনে ইহার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পিতা শান্তনুর মৃত্যুর পর তিনি নিজ

প্রতিজ্ঞা অনুসারে, বৈমাত্রের ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদকে রাজা করিয়াছিলেন এবং চিত্রাঙ্গদ যুদ্ধে নিহত হইলে, তাহার অনুজ বিচিত্রবীর্য্যকে হস্তিনার সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। বিচিত্রবীর্য্যের জন্য অনুরূপ পত্নীর অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রবণ করিলেন যে কাশীরাজের তিনটী কন্যা স্বয়ম্বরা হইবেন। তাঁহাদিগকে সর্ব্বাংশে ভ্রাতার পত্নী হইবার যোগ্যা জানিয়া তিনি কাশীতে গমনপূর্ব্বক স্বীয় বাহুবলে স্বয়ম্বর সভায় সমাগত রাজন্যমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া কন্যাত্রয়কে হস্তিনাপুরে লইয়া আসেন। তথায় অম্বিকা ও অম্বালিকা স্বেচ্ছায় বিচিত্র-বীর্য্যকে বিবাহ করিলেন কিন্তু জ্যেষ্ঠা অম্বা বলিলেন, তিনি পূর্ব্বেই শাল্বকে মনে মনে বরণ করিয়াছেন। তখন ভীষ্ম তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক শাল্বের সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শাল্ব তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন "যখন ভীষ্ম যুদ্ধে জয় করিয়া তোমাকে আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছেন, তখন আর তাঁহার নিকট হইতে তোমাকে দানস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি না"। অম্বা ভীষ্মের নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বলিলেন "যখন আপনি জয় করিয়া আনিয়াছেন বলিয়া শাল্ব আমাকে গ্রহণ করিলেন না, তখন আপনাকেই আমাকে বিবাহ করিতে হইবে"। অম্বার দুঃখে ভীষ্ম ব্যথিত হইলেন বটে কিন্তু পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষার অনুরোধে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে পারিলেন না; কারণ তিনি চিরজীবন কৌমার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন অম্বা ক্রোধভরে ভীষ্মের গুরু পরশুরামের শরণাপন্ন হইলেন। পরশুরাম তাঁহার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক ভীষ্মকে অম্বা গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ভীষ্মদেব তাঁহার কৌমার্য্যব্রতনাশক এই অন্যায় আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন না। তাহাতে গুরুশিষ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুদিবস-

ব্যাপী যুদ্ধে উভয়েই ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিলেন, উভয়েই ক্লান্তিবশে ও রক্তস্রাব জন্য কতবার মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, আবার মূর্চ্ছাভঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; এই রূপ অষ্টাবিংশতি দিবস যুদ্ধের পর, বৃদ্ধ পরশুরাম স্বীকার করিলেন তাঁহার আর ক্ষমতা নাই; ভীষ্মেরই জয়। যাহা হউক, ভীষ্মদেব কিন্তু অম্বার দুঃখের নিমিত্ত কারণ হইয়াছিলেন তজ্জন্য অম্বা পরে ভীষ্মের মৃত্যুর হেতু হইয়াছিল।

পিতা মাতা ও আচার্য্যের সমপর্য্যায়ের কুটুম্বগণ এবং আপনার অপেক্ষা জ্ঞানবান ও নীতিবান ব্যক্তিগণকে নৈমিত্তিক গুরু বলা যাইতে পারে। স্বাভাবিক গুরুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার উপরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে নৈমিত্তিক গুরুর প্রতিও তদনুরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন:—

"বিদ্যাগুরুষ্বেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনীষু।
প্রতিষেধৎসু চাধর্ম্মাদ্ধিতং চোপদিশৎস্বপি॥
শ্রেয়ঃসু গুরুবৎবৃত্তিং নিত্যমেব সমাচরেৎ।"

(মনু ২।২০৬।২০৭)

"আর আর যত আছে তব শ্রেষ্ঠগণ।
জন্মেছেন তব বংশে যত গুরুজন॥
যাঁহারা করেন রক্ষা অধর্ম্ম হইতে।
হিত উপদেশ যাঁরা করেন তোমাতে॥
শিক্ষাগুরু সম তাঁয় কর ব্যবহার।
নিত্যশ্রদ্ধা সনে তুষ্টি সাধিবে সবার॥"

বৃদ্ধের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন, প্রাচীন হিন্দুচরিত্রের একটী প্রধান গুণ ছিল। বহুদর্শনজনিত জ্ঞান বৃদ্ধের সঞ্চিত ধন; তাঁহারা সানন্দে সেই জ্ঞান উপযুক্ত নম্র ও ধীর শিক্ষার্থীকে প্রদান করিয়া

থাকেন। অধুনা কিন্তু আত্মাদরস্ফীত যুবাগণকে বয়োবৃদ্ধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে প্রায়ই পরাঙ্মুখ দেখা যায়। তাই বিশেষ যত্নসহকারে এই গুণের অনুশীলন করা বর্ত্তমান যুগে সমধিক প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

"ন যুজ্যমানয়াভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥১৮
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চাত্মনা।
পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রকৃতিং চ হতৌজসং" ॥১৯
"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥২৫
ভক্ত্যা পুমান্ জাতবিরাগ ঐন্দ্রিয়াৎ
দৃষ্ট শ্রুতান্মদ্রচনানুচিন্তয়া—।
চিত্তস্য যত্তো গ্রহণে যোগযুক্তো—
যতিষ্যতে ঋজুর্ভির্যোগমার্গৈঃ ॥২৬
অসেবয়াজ্যং প্রকৃতেগুর্ণানাং
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন।
যোগেন মর্য্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা
মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুন্ধে ॥" ২৭

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫)

"সর্ব্ব অন্তরাত্মা ভগবানে যদি
ভক্তিযুক্ত হয় মন।

তাহার সদৃশ ব্রহ্ম সিদ্ধিপন্থা—
নাহি জানে যোগীগণ—॥
জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তিযুক্ত আর—
হয় যবে আত্মা তার।
সগুণা প্রকৃতি শক্তিহীনা হয়
বাঁধিতে তাঁহায় আর—॥
মায়া আবরণ হয় উন্মোচন
দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়।
নির্গুণ পুরুষে পান দরশন
ব্রহ্মসিদ্ধি তারে কয়॥
সাধুর প্রসঙ্গে মমশক্তি কথা—
সদা শুনে মহাজন।
সে অমৃত ধারা শ্রবণে হৃদয়ে,
ভক্তি করে উদ্দীপন॥
শুনিয়া সে কথা হৃদয়ে সবার—
শ্রদ্ধা, ভক্তি, রতি হয়।
মায়া অন্ধকার নাশ হয় তার—
বন্ধন ঘুচিয়া যায়॥
ভক্তি উপজিলে দৃষ্ট শ্রুত আদি
ইন্দ্রিয় বিষয়ে যত।
অনাসক্তি হয়ে চিন্তা করে সদা—
সৃষ্টির রহস্য কত॥
সংযত মানসে ঋজুযোগ পথে
ক্রমে হয় অগ্রসর।

ত্রিগুণা প্রকৃতি সেবনে বিরত
ভক্তের মানস পর ॥
বৈরাগ্য জনিত তত্ত্বজ্ঞান আর—
আমা প্রতি ভক্তিযোগে।
প্রত্যগাত্মা মোরে প্রত্যক্ষ তখন
দেখে সেই মহাভাগে ॥”

“স্বভাবমেকো কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥” ১

... ...

“তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥
ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ ॥ ৮
ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৯

× × × ×

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং
একং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা—
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং ॥ ১২

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥"

(শ্বেতাশ্বতর, ৬ অঃ)

বিদ্বান অথচ ভ্রান্ত, কতজনে কয়।
বিশ্বের কারণ হয় স্বভাব নিশ্চয় ॥
কেহ বলে কাল হয় বিশ্বের কারণ।
কিন্তু বিশ্বে ঈশ্বরের মহিমা এমন ॥
যাতে ব্রহ্মচক্র ভ্রাম্যমান অনুক্ষণ।
যে বুঝে তাহার ভ্রান্তি হয় না কখন ॥

... ...

ঈশ্বরগণের সেই মহামহেশ্বর
তিনিই দেবের হন পরম দেবতা।
তিনিই পতির পতি ভুবন-ঈশ্বর
জানি তিনি দেবপূজ্য ধাতার বিধাতা ॥ ৭

শরীর ইন্দ্রিয় নাই কার্য্য কি করণ
তবু তাঁর তুল্য কিম্বা শ্রেষ্ঠ কোন জন?

শ্রুতিতে বিচিত্র তাঁর পরাশক্তি কথা
স্বাভাবিকী তাঁর জ্ঞান-বল-ক্রিয়ান্বিতা ॥ ৮
পতি বা নিয়ন্তা তাঁর নাহি কোন জন
নাহি কোন চিহ্ন কিম্বা প্রতিমা, কারণ।
ইন্দ্রিয়াধিপের পতি সবার কারণ
তাঁহার কারণ, স্বামী নাহি কোন জন ॥ ৯

... ...

নিষ্ক্রিয় যতেক বস্তু আছে বিশ্বমাঝে।
তাহাদের একমাত্র নিয়ন্তা নিশ্চয় ;
একমাত্র বীজভূতে যিনি বহুরূপে
গঠন করিয়া বিশ্ব বিচিত্র রচিলা ;
আত্মাতে প্রত্যক্ষ তাঁরে দেখি ধীরগণ
লভেন অনন্ত সুখ, অন্যে নাহি পায় ॥ ১২
নিত্যগণ মাঝে তিনি নিত্য সনাতন
চেতনগণের তিনি চেতনস্বরূপ।
একা সকলের বাঞ্ছা করেন পূরণ
সাংখ্য এবং যোগগম্য সে আদি কারণ ॥
তাঁহারে জানিলে তৃপ্ত সাধকের মন।
মুক্ত হয় সর্ব্বপাশে, পায় মোক্ষধন ॥ ১৩

***

"অরাজকে হি লোকেঽস্মিন সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৩

ইন্দ্রানিল যমার্কাণা মগ্নেশ্চ বরুণস্যচ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রানির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥ ৪

...　　...　　...　　...

তদর্থং সর্ব্বভূতানাং গোপ্তারম্ ধর্ম্মমাত্মজং।
ব্রহ্মতেজোময়ং দণ্ডমসৃজৎ পূর্ব্বমীশ্বরঃ॥ ১৪

×　　×　　×　　×

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাসর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ড সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ ১৮

×　　×　　×　　×

তস্যাহুঃ সম্প্রণেতারং রাজানং সত্যবাদিনং।
সমীক্ষ্যকারিণং প্রাজ্ঞং ধর্ম্মকামার্থকোবিদং॥ ২৬

তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্দ্ধতে।
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রোদণ্ডেনৈব নিহন্যতে॥ ২৭

দণ্ডোহি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবং” ॥ ২৮

(মনু। ৭ অ)

“অরাজক রাজ্যে সবে বিপথেতে যায়।
ভয়ে লোকে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়॥
তাই প্রভু করিলেন রাজার সৃজন।
করিবারে শিষ্টরক্ষা দুষ্টের দমন॥ ৩

ইন্দ্র, বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, তপন।
চন্দ্র, কুবেরের অংশ করিয়া গ্রহণ॥
করিলা ঈশ্বর তাহে রাজার সৃজন।

... ...

তজ্জন্য করুণাময় জগৎ জীবন।
সর্ব্বপ্রাণী রক্ষাকারী করিলা সৃজন॥
নিজশক্তি জাত দণ্ড ব্রহ্মতেজময়।
ধর্ম্ম-অবতার রূপ, রাজদণ্ড কয়॥ ১৪

... ...

রাজদণ্ড সর্ব্বপ্রজা করয়ে শাসন।
দণ্ডই তাদের করে রক্ষণাবেক্ষণ॥
হলেও সকলে সুপ্ত দণ্ড জাগি রয়।
তাই দণ্ড ধর্ম্মরূপ বুধ সবে কয়॥ ১৮

× × × ×

এরূপ দণ্ডের সদা সুপ্রয়োগকারী।
আর সত্যবাদী প্রাজ্ঞ ও সমীক্ষকারী॥
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সর্ব্বে বিশেষ পণ্ডিত।
তিনিই প্রকৃত রাজা কহে শাস্ত্রবিৎ॥ ২৬

সম্যক প্রকারে তায় করি সুপ্রয়োগ।
ধর্ম্ম, কাম, অর্থ পূর্ণ হয় রাজ্যভোগ॥
কিন্তু নৃপ ঘৃণ্য নীচ কাম রত হলে।
সেই দণ্ড নাশ তাঁর করে মহাবিলে॥ ২৭

মহাতেজোময় দণ্ড আত্মজয়ী বিনা।
ধারণ করিতে নারে অন্ত কোন জনা॥
ধর্ম্ম হতে বিচলিত যদি রাজা হয়।
সবান্ধবে নিজ দণ্ড নাশে সুনিশ্চয়" ॥ ২৮

×　　×　　×　　×

"তেন ধর্ম্মোত্তরশ্চায়ং কৃতো লোকো মহাত্মনা।
রঞ্জিতাশ্চ প্রজাঃ সর্ব্বাস্তেন রাজেতি শব্দ্যতে" ॥ ১৪৫
(মহাভারত। শান্তিপর্ব্ব। ৭০ অধ্যায়)

"মহাত্মা নৃপতি করি প্রজার রঞ্জন।
ধর্ম্মে ধরা পূর্ণ করি করেন শাসন॥
প্রজার রঞ্জন হেতু রাজা নাম হয়।
এ হেন রাজারে হেরি পুণ্য উপজয়" ॥

***

"রাজা প্রজানাং হৃদয়ং গরীয়ো
গতিঃ প্রতিষ্ঠা সুখমুত্তমঞ্চ।
সমাশ্রিতা লোকমিমং পরঞ্চ
জয়ন্তি সম্যক্ পুরুষা নরেন্দ্র ॥ ৫৯
নরাধিপশ্চাপ্যনুশিষ্য মেদিনীং
দমেন সত্যেন ব সৌহৃদেন।
মহদ্ভিরিষ্ট্বা ক্রতুভির্মহাযশাঃ।
ত্রিবিষ্টপে স্থানমুপৈতি শাশ্বতং" ॥ ৬০
(মহাভারত। শান্তিপর্ব্ব।৬৮ অ)

রাজা অধিকার করে প্রজার অন্তর
তিনিই প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠসুখ ও আশ্রয়।
তাঁহার সহায়ে তারা করিয়া সমর
ইহপরলোক জয় করয়ে নিশ্চয়॥ ৫৯
রাজা সমাহিতচিতে শাসিয়া ধরণী
দম, সত্য, সৌহৃদ্যেতে পূরিত অন্তর।
বহুযজ্ঞ যথাবিধি অনুষ্ঠান করি
যশ বিস্তারিয়া, স্বর্গে হয়েন অমর"॥ ৬০

***

"উপাধ্যায়ান্দশাচার্য্য আচার্য্যানাং শতং পিতা
সহস্রন্তু পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে"॥
(মনু ২। ১৪৫)

"দশ উপাধ্যায় হতে আচার্য্যের মান।
শত আচার্য্যের বড় পিতার সম্মান॥
পিতার সহস্র হতে মাতা মান্য জানি।
মাতৃতুল্য পূজ্যভবে নাহি, কহে জ্ঞানী"॥

***

"আচার্য্যশ্চ পিতাচৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্ব্বজঃ:
নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ"॥ ২২৫

* * * *

তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে॥ ২২৯

× × × ×

ত এবহি ত্রয়ো লোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমা।
ত এবহি ত্রয়ো বেদাস্ত এবোক্তাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥ ২০০

× × × ×

সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্ত যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ" ॥ ২৩৪

(মনু, ২ অঃ)

"শিক্ষক, জনক, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা আর।
যদিও তাঁদের হতে অতি দুঃখ হয় ॥
তবু অসম্মান নাহি কর তাঁ সবার।
বিশেষ ব্রাহ্মণ পক্ষে, জেনো বিধি সার ॥২২৫॥

* * *

তাঁদেরি শুশ্রূষা হয় তপস্যা পরম।
মানব মাত্রের ইহা কর্ত্তব্য প্রথম ॥২২৯॥

\+ \+ \+

তাঁহারাই তিনলোক, আশ্রম ত্রিতয়।
তিন বেদ, তিন অগ্নি, জানিহ নিশ্চয় ॥ ২৩৫
সাদরে এঁদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ফল লাভ হয় জেনো মনে ॥
এ তিনের প্রতি হলে কর্ত্তব্য হেলন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম বৃথা নিস্ফল জীবন" ॥ ২৩৪

***

"ঊর্দ্ধং প্রাণাহ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে ॥১২০

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি তস্য বর্দ্ধন্তে আয়ুঃ প্রজ্ঞা যশোবলম্" ॥ ১২১
(মনু, ২ অঃ)

"বয়োজ্যেষ্ঠ যেই কালে করে আগমন।
যুবাপ্রাণবায়ু করে ঊর্দ্ধে উৎক্রমন ॥
প্রত্যুত্থান আর অভিবাদনের পর।
স্বস্থ হয় পুনঃ বায়ু, জানিহ, সত্বর ॥ ১২০
অভিবাদনেতে যেই সতত তৎপর।
বৃদ্ধসেবা যেই জন করে নিরন্তর ॥
আয়ু, প্রজ্ঞা, যশ আর দেহ-মন-বল।
এই চারি হয় তার নিশ্চয় প্রবল" ॥ ১২১

পঞ্চম অধ্যায়।

তুল্য ব্যক্তির প্রতি ব্যবহার।

এক পরিবারস্থ এবং এক সমাজস্থ তুল্য ব্যক্তিগণের পরস্পরের প্রতি রাগ ও দ্বেষ বশতঃ যে সমস্ত গুণাগুণ উৎপন্ন হয়, আমরা এক্ষণে তাহার আলোচনা করিব। আমরা চতুষ্পার্শ্বে সমপর্য্যায়ের বা সমপদস্থ ব্যক্তিগণ দ্বারা নিরন্তর পরিবৃত রহিয়াছি। তাঁহাদের সকলের সহিত যেরূপ আচরণ করিলে পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক সহানুভূতি ও প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, পরস্পরের মধ্যে অনুরাগ ও আনুকূল্য বর্দ্ধিত হইয়া দ্বেষ বা ঘৃণা তিরোহিত হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। যে সকল গুণের উন্মেষ ও দোষের পরিহার দ্বারা আমরা স্বপরিবারস্থিত ও অন্যান্য স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারি, তাহারাই আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয়; কারণ, যে সকল পবিত্র ও সুখপূর্ণ গৃহস্থাশ্রমে পারিবারিক ধর্ম্ম সতত প্রতিপালিত হয়, তাহারাই সুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন সমাজের ও রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি এবং জাতীয় অভ্যুদয়ের মূল। পারিবারিক ধর্ম্ম মধ্যে জনক জননীর প্রতি সন্তানের ব্যবহার পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে পতি পত্নী, ভ্রাতা ভগ্নি, কুটুম্ব বন্ধু এবং সমাজের

সমপদস্থ (পরিচিত কি অপরিচিত) ব্যক্তিগণের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

হিন্দুগ্রন্থ সমূহে আদর্শ দাম্পত্যপ্রেম সম্বন্ধে অসংখ্য উপাখ্যান আছে। মনু বলিয়াছেন "যো ভর্ত্তা স স্মৃতাঙ্গনা" অর্থাৎ পতি পত্নী এক; তাঁহারা দুই জনে মিলিয়া পূর্ণ এক। প্রেমই সেই দুইয়ের একত্ব সাধক; পতির কোমল ভালবাসাই পত্নীর একমাত্র আবরণ, পালন ও আশ্রয় স্থল: স্ত্রীর প্রেম মধুর, ত্যাগশীল ও ভক্তিপূর্ণ। এই উভয়ের যোগে মধুর দাম্পত্য প্রেমের একপ্রাণতা ও একাত্মতার উৎপত্তি হয়। "অন্যোন্যস্যাব্যভীচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।" তাঁহাদের "পরস্পরের বিশ্বাসবন্ধন অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি অব্যভীচারি প্রেম আমরণ থাকা কর্ত্তব্য।" শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা, পতি পত্নীর উজ্জ্বলতম আদর্শ। তাঁহারা উভয়ের জীবনের যাবতীয় সুখদুঃখ একত্রে ভোগ করিয়াছিলেন। বিপৎকালে তাঁহারা পরস্পরের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করিতেন; উভয়ে উভয়ের দুঃখকষ্টের ভাগী হইতেন। প্রথম জীবনে যখন তাঁহারা যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞী ছিলেন তখন আমরা উভয়কে বিমল সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিতে দেখিতে পাই। যখন শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ হইল তখন উভয়েই একসঙ্গে উপবাস ও সংযম করিয়াছিলেন। যখন বনবাস আদেশ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, তখন সীতা প্রথমে সে আঘাত অবিচলিত চিত্তে গ্রহণ করিলেন। একমাত্র রামান্তিকে বাসই তাঁহার পরমাভীষ্ট। অপর সকল সুখ দুঃখ তাহার সহিত তুলনায় সম্পূর্ণ হেয় ও উপেক্ষনীয়।

রাজসিংহাসনে উপবেশনেই হউক অথবা বনগমনেই হউক, পতির সহিত একত্রে যাহা করিবেন তাহাতেই সীতা সুখী আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার সকলই দুঃখময়। তাঁহার বিশ্বাস রামচন্দ্র বনে গেলে

তিনিও তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। তিনি বলিয়াছিলেন "আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে তোমারই ; আমি আর কিছুই জানি না ; চিরদিন তোমাকে আশ্রয় করিয়া আছি ; যদি পরিত্যাগ করিয়া যাও তবে নিশ্চয়ই প্রাণ-ত্যাগ করিব।" বনের কণ্টক তাঁহার গাত্রে কোমল বস্ত্রের ন্যায় সুখস্পর্শ হইবে ধূলিরাশি চন্দনরেণুবৎ বোধ হইবে। স্বামীর পার্শ্বে থাকিলে তৃণশয্যাও কোমল রাজশয্যা তুল্য এবং ফলমূলই রাজভোগসদৃশ প্রীতিকর বোধ হইবে। স্বামীর সঙ্গে অবস্থানেই তাঁহার স্বর্গ ; তাঁহার অদর্শনই নরকস্বরূপ। যতক্ষণ না রামচন্দ্র তাঁহাকে গৃহে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার হৃদয় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। অতঃপর যখন রামচন্দ্র তাঁহাকে বনে সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন, তখন তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না ; তখন আনন্দে নিজ মহামূল্য বস্ত্র অলঙ্কার সমুদায় স্বহস্তে সহচরীগণকে বিতরণ করিলেন। এইরূপে স্বীয় রাজভোগ্য পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদি অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া সীতা সানন্দে পতির বনবাসসঙ্গিনী হইয়াছিলেন। তিনি বালিকার ন্যায় অরণ্যে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেন ; রাজসম্পদে বঞ্চিতা এবং বনবাসিনী হইয়াও তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র কষ্ট লক্ষিত হয় নাই ; কারণ, দিবানিশি তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ক্রীড়ামোদে রত ছিল বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধির অভাব ছিল ; দণ্ডকারণ্যপ্রান্তে ভ্রমণ সময়ে তিনি স্বামীকে বহুপ্রকার সারগর্ভ মন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলেন। যখন রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তখন রামচন্দ্র কাতর হৃদয়ে তাঁহাকে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে করিতে এইরূপ বিলাপোক্তি করিয়াছিলেন—"সীতা, সীতা, কোথা তুমি ? তুমি কি লুকাইয়া রহিয়াছ ? আমার সহিত রহস্য করিতেছ কি ?

শীঘ্র আইস—তোমার এ ক্রীড়া আমার পক্ষে মৃত্যুতুল্য বোধ হইতেছে।” যখন রামচন্দ্র এইরূপে রোদন করিতে করিতে চারিদিকে তাঁহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তৎকালে দুরাত্মা রাবণ সীতাকে পাতিব্রত্যত্যাগের জন্য কখনও প্রলোভন, কখনও ভয়প্রদর্শন, কখনও বা অবমাননা করিতেছিল; কিন্তু সীতার পতিভক্তি অচলা। তিনি কেবল বলিতেন আমি “পতিপ্রাণা, একানুরক্তা; আমি কখনও পাতিব্রত্য হইতে বিচলিত হইতে পারিব না। ধনরত্নে আমার লোভ নাই। সূর্য্যের কিরণ যেমন তাঁহার নিজস্ব আমিও সেইরূপ রামচন্দ্রের জানিও।”

আবার সাবিত্রীর উপাখ্যান শ্রবণ কর। তিনি পাতিব্রত্যবলে মৃত্যুপতি যমকে পরাস্ত করিয়া মৃত পতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। মদ্রদেশের অধীশ্বর অশ্বপতি দীর্ঘকাল দেবারাধনা করিয়া একটী কন্যারত্ন লাভ করিয়াছিলেন। ঐ কন্যাটীর নাম সাবিত্রী। সাবিত্রী দেখিতে সুবর্ণ প্রতিমার ন্যায় এবং তাঁহার প্রকৃতি মালতী প্রসূনের ন্যায় মধুর ছিল। লোকে তাঁহাকে দেবীবোধে ভক্তি করিত। তিনি বিবাহযোগ্যা হইলে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে আপনার যোগ্যপতি মনোনীত করিতে বলিলেন। পিতার অনুমতিক্রমে সাবিত্রী স্বীয় সঙ্গিনী ও প্রহরীগণের সহিত বর অন্বেষণে বাহির হইলেন। তিনি যখন প্রত্যাগতা হইলেন, তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহার পিতার নিকট উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সমক্ষে সাবিত্রী স্বীয় মনোনীত পাত্রের কথা বর্ণন করিলেন—“শাল্ব দেশের অধিপতি বৃদ্ধ ও অন্ধ রাজা দ্যুমৎসেন শত্রুগণ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া এক্ষণে অরণ্যে বাণপ্রস্থ জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। আমি তাঁহারই পুত্র সত্যবানকে আমার স্বামীরূপে মনোনীত করিয়াছি।” তচ্ছ্রবণে নারদ বলিলেন “সাবিত্রী ভাল করেণ নাই।” রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,

সত্যবান কি সাবিত্রীর অনুরূপ বর নহেন? তাঁহার কি দেহের ও মনের বল নাই? তিনি কি ক্ষমাগুণে হীন? অথবা তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত বিক্রম নাই?" নারদ বলিলেন "তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য, ক্ষমা, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি কোনও গুণের অভাব নাই। সত্যবান সূর্য্যের ন্যায় বিক্রান্ত ও তেজস্বী, রন্তিদেবের ন্যায় দয়ালু, শিবির তুল্য ন্যায়পরায়ণ, যযাতির ন্যায় মহান্, এবং পূর্ণ শশধরের ন্যায় সুন্দর। কিন্তু এই গুণরাশি এক বৎসর মধ্যে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে। সত্যবানের আয়ুষ্কাল অতি অল্প।"

দেবর্ষির বাক্য শ্রবণে সাবিত্রীর হৃদয় অবসন্ন হইলেও তিনি বলিলেন—

"কিন্তু 'আমি দিলাম' এই বাক্য একবার মাত্র উচ্চারিত হইতে পারে। আমিও একবার বলিয়াছি, সত্যবানকে আত্মদান করিলাম।" সুতরাং আর পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারি না।" নারদ বলিলেন, "রাজন্, যখন আপনার কন্যা বিচলিতা হইলেন না, তখন আমি এই বিবাহে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম।"

দ্যুমৎ সেনের আশ্রমে তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরিত হইল। তিনি প্রত্যুত্তরে রাজা অশ্বপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন "আপনার সহিত কুটুম্বতা আমার চিরাভিলষিত। কেবল আমার অবস্থা বিপর্য্যয় বশতঃ সে আশা প্রকাশ করিতে পারি নাই। এক্ষণে পুণ্যবতী সাবিত্রী যখন স্বেচ্ছায় আসিতেছেন, তখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে লক্ষ্মী নিজে প্রসন্না হইয়া আমার গৃহে পুনরাগমন করিতেছেন।" অতঃপর যথারীতি উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে সাবিত্রী পরমানন্দে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া তাপসাশ্রমে গমন করিলেন এবং কায়মনোবাক্যে বৃদ্ধ শ্বশুর শ্বাশুড়ির সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত গৃহকর্ম্ম সানন্দে স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন এবং

স্বীয় মধুর প্রকৃতি ও সুধাময় বাক্যগুণে পতির মন আকৃষ্ট করিলেন। কিন্তু এ সকল সুখ সত্ত্বেও, সাবিত্রীর হৃদয়ে অহরহঃ অন্তর্দাহ হইতেছিল। নারদের বাক্য তাঁহার অন্তঃকরণে যে তুষানল জ্বালিয়া দিয়াছিল, যতই বৎসর পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল ততই তাহা সমধিক প্রকোপে তাঁহার হৃদয়কে গোপনে দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি অনুক্ষণ দিন গণনা করিতে লাগিলেন; অবশেষে সত্যবানের মৃত্যুর দিন নিকটবর্ত্তী হইল। আর চারিদিন মাত্র অবশিষ্ট। তখন তিনি দৈবানুকূল্য লাভের জন্য তপস্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মধ্যের তিন দিন তিনি উপবাস ও উপাসনায় কাটাইলেন; এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন না। চতুর্থ দিবস অতি প্রত্যূষে উঠিয়া নিত্য ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক তিনি গুরুজনের পাদবন্দনা করিলেন। তপোবনের মুণিগণ সকলেই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে তাঁহাকে কদাচ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। সেদিন যখন সত্যবান কুঠার হস্তে কাষ্ঠাহরণ জন্য অরণ্যাভিমুখে গমন করিলেন, তিনি ও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। সত্যবান আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোথায় যাইবে? তিনি বলিলেন আজি আমার আপনার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা হইয়াছে। তখন তাঁহারা দুই জনে পর্ব্বত, নদী ও বনের শোভা এবং কাননবিহারী পশু পক্ষী সমূহ দেখিতে দেখিতে নিবীড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সত্যবান নিত্য কার্য্য আরম্ভ করিলেন; বনফল চয়ন করিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার দেহ অবসন্ন হইল; ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া হইতে লাগিল এবং পীড়ার কথা সাবিত্রীকে বলিতে বলিতে শয়ন করিলেন। সাবিত্রী তাঁহার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া ভগ্নান্তকরণে তথায় উপবিষ্টা হইলেন। কে বলিতে পারে তিনি কাহার প্রতীক্ষায় তথায় উপবিষ্টা ছিলেন? সাবিত্রী নিজেও জানিতেন না তিনি কিসের

অপেক্ষায় ছিলেন! অকস্মাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন যে এক রাজশ্রী-সম্পন্ন, রক্তাম্বরপরিহিত, কৃষ্ণোজ্জ্বল ভীষণ-মূর্ত্তি তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দীপ্তিমান নয়নে স্থিরভাবে সত্যবানের দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সাবিত্রী ধীরে ধীরে স্বামীর মস্তক ভূতলে রাখিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সেই মহাপুরুষ বলিলেন "সত্যবানের জীবন কাল শেষ হইয়াছে। আমি যম, মৃত্যুপতি। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন, এই জন্য দূতের পরিবর্ত্তে আমি স্বয়ং তাঁহাকে লইতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া সত্যবানের স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যম বলিলেন "সাবিত্রী ক্ষান্ত হও, তুমি ফিরিয়া গিয়া সত্যবানের ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন কর। তোমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে, মনুষ্য যতদূর আসিতে পারে তুমি ততদূর স্বামীর অনুগমন করিয়াছ।" সাবিত্রী বলিলেন "স্বামী যেখানে যাইবেন আমি সেখানেই যাইব। ইহাই সনাতন দাম্পত্য-ধর্ম্ম ইহাই, পতিপত্নীর নিত্য সম্বন্ধ। যদি আমার পতিকে কায়মনোবাক্যে ভালবাসিয়া থাকি, যদি আমি ভক্তিভাবে গুরুজনের পূজা করিয়া থাকি, যদি ব্রতোপবাসাদির কোন ফল থাকে, তবে আপনার কৃপায় আমার গতি অব্যাহত হইবে।" এই বলিয়া সরল প্রাণ শিশুর ন্যায় গুরুজন উপদিষ্ট ও স্বীয় বিবেকোদ্ভাসিত ধর্ম্মোপদেশ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন "বিশ্বস্ত সত্যনিষ্ঠ হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক আমি জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি। হে মৃত্যুপতি, আমার সে পথ রুদ্ধ করিও না এবং আমার পূর্ব্বসঞ্চিত ফললাভে বঞ্চিত করিও না।" যম বলিলেন, "তুমি জ্ঞানবতী ও বিচারশক্তিসম্পন্না; তোমার বাক্য বড় মধুর। আমি প্রীত হইয়াছি। তোমার পতির জীবন ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা কর।" সাবিত্রী বলিলেন "মহারাজ, আমার শ্বশুর অন্ধ, আপনার

কৃপায় তাঁহার চক্ষু লাভ হউক।” যম বলিলেন “সর্ব্বসুলক্ষণে, তোমার অভীষ্ট বর প্রদান করিলাম। এক্ষণে প্রত্যাবৃত্ত হও।” সাবিত্রী বলিলেন, “স্বামী যেখানে গমন করিবেন আমিও সেখানে যাইব। সৎসঙ্গ সুফলপ্রদ, হে মৃত্যুপতি, আপনার ন্যায় সাধু আর কে আছে? অতএব আপনার সঙ্গে আমি যদি আমার পতির অনুগামিনী হই তাহা কখনও অশুভজনক হইতে পারে না।” যম বলিলেন ভাল, তাহার ফল-স্বরূপ দ্বিতীয় বর গ্রহণ কর; কিন্তু তোমার পতির জীবন ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা কর।” সাবিত্রী বলিলেন, “তবে আমার শ্বশুর আপনার কৃপায় তাঁহার হৃতরাজ্য লাভ করুন।” যম বলিলেন “তিনি রাজ্যলাভ করিবেন; এক্ষণে গৃহে যাও আর আমার অনুগমন করিও না।” সাবিত্রী কিন্তু মধুর বাক্যে তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে স্বীয় জনকের শত সুপুত্র ও নিজের শত সুপুত্র লাভের জন্য আরও দুইটী বর গ্রহণ করিলেন। যখন চতুর্থ বর লাভ হইল, তখন ধর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপালন প্রভৃতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে যম তাঁহার বাগ্মিতায় ও প্রভায় মুগ্ধ হইয়া আরও একটী বরদানে অগ্রসর হইলেন। তখন সাবিত্রী তাঁহার নিকট স্বামীর জীবন প্রাপ্ত হইলেন; কারণ স্বামীকে যম লইয়া গেলে, ধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ ব্যতীত, তাঁহার সন্তান লাভ সম্ভব নহে। এইরূপে পতিব্রতা পত্নী মৃত্যুপতির নিকট হইতে স্বীয় স্বামীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ভগবান্ দেখাইলেন পতিব্রতার তেজের নিকট যমকেও হতবুদ্ধি হইতে হয়!

আর্য্যবালকেরা কখনও নলপত্নী দময়ন্তীর কথা বিস্মৃত হইতে পারেন না। বীরসেনের পুত্র নল নিষধদিগের রাজা ছিলেন। দময়ন্তী বিদর্ভ-রাজ ভীমসেনের কন্যা ছিলেন। তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই, লোকমুখে পরস্পরের অলোকসামান্য গুণকীর্ত্তন শুনিয়াই উভয়ের মধ্যে

অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল। দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সময়ে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম প্রভৃতি দেবতাগণ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুপম গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহনাভিলাষে, স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দময়ন্তী নলরাজাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। বিবাহের পর একাদশ বৎসর কাল তাঁহারা একত্রে পরম সুখে রাজ্যভোগ করেন। সেই সময়ে তাঁহাদের একটী পুত্র ও একটী কন্যা হয়। দ্বাদশ বৎসরে নলের ভ্রাতা পুষ্কর তাঁহাকে পাশা ক্রীড়ায় আহ্বান করেন। নল সেই ক্রীড়ায় পুনঃ পুনঃ হারিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি পুষ্করের নিকট সমস্ত সম্পদ, রাজ্য, এমন কি পরিচ্ছদাদি পর্য্যন্ত হারিয়া অবশেষে এক বস্ত্রে, অর্দ্ধাবৃত দেহে রাজ্যত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দময়ন্তীও সন্তান দুটীকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া একবস্ত্রে তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া উভয়ে নগরের বহির্ভাগে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা নল তাঁহার বস্ত্রদ্বারা পক্ষী ধরিবার চেষ্টা করিলে পক্ষীগণ বস্ত্র লইয়া পলায়ন করিল; তখন উভয়ে একবস্ত্র পরিধানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দময়ন্তীর অনশনক্লেশ পরিহার জন্য, নল অনেকবার তাঁহাকে পিত্রালয়ে গমন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দময়ন্তী কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মতা হন নাই। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দময়ন্তী পরিশ্রান্তা হইয়া এক বৃক্ষমূলে শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রিতা হইলেন। তখন নলরাজা মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, আমি দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে দময়ন্তী অবশ্যই পিতৃগৃহে গমন করিবেন, তাহা হইলে তাঁহার কষ্টের অবসান হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্নিহিত খড়্গ দ্বারা পরিধেয় দ্বিখণ্ড করিলেন এবং অর্দ্ধাংশ দ্বারা দময়ন্তীর দেহ আবরণ পূর্ব্বক নিজে অপরার্দ্ধ পরিধান করিয়া দুঃখে উন্মত্তবৎ প্রস্থান করিলেন।

নিদ্রাভঙ্গের পর দময়ন্তী যখন দেখিলেন যে নল নিকটে নাই, তখন তাঁহার দুঃখের আর অবধি রহিল্ না; তিনি নিজের কষ্ট অপেক্ষা নলের যে কি কষ্ট হইতেছে তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন তিনি ব্যাকুল ভাবে স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। ভ্রমণ করিতে করিতে এক ভীষণ অজাগর তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি সেই বিপদ ও তৎপরে অন্যান্য বহু সঙ্কট হইতে কিরূপে রক্ষা পাইয়া অবশেষে চেদিরাজ তনয়ার আশ্রয় পাইয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিত ভাবে নলোপাখ্যানে বর্ণিত আছে। এদিকে নল একটী অগ্নিজালবেষ্টিত সর্পকে উদ্ধার পূর্ব্বক তাঁহার সাহায্যে নিজ আকৃতি প্রচ্ছন্ন করিয়া অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণের গৃহে সারথ্য গ্রহণ করিলেন; এইরূপে পতি পত্নী বিচ্ছিন্ন হইলেন। এদিকে রাজা ভীমসেন আপনার কন্যা ও জামাতার অন্বেষণ জন্য চারিদিকে ব্রাহ্মণদূত প্রেরণ করিলেন। সুদেব নামক ব্রাহ্মণদূত চেদিরাজ প্রাসাদে দময়ন্তীর সাক্ষাৎ পাইলেন, তখন প্রকাশ হইল চেদিরাজতনয়ার জননী দময়ন্তীর মাতৃষ্বসা। দময়ন্তীকে আর কিছুকাল নিজ গৃহে রাখিবার জন্য তাঁহার মাতৃষ্বসা অনেক যত্ন করিলেন। কিন্তু স্বামীর অন্বেষণ জন্য তাঁহার মন যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়াছিল। সুতরাং দময়ন্তী কালবিলম্ব না করিয়া পিতৃগৃহে গমন করিলেন। নলের অন্বেষণ জন্য আবার চারিদিকে দূত প্রেরিত হইল। দময়ন্তী সেই দূতগণকে প্রত্যেক জনসমাগমের সান্নিধ্যে এমন একটী সাঙ্কেতিক বাক্য উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে শিখাইয়া দিলেন, যাহা নল ভিন্ন আর কাহারও বোধগম্য ছিল না। ঐ সঙ্কেত বাক্যে নলকে তাঁহার প্রিয়তমা, বিয়োগ-বিধুরা দময়ন্তীর সহিত পুনর্মিলিত হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করা ছিল। দূতগণ বহুদেশ অন্বেষণের পর পর্ণাদ নামক একজন দূত অযোধ্যায়

উপস্থিত হইয়া দময়ন্তী প্রেরিত বার্ত্তা ঘোষণা করিলে, অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণের বাহুক নামে সারথী পতিত্যক্তা, পতিব্রতা অনেকানেক রমণীগণের কথা সকাতরে দূতের নিকট বর্ণনা করিলেন। পর্ণাদ, দময়ন্তীকে সংবাদ গোচর করাইবা মাত্র, তিনি ঐ সারথিকে ছদ্মবেশী নল বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে বিদর্ভে আনয়ণ করিবার উপায় কল্পনা করিলেন। দময়ন্তী পুনরায় ঐ ব্রাহ্মণকে অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক কল্যই দময়ন্তীর পুনঃস্বয়ম্বর হইবেক, এই বার্ত্তা রাজা ঋতুপর্ণকে জ্ঞাপন করিতে বলিলেন। দময়ন্তী জানিতেন যে অযোধ্যা হইতে বিদর্ভে এক দিনে রথ চালনা করা নল ব্যতীত অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। দময়ন্তী যাহা মনে করিলেন তাহাই হইল। ঋতুপর্ণের আদেশে বাহুক উপযুক্ত অশ্বযোজনা পূর্ব্বক সেই দিন সন্ধ্যা মধ্যেই ক্ষুব্ধচিত্তে বিদর্ভে উপনীত হইলেন। কিন্তু স্বয়ম্বর কোথায়? সর্ব্বৈব মিথ্যা; কেবল দময়ন্তীর কৌশলে নল আবার বিদর্ভে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন নল দময়ন্তীর কৌশলে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন, তিনি নিজ পুত্র কন্যা দর্শনে কাঁদিয়া ফেলিলেন; তাঁহার রন্ধন ব্যাপারও আত্মপ্রকাশের হেতু হইল। অবশেষে পতি পত্নীর পুনর্মিলন হইল। এবং তাঁহারা পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়া সন্তানসন্ততিপরিবৃত হইয়া পরম সুখে জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

যে পত্নী যথার্থ পাতিব্রত্য অবলম্বন পূর্ব্বক পতিসেবায় কালাতিপাত করেন, তাঁহার যেরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি ও জ্ঞানলাভ হয়, কঠোর তপস্যার দ্বারাও অন্যে তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বকালে কৌশিক নামক একজন ব্রাহ্মণ বহু তপস্যা করিয়াছিলেন। একদা তিনি এক বৃক্ষের তলে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে এক বক তাঁহার মস্তকে বিষ্ঠা ত্যাগ করিল। তপস্যার দ্বারা কৌশিকের এতই তেজ সঞ্চিত হইয়াছিল যে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বকের দিকে

দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র বক ভস্মীভূত হইল। কৌশিক বকের মৃত্যুতে দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু নিজ তপঃপ্রভাব দর্শনে আনন্দিত হইলেন। তৎপরে তিনি ভিক্ষার্থ সন্নিহিত নগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে গমনপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহার জন্য আহার্য্য আনিতে গমন করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্বামী ক্লান্ত ও ধূলিমণ্ডিত কলেবরে গৃহাগত হইলেন। কাজেই গৃহিণী কৌশিককে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া, তাঁহার স্বামীর শুশ্রূষায় ব্যাপৃতা হইলেন। কিন্তু অধিক বিলম্ব হইতে দেখিয়া কৌশিকের ক্রোধ হইল। অবশেষে ব্রাহ্মণী আহার্য্য লইয়া পুনরাগতা হইলে ব্রাহ্মণ ক্রোধপূর্ণ নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক এত বিলম্ব করিলে কেন? গৃহিনী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন—

"হে বিপ্র, স্বামীসেবাই আমার প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য, আপনি ক্রোধ সম্বরণ ও ক্ষমা অভ্যাস করুন। আমার দিকে ক্রোধ দৃষ্টি করিবেন না; তাহাতে আপনার নিজেরই অনিষ্ট হইবেক। আমি বক নহি।" এই কথা শুনিয়া কৌশিক স্তম্ভিত হইলেন এবং তাঁহাকে এই পরোক্ষ-জ্ঞানের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহিনী বলিলেন আমি তপস্যা দ্বারা এই অধ্যাত্মশক্তি লাভ করি নাই; কেবল একমনে পতিসেবাই আমার তপ যপ। আপনি যদি গৃহীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠালভ্য পুণ্য ফলের কথা অধিক জানিতে চাহেন, তাহা হইলে অবিলম্বে মিথিলা গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাধের সহিত সাক্ষাৎ করুন। কৌশিক তখন মিথিলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় গমন করিয়া দেখিলেন, ব্যাধ ক্রয় বিক্রয়ে ব্যস্ত। তিনি কৌশিককে দেখিবা মাত্র উত্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন "আমি বুঝিতে পারিয়াছি কেন সেই পতিব্রতা কামিনী আপনাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমি আপনার

সমস্ত সন্দেহই দূর করিব এবং কি উপায়ে আমি এই শক্তি লাভ করিলাম, তাহাও আপনাকে দেখাইব। তৎপরে সেই ব্যাধ কৌশিককে আপনার পিতামাতার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। সে কথা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাগণের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার ভ্রাতৃপ্রেমের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। লক্ষ্মণ রামের জীবনস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে একত্রে না হইলে শয়ন করিতেন না এবং একত্রে না হইলে ক্রীড়া পর্য্যন্ত করিতেন না। পরস্পরকে না দেখিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারিতেন না। লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে বনগমন করিয়াছিলেন। নিশীথে রামচন্দ্র নিদ্রিত হইলে, লক্ষণ নিদ্রাত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি কুটীরদ্বারে প্রহরী থাকিতেন। সীতার অন্বেষণ সময়ে লক্ষণ রামচন্দ্রের সঙ্গে পর্ব্বতে, কন্দরে, অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যখন লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, তখন রাম কাতরস্বরে বলিয়াছিলেন— "যখন লক্ষ্মণ শক্তিশেলে নিপতিত হইল, তখন আর যুদ্ধে প্রয়োজন কি, এ জীবনেই বা প্রয়োজন কি? ভাই কেন তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া অগ্রে স্বর্গলোকে গমন করিলে! তোমা ব্যতীত জীবন, জয়শ্রী, এমন কি জানকী পর্য্যন্ত আমার নিকট সকলই বৃথা!"

ভ্রাতৃপ্রেম ও ভ্রাতৃসহযোগীতা দ্বারা যে বংশের গৌরব ও সম্পদ বর্দ্ধিত হয় পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্তান্ত তাহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। কেবল অকপট সৌভ্রাত্রবলেই তাঁহারা অশেষবিধ দুঃখ ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্পদে কি বিপদে, রাজ্যভোগে কি বনবাসে, দ্রৌপদী-লাভে কি তাঁহার অবমাননায়, রাজসূয় যজ্ঞে কি অজ্ঞাতবাসে, আমরা কখনও পঞ্চপাণ্ডবভ্রাতাকে স্বার্থ জন্য পরস্পরের সহিত

বিরোধ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অথবা দিনেকের জন্যও পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে দেখিতে পাই না। যুধিষ্ঠির সমগ্র পরিবারের কর্ত্তা : সকলের পাতা ও নিয়ন্তা। তিনি বংশের স্তম্ভস্বরূপ। অনুজগুলি সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহারই ধন সম্পদ বর্দ্ধনের জন্য ব্যতিব্যস্ত। তাঁহারই জন্য তাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছেন; তাঁহারই জন্য দিগ্বিজয়, রাজ্যবিস্তার ও ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন; অর্জ্জুনের কঠোর তপস্যা ও কঠোরতর যুদ্ধ দ্বারা দিব্যাস্ত্র লাভ, তাঁহারই জন্য। যুধিষ্ঠিরও তদ্রূপ অনুক্ষণ তাঁহাদের সুখ সচ্ছন্দের জন্য ব্যতিব্যস্ত।

যুধিষ্ঠির স্বর্গে গমন করিয়াও আপনার পত্নী ও ভ্রাতাগণকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। পুনঃ পুনঃ তিনি সুরলোকবাসীদিগকে বলিতে লাগিলেন "আমার ভ্রাতারা যেখানে আমিও সেইখানে যাইব।" দেবলোকে ভ্রাতাগণকে দেখিতে না পাইয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন—"আমার ভ্রাতৃগণ ব্যতীত স্বর্গও সুখের নয়। তাঁহারা যেখানে, আমার স্বর্গও সেইখানে; আমার স্বর্গ এখানে নয়।" অবশেষে দেবগণ দূতসঙ্গে তাঁহার ভ্রাতাদের নিকট তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। স্বর্গত্যাগ করিয়া তিনি দূতসঙ্গে ঘন তিমিরাচ্ছন্ন পথে প্রবেশ করিলেন, ক্রমেই আকাশ ও পথ আরও গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সেই পথ পূতিগন্ধময়, বীভৎস-বস্তু-সমাকীর্ণ, নানা বিকটরূপ পরিবেষ্টিত, কঙ্কালপূর্ণ ও রক্তাক্ত। পদতলে অগণিত মৃতদেহখণ্ড, তীক্ষ্ণ কণ্টক ও পত্র তাঁহাদের গতিরোধ করিতে লাগিল। অত্যুত্তপ্ত বালুকা ও জ্বলন্ত লৌহ প্রস্তরে পদ দগ্ধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া যুধিষ্ঠির দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কোথায় আনিলে?" দেবদূত বলিলেন "আমি আপনাকে এখানেই আনিতে আদিষ্ট হইয়াছি। যদি আপনি ক্লিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে ফিরিয়া যাইতে পারেন"। যুধিষ্ঠির

মনে করিলেন তাঁহার ভ্রাতৃগণ এরূপস্থানে থাকিবার যোগ্য নহেন; এই ভাবিয়া প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় বহু আর্ত্তস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। সকলেই করুণস্বরে বলিতে লাগিল "আপনি আর একটু এখানে থাকুন।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে?" চারিপার্শ্ব হইতে কাতরস্বরে উত্তর আসিতে লাগিল "আমি কর্ণ," "আমি ভীম," "আমি অর্জ্জুন," "আমি নকুল," "আমি সহদেব," "আমি দ্রৌপদী," "আমরা দ্রৌপদেয়গণ"।

যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া দেবদূতকে বলিলেন "তুমি যাঁহাদের দূত তাঁহাদের নিকট গমন কর; তাঁহাদিগকে নিবেদন করিও আমি আর তথায় গমন করিব না: এখানেই থাকিলাম। আমার ভ্রাতৃগণ যেখানে আমার স্বর্গও সেইখানে।" তৎক্ষণাৎ দিব্যগন্ধে দিক্ সকল পূর্ণ হইল। চারিদিকে পুণ্যগন্ধসুবাসিত সমীরণ আকাশ আমোদিত করিল এবং দিব্যজ্যোতিতে দিগন্ত আলোকিত হইল! চতুর্দ্দিক হইতে দেবগণ আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করিলেন। কারণ, <u>নরক অপেক্ষা প্রেম সহস্র গুণে বলবত্তর; প্রেমনিষ্ঠার কাছে কি যন্ত্রণা অনুভূত হয়?</u>

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক কয়েকটীতে পরিজনবর্গের পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে:—

"ন পাণিপাদ চপলো ন নেত্র চপলোঽনৃজুঃ।
ন স্যাদ্বাকৃচপলশ্চৈব ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ॥

... ...

ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যৈর্ম্মাতুলা তিথি সংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈ র্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতি সম্বন্ধি বান্ধবৈঃ।

মাতাপিত্রাভ্যাং যামীভির্ভ্রাত্রা পুত্রেন ভার্য্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেন বিবাদং ন সমাচরেৎ ॥"

(মনু, ৬)

"হস্ত, পদ, চক্ষের ত্যাজিবে চপলতা।
বাক্‌চাপল্য পরদ্রোহ তেয়াগিবে তথা ॥
সর্ব্বরূপ কুটিলতা দিবে বিসর্জ্জন।
যদ্যপি করিবে সুখী সব পরিজন ॥

... ...

পুরোহিত ঋত্বিক্ ও আচার্য্য, মাতুল।
অতিথি, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক, আতুর ॥
জ্ঞাতি, বৈদ্য, সম্বন্ধি বান্ধবগণ আর।
মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, আমি সে সবার ॥
ভার্য্যা, কন্যা, আর নিজদাসগণ সনে।
প্রবৃত্ত না হবে কভু কলহাচরণে ॥"

উপসংহারে মনু আরও বলিতেছেন :—

"ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিতা ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকা তনু ॥
ছায়া স্বা দাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরং।
তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্বরঃ সদা ॥"

জ্যেষ্ঠ সহোদর দেখ সমান পিতার।
পত্নী তনয়েরে ভাব তনু আপনার ॥
দাসগণে ছায়াসম করিবেক জ্ঞান।
দুহিতা কৃপার পাত্রী কভু নহে আন ॥

এরা যদি করে কেহ মন্দ ব্যবহার।
বিচলিত নাহি হবে কহিলাম সার ॥"

পতিব্রতা স্ত্রীসম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

"প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তিকশ্চন ॥
উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রী নিবন্ধনং ॥
অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চহ ॥
পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা।
সা ভর্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে ॥"

(মনু, ১১।২৬)

শ্রী আর স্ত্রী দুয়ে ভেদ কিছু নাই।
লক্ষ্মীরূপা নারী তারে পূজিবে সদাই ॥
গৃহের আলোক, শোভা, মঙ্গল আধার।
সন্তান জননীরূপে পূজিতা সবার ॥
সন্তান জঠরে ধরে, করয়ে পালন।
আনন্দে জীবন-যাত্রা নারীর কারণ ॥
অপত্য ও ধর্ম্মকর্ম্ম অনুপম রাগ।
শুশ্রূষণ, দারাধীন জেনো মহাভাগ ॥
পিতৃগণ আর নিজে দারার কৃপায়।
স্বর্গবাসী হয়ে সদা জল-পিণ্ড পায় ॥
দেহ, মন, বাক্য সদা করি সংযমন।
পতি প্রতিকূল কভু না করে গমন ॥

সাধ্বী গৃহলক্ষ্মী সেই শাস্ত্রের লিখন।
ভর্ত্তৃলোক পান তিনি নাহিক খণ্ডন॥

পুনশ্চ ঃ—

"এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতিহ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতৎ যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥"

(মনু ৯।৪৫)

নিজে জায়া আর তাঁর প্রজা সমুদায়।
সকলে মিলিত হয়ে পুরুষ নিশ্চয়॥
সমস্বরে তাই বলেছেন বিপ্রগণ।
যেই জায়া সেই ভর্ত্তা করহ শ্রবণ॥

এই ভাবটী কেমন মধুর। সমস্ত পরিবার এক—একই প্রাণের দ্বারা অনুপ্রাণিত! ইহাই পারিবারিক ধর্ম্মের মূলভিত্তি। এই জন্যই আর্য্যসমাজে বিবাহ বন্ধন অচ্ছেদ্য। পিতা, মাতা সকলে মিলিয়া এক গৃহস্থ পদবাচ্য: প্রত্যেকেই অপর সকলকে আত্মনির্ব্বিশেষে ভালবাসেন। একজন যাহাতে সুখী, সকলেই তাহাতে সুখী; একের আনন্দে সকলের আনন্দ, এবং একের দুঃখে সকলেই দুঃখিত। জীবাত্মা যেমন নিজ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রক্ষা ও পুষ্টিসাধন জন্য নিয়ত যত্ন করেন গৃহস্থ তদ্রূপ নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্ব্বিশেষে দারা পুত্র পরিজনবর্গের রক্ষা ও পালন করিবেন। একটী গৃহস্থের পরিবার একটী ক্ষুদ্র জগৎ; সকল সদ্‌গুণই এক পরিবার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইতে পারে; সর্ব্বপ্রকার গুরুজনের প্রতি ব্যবহার পিতামাতা সম্বন্ধে আচরিত হইতে পারে; বালক বালিকাগণের আপনাদের মধ্যে ব্যবহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার

তুল্যব্যক্তির প্রতি বিধেয় আচরণ অভ্যস্ত হয় এবং সন্তানগণের ও ভৃত্যগণের সম্বন্ধে ব্যবহার হইতে সর্ব্বপ্রকার কনিষ্ঠ ও অধঃস্থ ব্যক্তির প্রতি বিধেয় আচরণ শিক্ষা করা যায়। এইরূপে যুবকগণ নিজগৃহস্থ পরিজনবর্গের মধ্যে সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণ সাধনা করিলে, ভবিষ্যতে তাঁহারা ঐ সকল সদ্‌গুণ সমাজের ও জগতের অন্য সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা সমাজের ও দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে অভিলাষী তাঁহাদের উচিত যে ভবিষ্যৎ জীবনে আচরণীয় সর্ব্বপ্রকার সদ্‌গুণ বাল্যাবস্থা হইতে স্ব স্ব গৃহে শিক্ষা ও অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন।

স্বীয় পরিবারের বাহিরে যে সমস্ত গুণ আচরণীয় তন্মধ্যে আতিথ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আর্য্যগণ এই গুণের কতদূর পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা মহাভারতের অর্দ্ধস্বর্ণাঙ্গ নকুলের উপাখ্যানে অবগত হওয়া যায়। এই নকুল যদৃচ্ছাক্রমে রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসভায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, যে সভার সমুদায় তোরণ, যূপ ও যজ্ঞপাত্র গুলি স্বর্ণ নির্ম্মিত; অসংখ্য অর্থীগণ সকলেই স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ ধনরত্নাদি গ্রহণ করিতেছে; কেহ তাহাদিগকে নিষেধ করিতেছে না। ঈদৃশ অসীম ও অবারিত দান দেখিয়াও নকুল বলিলেন এই যজ্ঞের দান অপেক্ষা দরিদ্র ব্রাহ্মণের শক্তুমুষ্টি দান সমধিক পুণ্যকর। এই বলিয়া তিনি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের শক্তুদান বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণ উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা সঞ্চিত শস্যে কষ্টে স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও নিজের প্রাণ রক্ষা করিতেন। এক সময়ে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, কৃষকগণ ভূমিতে আর বড় শস্য ফেলিয়া যাইত না। যাহা দুই চারিটী শস্য পড়িয়া থাকিত তাহাই সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণ সপরিবারে অতিকষ্টে, অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতেন। সুতরাং অন্নাভাবে দিনে দিনে তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িলেন।

একদা বহুকষ্টে অত্যল্প মাত্র যব সঞ্চিত হইলে তাঁহার পত্নী উহা চূর্ণ করিয়া চারিভাগ করিলেন। সকলে আহারের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী অতিথি দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া তাঁহাকে বসিবার আসন ও পানীয় জলপ্রদান পূর্ব্বক, আহার করিবার জন্য নিজের অংশ প্রদান করিলেন। অতিথি আহার করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল না। তদ্দর্শনে গৃহিনী নিজ অংশ আনিয়া অতিথিকে প্রদান করিতে বলিলেন; ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তুমি ক্ষীণ হইয়াছ, তোমার দেহ কম্পিত হইতেছে, তোমার খাদ্য ও জল থাকুক, তোমার বিহনে এই গৃহস্থালী নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে"। কিন্তু পত্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ব্রাহ্মণ তাঁহার অংশও অতিথিকে দিতে বাধ্য হইলেন। তাহাতেও কিন্তু অতিথির ক্ষুধা দূর হইল না। তখন ব্রাহ্মণপুত্র তাঁহার নিজের অংশ আনিয়া অতিথিকে প্রদান করিলেন; কিন্তু তথাপি অতিথির ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল না। তদ্দর্শনে পুত্রবধূও নিজ অংশ আনিয়া অতিথিকে দিলেন, কিন্তু বালিকার অংশ লইয়া অতিথিকে দিতে ব্রাহ্মণের বড়ই কষ্ট হইল। পুত্রবধূ বিনয় নম্রস্বরে বলিলেন, আমাকে আতিথ্য ধর্ম্ম পালনে বিমুখ করিবেন না। অতিথি দেবতা। তাঁহাকে আমার এই খাদ্য দান করিয়া পরিতুষ্ট করুন। ব্রাহ্মণ পুত্রবধূর আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া সজল নয়নে তাঁহারও অংশ লইয়া স্মিতমুখে অতিথির সম্মুখে স্থাপন করিলেন। অতিথিও তৃপ্তি পূর্ব্বক সমস্ত আহার করিলেন। আহারান্তে যখন অতিথি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার দেহ দিব্যজ্যোতিতে ঝল্সিতে লাগিল; সকলে দেখিল সম্মুখে ধর্ম্মরাজ দণ্ডায়মান! নকুল বলিতে লাগিলেন, অতিথির ভোজন পাত্রে দুই চারিটী উচ্ছিষ্ট অন্ন লাগিয়াছিল আমি তাহাতে লুণ্ঠিত হওয়াতে সেই যজ্ঞমাহাত্ম্যে আমার অর্দ্ধাধিক

দেহ সুবর্ণময় হইয়াছে। আতিথ্যের এমনই মাহাত্ম্য যে সামান্য যব কণাও তৎসংস্পর্শে এইরূপ অদ্ভুত শক্তি লাভ করিয়াছিল।

একদা জনৈক লুব্ধক নিবীড় অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পর প্রচণ্ড ঝটিকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। প্রবল বারিধারায় সমুদায় পদ ও প্রান্তর প্লাবিত হইয়া হ্রদ ও নদীর আকার ধারণ করিল। উচ্চ ভূমি সমূহে ভল্লুক সিংহাদি হিংস্র জন্তুগণ আশ্রয় লইল। শীতে ও ভয়ে কম্পবান হইয়াও ব্যাধ নিজের নিষ্ঠুর স্বভাব ভুলিতে পারিল না। দূরে একটা বাত্যাতাড়িতা, শীতার্ত্তা কপোতীকে পতিতা দেখিয়া সে তাহাকে ধরিয়া স্বভাবসিদ্ধ নৃশংসভাবে নিজের পিঞ্জর মধ্যে নিক্ষেপ করিল। অবশেষে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যাধ এক বৃহৎ বনস্পতি সমীপে উপনীত হইল। ঐ মহাবৃক্ষের শাখায় বহুপক্ষী বাস করিত। বিশ্বহিতাকাঙ্খী নরপুঙ্গবের ন্যায় ঐ বৃক্ষটীকে জগদীশ্বর যেন বহুজীবের আশ্রয় কল্পনা করিয়া সেই স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্যাধ উহার তলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্রমে ক্রমে মেঘ অন্তরিত হইল, আকাশ পরিষ্কৃত হইল, গগনে অসংখ্য তারা প্রকাশ পাইল। কিন্তু ব্যাধের আবাস অনেক দূরে বলিয়া তাহার আর সে রাত্রে গৃহে গমন করিতে ইচ্ছা হইল না: সে সেই বৃক্ষতলে নিশা অতিবাহিত করিতে বাসনা করিল। ব্যাধ বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া শ্রবণ করিল কপোত দুঃখ করিয়া বলিতেছে "হায়, প্রিয়ে, তুমি কোথায়? এখনও প্রত্যাগতা হইতেছ না কেন? না জানি তোমার কি বিপদ ঘটিয়াছে! হায়, আমার কপোতী যদি প্রত্যাগতা না হয়, তবে আমার জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। "গৃহ ত গৃহ নয়, গৃহিনীই গৃহ"। সত্য সত্যই গৃহিনী বিনা "যথারণ্যং তথা গৃহং"। আমার আহার হইলে তবে সে আহার করে, আমি

স্নান করিলে তবে সে স্নান করে, আমার আনন্দে আনন্দিতা হয়, আমার দুঃখে দুঃখিতা হয়। কিন্তু আমি রোষাবিষ্ট হইলে সে সুমধুর বাক্যে আমার রোষাপনোদন করে। এরূপ পত্নীর অভাবে আমার জীবন শূন্যময় বোধ হইতেছে। এরূপ পত্নীর অভাবে রাজপ্রাসাদও অরণ্য বোধ হয়! পত্নীই স্বামীর জীবনের বিশ্বস্ত সঙ্গিনী ও প্রকৃত সহধর্ম্মিনী; সুখে দুঃখে, লাভালাভে তাহার ন্যায় সুহৃৎ আর নাই। পত্নীই পতির গৃহলক্ষ্মী—সর্ব্বসম্পৎসার। জীবনের সকল ব্যাপারে পত্নীই স্বামীর একমাত্র সহযোগিনী। পত্নীই সকল প্রকার মানসিক ব্যাধির মহৌষধ। পত্নীর ন্যায় বন্ধু নাই, পত্নীর ন্যায় আশ্রয় নাই।"

স্বামীর কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ কপোতী মনে মনে জল্পনা করিতে লাগিল, "এই দুঃসহ বন্ধন যন্ত্রণা সত্ত্বেও, আজি স্বামীর মুখ হইতে আমার প্রতি তাঁহার ঈদৃশ প্রগাঢ় অনুরাগের কথা শুনিয়া আমার জীবন সার্থক হইল। স্বামী যাহার প্রতি তুষ্ট নহেন, সে পত্নী পত্নীই নহে। যাহা হউক, আমাদের এখন এই ব্যাধের পরিচর্য্যা করিতে হইবে; এই ব্যক্তি প্রবল বাত্যাহত হইয়া আজ নিজ গৃহে গমন করিত পারিল না। এ এখন আমাদের অতিথি, কারণ আমাদের আবাস বৃক্ষতলেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।" এই বলিয়া কপোতী উচ্চৈঃস্বরে স্বামীকে সেই ব্যাধের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিল। তচ্ছ্রবণে কপোত নিজ দুঃখ ভুলিয়া মধুর বাক্যে ব্যাধকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিতে লাগিল, "আজ আমার ভাগ্যবলে আপনি অতিথিরূপে আমার গৃহে আসিয়াছেন; এক্ষণে কি প্রকারে আপনার সেবা করিব আদেশ করুন।" ব্যাধ বলিল, "আমার দেহ শীতে অবশ হইয়া আসিতেছে; যদি পার আমায় উত্তাপ প্রদান কর।" কপোত তখনই ওষ্ঠপুট দ্বারা তৃণপত্রাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী

গ্রাম হইতে পত্রে করিয়া একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার আনিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। ব্যাধ সেই অগ্নির তাপে দেহ উত্তপ্ত করিলে পর কপোত আবার বলিল 'আজ্ঞা করুন, আর কিরূপে আপনার সেবা করিব।" ব্যাধ আহারের বাসনা প্রকাশ করিলে, কপোত ভাবিতে লাগিল "সঞ্চিত আহার্য্য ত কিছুই নাই, অথচ ক্ষুধার্ত্ত অতিথি অভুক্ত থাকিবে তাহাও কর্ত্তব্য নহে।" একমনে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কপোতের অন্তরে জ্ঞানের উদয় হইল: সে বলিল 'অবশ্য আপনাকে তৃপ্ত করিব। ঋষিগণের নিকট, দেবতা ও পিতৃগণের নিকট পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে অতিথি সংকারে মহাপুণ্য লাভ হয়। আপনি দয়া করিয়া আমার সংক্রিয়া গ্রহণ করুন।" এই বলিতে বলিতে কপোত তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অতিথির জন্য আপনার দেহ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিল।

এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার— অতিথি সংকারের এই চরম দৃষ্টান্ত— দেখিয়া ব্যাধের মনে স্বীয় অতীত জীবনের পাপের জন্য আত্মভর্ৎসনা উপস্থিত হইল; তাহার নৃশংসতার মূলোচ্ছেদ হইল এবং অগ্নি শোধিত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিতে লাগিল "মহাত্মা কপোত, তুমি আমার পরম গুরু; তুমি আমায় কর্ত্তব্য শিখাইলে। এখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। এ পাপ দেহের পরিচর্য্যা আর করিব না। সূর্য্য যেমন প্রখর কিরণে পূতিগন্ধময় ক্ষুদ্র জলাশয়ের জলশোষণ করিয়া তাহাকে বিশোধিত করে, তদ্রূপ আজ হইতে আমি নিত্য উপবাস ও তপ দ্বারা পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আর পাপ আহারে উদর পূর্ণ করিব না; অনাহারে দেহ শুষ্ক করিব। এ মহান্ দৃষ্টান্ত চিরদিন আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে; আজ হইতে ধর্ম্মপথই আমার আশ্রয়।"

এই বলিয়া ব্যাধ তাহার লগুড়, পাশ ও পিঞ্জর পরিত্যাগ করিল, এবং পিঞ্জরস্থ বিধবা পক্ষিনীকে পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিয়া দিল। পতিশোকবিধুরা পক্ষিনীও সপ্তবার স্বামীর চিতাগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাহাতে দেহত্যাগ করিল। দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কপোতী বলিয়াছিল ঃ —

"পতিই পত্নীরে দেন সর্ব্বস্ব তাঁহার।
দেন তারে দেহ মন ধন আপনার ॥
চির দিন এক সঙ্গে করি অবস্থান।
এখন একাকী থাকা নরক সমান ॥"

এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপশোধিত ব্যাধের দিব্যদৃষ্টি জন্মিল এবং তৎসাহায্যে দেখিতে পাইল যে কপোত ও কপোতী দিব্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিতেছে! তাহাদের স্বর্গারোহণ অবলোকন করিয়া ব্যাধের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আরও বদ্ধমূল হইল এবং তদবধি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র হইয়া তাপসবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অরণ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। কঠোর তপস্যাবলে ব্যাধের পাপ রাশি দগ্ধ হইয়া গেল এবং কিছুদিন পরে দাবাগ্নিতে তাহার দেহও ভস্মীভূত হইল। অধুনা অনেকে বহ্বাড়ম্বরে পরিচর্য্যা করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করেন। এই কপোতের ও নকুলের উপাখ্যান দ্বারা তাঁহাদের ঐ ভ্রম তিরোহিত হওয়া উচিত। মনুও বলিয়াছেন ঃ—

"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥"

(মনু ৩।৯৯)

"তৃণ, ভূমি, জল, প্রিয় হিতবাক্য আর।
সতের গৃহেতে নাহি অভাব ইহার॥"

অতএব নিঃস্ব ব্যক্তিও কখন অতিথি প্রত্যাখ্যান করিবেন না। গৃহে কিছু না থাকিলেও শুধু আসন, জল ও মিষ্টবাক্যে তিনি অতিথিকে তুষ্ট করিবেন।

ক্ষমাশীলতা প্রকৃত মহত্ত্বের লক্ষণ। সংসারে একত্রে বাস করিতে হইলে ক্ষমাগুণের নিয়ত অভ্যাস করা আবশ্যক।

যতদিন না সকল মনুষ্য রাগদ্বেষের অতীত হন, ততদিন ক্ষমাগুণ ব্যতিরেকে পারিবারিক বা সামাজিক জীবন সুখ ও শান্তিময় হইতে পারে না। সকলেই কখন না কখন, জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ পরের অনিষ্টাচারণ করিয়া ফেলেন। সুতরাং যদি আমরা পরস্পরের অপরাধ ক্ষমা করিতে শিক্ষা না করি, তাহা হইলে শান্তি ও প্রীতির সম্ভাবনা কোথায়? লোকে অজ্ঞানবশতই পরের অপকার করে। অতএব অপরাধকারীর অজ্ঞতা দূর করাই তাহার একমাত্র প্রতীকার। প্রতিহিংসা দ্বারা অজ্ঞতা দূর হয় না; বরং সেই অজ্ঞতা দৃঢ়ীকৃত হয়—প্রতীকার না হইয়া বরং ব্যাধি আরও বদ্ধমূল হয়। ক্ষমাশীল না হইলে লোকে কখনও মহাশয় হইতে পারে না। ক্ষমার দ্বারা হৃদয়ের প্রসার হয় এবং পরের দুর্ব্বলতার জন্য ক্রোধের পরিবর্ত্তে কৃপার উদয় হয়। ক্ষমাশীল ব্যক্তি কখনও পরের কার্য্যে অসদুদ্দেশ্য দেখিতে চান না; কেবল ভ্রান্তি বা অজ্ঞতাই অপরাধের কারণ বলিয়া তাহার প্রতীকারে প্রবৃত্ত হন।

রামায়ণে লিখিত আছে যে কেহ শত অপরাধ করিলেও রামচন্দ্রের তাহা স্মরণ থাকিত না। কিন্তু সামান্য উপকারের কথাও তাঁহার

অন্তরে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত। বিদুর যেরূপ সহজে অপমান ভুলিয়া ক্ষমা করিতেন তাহা সকলের অনুকরণীয়। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। জ্ঞানী বিদুর দৃঢ়ভাবে ভ্রাতাকে বলিলেন "দুর্যোধনকে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিতে এবং তাঁহাদের সহিত সদ্ভাবে কালযাপন করিতে আদেশ করুন। আরও যাঁহারা দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে উত্তেজিত অথবা সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারাও পীড়িত ও নির্ব্বাসিত পাণ্ডবগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" এই কথায় ধৃতরাষ্ট্র কুপিত হইয়া বিদুরকে বহু কটূক্তি করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পক্ষপাতী ও অকৃতজ্ঞ বলিয়া আপনার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। কাজেই বিদুর পাণ্ডবগণের নিকট অরণ্যে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে আপনার অপমান কাহিনী শুনাইলেন এবং পিতৃব্যোচিত উপদেশ বাক্যে তাঁহাদিগকে মৃদুতা, শিষ্টাচার, ও বাক্‌সংযমের অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এদিকে বিদুরকে বিদূরিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি নিজের অন্যায় বুঝিতে পারিয়া সঞ্জয়কে বলিলেন "সঞ্জয়, আমি রোষোন্মত্ত হইয়া হইয়া ভ্রাতাকে অকারণে তিরস্কার করিয়াছি ; দেখ দেখি সে জীবিত আছে কি না ? হায়, কখনও সে আমার প্রতি কুব্যবহার করে নাই ; আমিই তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছি। সঞ্জয়, তুমি বিজ্ঞ ; যাও, শীঘ্র ভ্রাতাকে সান্ত্বনা করিয়া আমার কাছে আনয়ন কর।" সঞ্জয় গমন করিলেন বটে, কিন্তু বীর ও পরাক্রান্ত বিদুর যে অব্যবস্থিতচিত্ত ভ্রাতার দুর্ব্যবহার ক্ষমা করিয়া আবার তাঁহার রাজত্ব রক্ষার্থ ফিরিয়া আসিবেন ; একথা তাঁহার মনে স্থান পাইল না। যাহা হউক, তিনি অরণ্যে গমন করিয়া দেখিলেন বিদুর পাণ্ডব-

গণের নিকট মহাসম্মানে সর্ব্বজনপূজ্য হইয়া বসিয়া আছেন। সঞ্জয় তাঁহাকে বন্দনা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুতাপ জ্ঞাপন করিবামাত্রেই বিদুর মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ না করিয়া ভ্রাতুস্পুত্রগণের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমীপে আগমন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইলে, বিদুর বলিলেন "আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা নিস্প্রয়োজন; আপনি আমার জ্যেষ্ঠ এবং গুরু; সুতরাং চিরদিনই আমার পূজ্য। আপনার আদেশ শুনিবামাত্রই আমি ব্যগ্র হইয়া আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি। আপনাকে না দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। আমার কথা যদি পাণ্ডবগণের পক্ষপাতী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তাহা কেবল বিপন্ন লোকের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক সহানুভূতি প্রযুক্ত; যুক্তি অপেক্ষা হৃদয়াবেগ হইতেই এরূপ বাক্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে রাজন্! আপনার পুত্রগণও, পাণ্ডবগণের ন্যায়, আমায় প্রিয়; তবে পাণ্ডবগণের বর্ত্তমান দুরবস্থা আমার হৃদয়কে দ্রব করিয়াছিল মাত্র।" এই রূপে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের সমুদায় লাঞ্ছনা বাক্য ভুলিয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে তুষ্ট করিয়াছিলেন।

ভদ্রতা (urbanity) ও পরমনস্তাপপরাঙ্মুখতা (consideration for the feelings of others) শীলতার প্রধান অঙ্গ। তজ্জন্য শিষ্টাচার ও সৌজন্য (good manner and gentlemanliess) চিরকালই আর্য্যাভিজাত্যের বিশেষত্ব বলিয়া আদৃত হইয়া আসিতেছে। বিনয় ও ভদ্রতা চিরদিনই অভিজাত্যের সহচর। অতএব সতত সত্য অথচ প্রিয় বাক্য বলা কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন :—

"সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াৎ এষ ধর্ম্ম সনাতনঃ॥"

(মনু ২।১৩৮)

"সত্য এবং প্রিয় বাক্য বলিবে সতত।
যে সত্য অপ্রিয় তাহে হইবে বিরত॥
অমৃত, হলেও প্রিয়, কভু না বলিবে।
সনাতন ধর্ম্ম এই নিশ্চয় জানিবে॥"

অবশ্য সংসারে অনেক সময় অপ্রিয় সত্য বলা আবশ্যক হয়; এমন কি, তাহা না বলিলে কর্ত্তব্য হানি হয়। কনিষ্ঠের সংশোধন জন্য তাহার দোষ প্রদর্শন ও তিরস্কারের প্রয়োজন হয়। এরূপ স্থলে পরমনস্তাপপরাঙ্মুখতার দোহাই দিয়া শ্রেষ্ঠ কখনও কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিবেন না। প্রত্যুত তদবস্থায় অপ্রিয় সত্য বলা অপরিহার্য্য হইলেও, তাহা যাহাতে রূঢ় বা কর্কশ না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইবেন এবং যথাসম্ভব মৃদুতা ও নম্রতার সহিত দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিবেন।

কর্কশ বা কঠোর বাক্য তিরস্কারের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে, কারণ তিরস্কৃতের হৃদয়ে তাহা প্রবেশ লাভ করে না। আত্মসংযম ও আত্মমর্য্যাদা (self-respect) বোধ না থাকিলে শিষ্টতা (good manners) সম্ভবে না। সাদর সম্ভাষণ, প্রিয়ালাপ, মিষ্টহাস্য, গম্ভীর মূর্ত্তি দ্বারা সামাজিক সৌহার্দ্দ মধুরতর হয় এবং অনেক সামাজিক ব্যাপার, যাহা দুর্বিনীত লোকের মধ্যে কলহের হেতু হইয়া উঠে, ভদ্র ও শিষ্টাচারী ব্যক্তিগণ পরস্পরের মিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন। অতএব প্রত্যেক আর্য্য যুবকের সযত্নে পূর্ব্বাদর্শ অনুসারে এই সকল শিষ্টাচার অভ্যাস করা একান্ত কর্ত্তব্য। সুবর্ণও বিশোধনে উজ্জ্বলতর হয় এবং পুণ্য চরিত্র ও শিষ্টাচার ভূষিত হইয়া সমধিক হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে এদেশের প্রাচীন ইতিহাস পুরাণাদিতে

যে সমস্ত চরিত্র বর্ণিত আছে তাঁহাদের শত্রু মিত্র অভ্যাগত নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি বাক্য ও কার্য্যে সর্ব্বদা যেরূপ ভদ্রতা ও শিষ্টাচার লক্ষিত হয় সেরূপ আর কোন জাতির ইতিহাসে দেখা যায় না। রামচন্দ্রের বাক্য অতীব কোমল ছিল। তিনি সর্ব্বদাই একটু মধুর হাসিয়া তবে কথা কহিতেন। এক সময়ে লক্ষ্মী দানবগণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা বড়ই মধুরভাষী, বন্ধুভাবাপন্ন ও ক্ষমাশীল; এই সকল গুণের জন্যই তিনি তাঁহাদের আলয়ে বাস করিতেন। কিন্তু যখন তাঁহারা ক্রোধবশে, অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন তখনই তিনি তাঁহার নিত্যসঙ্গিনী আশা, বিশ্বাস, জ্ঞান, সন্তোষ, জয়, উন্নতি ও ক্ষমা প্রভৃতি দেবীগণের সহিত তাঁহাদের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। নারদও মিষ্টভাষী, মহদন্তঃকরণ, স্পষ্টবাদী এবং ক্রোধ ও লোভশূন্য ছিলেন; সেই জন্য সর্ব্বত্র সকলে তাঁহাকে ভাল বাসিত ও শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। ভীষ্মদেব বলিয়াছেন যে দৃষ্টি, বাক্য, এমন কি, চিন্তা দ্বারাও কাহাকে অবজ্ঞা বা অবমাননা করা উচিত নহে। কাহারও সম্বন্ধে মন্দ বলা বা পরচর্চ্চা করা অনুচিত। কাহারও অপ্রিয়াচরণ করা বা অপকার করা কর্ত্তব্য নহে। অন্যের শ্লেষবাক্য বা নিন্দা উপেক্ষা করাই উচিত। কেহ আমাদিগকে রাগাইতে চেষ্টা করিলেও তাহাকে মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করা বিধেয়। অপবাদের পরিবর্ত্তে কাহারও অপবাদ করা অকর্ত্তব্য। এক স্থলে দেবর্ষি নারদ পদ্ম নামক নাগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি সর্ব্বদা অতিথি-প্রিয়, ক্ষমাশীল, পরানিষ্টপরাঙ্মুখ, সত্যভাষী, দ্বেষহীন, প্রিয়বাদী এবং সর্ব্বজীবহিতরত ছিলেন। (ঐ নাগ যুগপৎ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিমার্গের সাধনা করিতেন) একদা এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট শিক্ষার জন্য আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে সময়ে গৃহে ছিলেন না।

তাঁহার পত্নী ব্রাহ্মণকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন; কিন্তু তিনি উপবেশন না করিয়া নাগের আগমন প্রতীক্ষায় অনাহারে নদীতীরে দণ্ডায়মান থাকিলেন। ইহাতে ব্যথিত হইয়া নাগরাজের আত্মীয়গণ তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন আপনি অভুক্ত থাকিলে আমাদের আতিথ্য ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয়; সেই জন্য আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই অধীর হইয়াছে. ব্রাহ্মণ বিনীতভাবে বলিলেন যে তাঁহাদের সহৃদয় আকিঞ্চনেই তাঁহার আহার গ্রহণ হইয়াছে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত নাগরাজের সহিত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি ভোজন করিতে পারিবেন না। নাগরাজ প্রত্যাগত হইলে, পত্নীর সহিত তাঁহার যে কথোপ-কথন হইয়াছিল তাহা হইতে আমরা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু উপদেশ পাই। সকলের উপকার করাই গৃহস্থ ধর্ম্ম! যে কেহ অতিথিরূপে আগমন করিবেন, তাঁহাকে যথাশক্তি শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থের ধীর, প্রিয়বাদী, ক্রোধহীন, নিরহঙ্কার, দয়ালু ও সত্যবাদী হওয়া উচিত। পুরাকালে এইরূপ কথোপকথন ছলে সামাজিক কর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়া হইত।

× × × ×

"পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহু কল্যাণমীপ্সুভিঃ॥

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া॥

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তিতু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥

জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥”

(মনু ৩।৫৫—৫৮)

“পিতা, ভ্রাতা, পতি আর দেবরাদি যত।
নারীরে ভূষণ দানে পূজিবে সতত॥
কল্যাণ কামনা যার আছয়ে অন্তরে।
রমণীরে অবহেলা সে জন না করে॥
নারী যথোচিত পূজা পায় যেই খানে।
সকল দেবতা সুখে থাকেন সেখানে॥
যথা নারী হতাদর হয় কদাচন।
সেখানে নিষ্ফলা ক্রিয়া শাস্ত্রের বচন॥
যথা কুল-নারীগণ মনে শোক পায়।
সেই কুল ধ্বংশ হয় কি সন্দেহ তায়॥
তাহাদের মনে কোন কষ্ট নাহি দিলে।
বৃদ্ধি পায় কুল, আর সর্ব্বসুখ মিলে॥
অপমান পেয়ে যদি কুলনারীগণ।
কোন গৃহে শাপ দেন কষ্টযুক্ত মন॥
সেই গৃহ কৃত্যাহত গৃহের সমান।
অচিরে হইবে নষ্ট শুন মতিমান॥

***

“এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতিহ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতৎ যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥”

(মনু ৯।৪৫)

নিজে জায়া আর তাঁর প্রজা সমুদয়।
সকল মিলিত হয়ে পুরুষ নিশ্চয় ॥
সমস্বরে তাই বলেছেন বিপ্রগণ।
যেই জায়া সেই ভর্ত্তা শাস্ত্রের বচন ॥

***

"প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থংচ মানবাঃ।
তস্মাৎ সাধারণো ধর্ম্মঃ শ্রুতৌ পন্যা সহোদিতঃ।
অন্যোন্যস্যা ব্যভীচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।৯৬।
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রী পুংসয়োপরঃ ॥১০১॥
তথা নিত্যং যত্তেয়াতাং স্ত্রী পুংসৌ কৃতক্রিয়ৌ।
যথা নাতিচরেতাং তৌ বিযুক্তা বিতরেতরং" ॥১০২॥
(মনু ৯ অঃ ৯৬, ১০১, ১০২)

জননী হবার তরে নারীর সৃজন।
জনক হবার তরে জন্মে নরগণ ॥
তাই সাধারণ ধর্ম্ম বিহিত দোঁহার।
পত্নীসহ ধর্ম্ম কর্ম্ম যেন শ্রুতি সার ॥৯৬॥
রহিবে অব্যভিচারী দোঁহে আমরণ।
সংক্ষেপে দাম্পত্য ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধান ॥
নর নারী উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ হয়ে।
সদা করিবেক যত্ন এরূপে উভয়ে ॥
বিচ্ছিন্ন না হন যেন তাঁহারা কখন।
মনে ও না করিবেন বিশ্বাস-ঘাতন ॥

***

"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাংগৃহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥১০১॥
অপ্রণোদ্যোঽতিথিঃ সায়ং সূর্য্যোঢ়া গৃহমেধিনা।
কালে প্রাপ্তস্ত্বকালে বা নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসেৎ ॥১০৫॥
নবৈ স্বয়ং তদশ্নীয়াদতিথিং যন্ন ভোজয়েৎ ॥
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গঞ্চাতিথিভোজনং॥" ১০৬॥

(মনু ৩ অঃ ১০১, ১০৫, ১০৬)

"তৃণ, ভূমি, জল, বাক্য মনোহর আর।
সতের গৃহেতে নাই অভাব ইহার ॥
সন্ধ্যা কালে সূর্য্য যেই অতিথি পাঠান।
তারে দূর না করে গৃহস্থ মতিমান ॥
আসিলে অতিথি গৃহে কালে বা অকালে।
অনশনে তারে না রাখিবে কোন কালে ॥
অতিথিরে যে দ্রব্য না করিবে অর্পণ।
গৃহস্থ সে দ্রব্য যেন না করে ভোজন ॥
অতিথির সুভোজনে গৃহীর নিশ্চয়।
ধন. যশ, আয়ু বৃদ্ধি স্বর্গ লাভ হয়"।

***

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ংচ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ" ॥

(মনু ৪।১৩৮)

সত্য কথা কবে, কবে সুপ্রিয় বচন।
যে সত্য অপ্রিয়, না কহিবে কদাচন ॥

"অনৃত, হলেও প্রিয়, কভু না বলিবে।
সনাতন ধর্ম্ম এই নিশ্চয় জানিবে॥

***

"যস্য বাঙ্‌মনসোশুদ্ধে সম্যক্ গুপ্তে চ সর্ব্বদা।
স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলং ॥১৬০॥
নারুন্তুদঃ স্যাদার্ত্তোঽপি ন পরদ্রোহ কর্ম্মধীঃ।
যয়াস্যোদ্বিজতে বাচা নালোক্যং তামুদীরয়েৎ" ॥১৬১॥

(মনু ২।১৬০,১৬১)।

"বাক্য মন শুদ্ধ গুপ্ত সম্যক্ যাঁহার।
বেদান্তোক্ত সর্ব্ব ফল হইবে তাঁহার॥
আর্ত্ত হয়েও মর্ম্মপীড়া নাহি দিও কারে।
পরদ্রোহে মন যেন কভু নাহি ফিরে॥
পরের উদ্বেগকর যে সব বচন।
ভুলেও কখন নাহি কর উচ্চারণ॥'

***

"নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাং চ কুৎসনং।
দ্বেষং স্তম্ভং চ মানং চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণ্যং চ বর্জ্জয়েৎ॥"

(মনু ২। ১৬৩)

নাস্তিকতা বেদনিন্দা দেবনিন্দা আর।
দ্বেষ, দম্ভ, মান ক্রোধ কর পরিহার॥

***

নারুন্তুদঃ স্যান্ননৃশংসবাদী
ন হীনতঃ পরমভ্যাদদীত।

যয়াঽস্য বাচা পর উদ্বিজেত
ন তাং বদেদুষতীং পাপলোক্যাং ॥৮॥

অরুন্তুদং পরুষং তীক্ষ্ণ বাচং
বাক্ কণ্টকৈর্বিতুদন্তং মনুষ্যান্।
বিদ্যাদলক্ষ্মীকতমং জনানাং
মুখে নিবদ্ধাং নির্ঋতিং বহন্তং ॥ ৯ ॥

বাকসায়কাবদনান্নিষ্পতন্তি
যৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহানি।
পরস্য নামর্ম্মসুতে পতন্তি—
তান্ পণ্ডিতো নাবসৃজেৎপরেষু ॥১১॥

নহীদৃশং সম্বননং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে
দয়ামৈত্রী চ ভূতেষু দানং চ মধুরা চ বাক্ ॥১২॥
তস্মাৎ সান্ত্বং সদা বাচ্যং ন বাচ্যং পরুষং ক্বচিৎ।
পূজ্যান্ সংপূজয়েৎ দদ্যান্ন চ যাচেৎ কদাচন" ॥১৩॥
(মহাভারত আদিপর্ব্ব ৮৭ অঃ)

নিষ্ঠুর বাক্যেতে কারো না কর পীড়ন।
ছলে শত্রু জয় না করহ কদাচন ॥
পরের উদ্বেগকর বাক্য না বলিবে।
পাপ কথা উচ্চারণ কভু না করিবে ॥
মর্ম্মস্পর্শী তীক্ষ্ণ আর পরুষ বচনে।
যেই কভু কষ্ট দেয় অন্য কোন জনে ॥

লক্ষ্মীছাড়া সেই জন জানিও নিশ্চয়।
পাপ রাক্ষসেরে সেই মুখে করে বয়॥
মন্দ বাক্য জেনো তীক্ষ্ণ শরের সমান।
মুখ হতে বাহিরায় বধিবারে প্রাণ॥
যার গায়ে লাগে সেই কাঁদে নিশিদিন।
না ছাড়ে এ হেন শরে যে জন প্রবীন॥
দয়া মৈত্রী সুখ আর সুবাক্য যেমন।
ত্রিভুবনে নাহিক ইহার মত ধন॥
অতএব মৃদুবাক্য বলিবে সতত।
কর্কশ বচনে সদা হইবে বিরত॥
মানী জনে মান দানে পূজহ সর্ব্বদা।
যত পার কর দান, মাগিবে না কদা॥

***

"ক্রুদ্ধঃ পাপং নরঃ কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধো হন্যাৎ গুরূনপি।
ক্রুদ্ধ পরুষয়া বাচা শ্রেয়সোঽপ্যবমন্যতে॥৫॥
আত্মানমপি চ ক্রুদ্ধঃ প্রেষয়েদ্ যমসাদনং।
এতান্ দোষান্ প্রপশ্যদ্ভির্জিতঃ ক্রোধো মনীষিভিঃ॥৬॥"

(মহাভারত, বনপর্ব্ব ২৯ অঃ)

ক্রুদ্ধ নর করে পাপ, গুরুহত্যা করে।
পরুষ বাক্যেতে সদা মানীমান হরে॥৪
ক্রুদ্ধ পারে নাশিবারে আপনার প্রাণ।
এত দোষ তাই ক্রোধ ত্যজে মতিমান॥

***

"কিং স্বিদেকপদং ব্রহ্মন্ পুরুষঃ সম্যগাচরন্ ।
প্রমাণং সর্ব্বভূতানাং যশশ্চৈবাপ্নুয়ান্মহৎ ॥২।
সান্ত্বমেকপদং শক্র পুরুষঃ সম্যগাচরন্ ।
প্রমাণং সর্ব্বভূতানাং যশশ্চৈবাপ্নুয়ন্মহৎ ॥৩।
এতদেক পদং শক্রে সর্ব্বলোকসুখাবহং ।
আচরন্ সর্ব্বভূতেষু প্রিয়োভবতি সর্ব্বদা ॥" ৪।

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৮৪।২—৪)

হেন এক বস্তু কিবা বলহ আমায় ।
আচরণে যার পূজ্য হয় (আর) যশ পায় ॥
নম্রতা সে এক বস্তু করি আচরণ ।
যশস্বী হইতে পারে, পূজার ভাজন ॥
এই মাত্র এক বস্তু সুখের আধার ।
আচরি সবার প্রিয় হওয়া নহে ভার ॥

***

"যস্ত ক্রোধং সমুৎপন্নং প্রজ্ঞয়া প্রতিবাধতে ।
তেজস্বিনং তং বিদ্বাংসো মন্যন্তে তত্ত্বদর্শিনঃ ॥" ১৭ ।

(মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২৯ অঃ)

সমুৎপন্ন ক্রোধ নাশে যেবা প্রজ্ঞাবলে ।
তেজস্বী বলেন তাঁরে বিদ্বান্ সকলে ॥

——:-০-:——

ষষ্ঠ অধ্যায়।
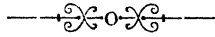
কনিষ্ঠের প্রতি ব্যবহার।

এইবারে আমরা কনিষ্ঠ বা অধঃস্থ ব্যক্তির প্রতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আলোচনা করিব। তাহা হইলেই মানবগণের পরস্পর সম্বন্ধ-জাত সর্ব্বপ্রকার দোষ গুণের আলোচনা শেষ হয়। যাঁহারা কোনও না কোন প্রকারে আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, অর্থাৎ যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক, অল্পজ্ঞানী, দরিদ্র বা নিম্নপদস্থ তাঁহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলে এবং তাঁহাদের সম্পর্কে কোন্ কোন্ গুণের আচরণ ও কোন্ কোন্ দোষের পরিহার অভ্যাস করিলে, তাহাদের সহিত সুখ, শান্তি ও প্রীতিতে জীবন যাপন হইবে, তাহা অবগত হওয়া সকলেরই আবশ্যক। এখানেও পূর্ব্বোক্ত মূলসূত্র প্রযোজ্য ; যে অনুরাগ বা ভালবাসা হইতে সদ্‌গুণ সমূহের উৎপত্তি হয় এবং দ্বেষ বা বিরাগ হইতে দোষ সমূহের আবির্ভাব হয়। কনিষ্ঠের প্রতি আচরণীয় সদ্‌গুণ সমূহ উপচিকীর্ষার অন্তর্ভুক্ত ; আর কনিষ্ঠের সম্বন্ধে পরিহার্য্য দোষ সকল অহমিকার অন্তর্ভুক্ত। কনিষ্ঠের প্রতি উপচিকীর্ষা, সহানুভূতি কৃপা ও বদান্যতা রূপে প্রকাশিত হয়।

প্রথম, বয়ঃকনিষ্ঠগণের সহিত সম্বন্ধ। তাঁহাদের সহিত আচরণীয় সদ্‌গুণাবলীর প্রয়োগ দৃষ্টান্ত, সন্তানের প্রতি জনক জননীর ব্যবহারে

সুন্দর রূপে পরিলক্ষিত হয়। শিশুর দুর্ব্বলতা, পরাপেক্ষিতা ও অসহায়তা পিতা মাতার অন্তঃকরণে স্বতঃই স্নেহ ও কোমলতা উৎপাদন করে। স্বভাবতঃ নিরাশ্রয় স্বাবলম্বনাক্ষম সন্তানের জন্য তাঁহাদের হৃদয় স্নেহ ও দয়ায় আপ্লুত হইয়া থাকে। তদবস্থায় তাঁহারা সুমধুর বাক্যে, প্রেমালিঙ্গনে, স্মিত আস্যে ও সস্নেহ দৃষ্টিতে অনুক্ষণ শিশুকে এরূপ উৎসাহ দানে, অভয় প্রদর্শনে তৎপর হন যে, সে আপনার ক্ষুদ্রতা ও দৌর্ব্বল্য ভুলিয়া যায় এবং তাঁহাদের বলে আপনাকে বলীয়ান মনে করিয়া—তাঁহাদের শক্তিকে নিজের ন্যায় প্রয়োগ করিয়া—নিজের অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করে। কৃপা, দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করিয়া দেয়—সদয় ব্যবহার দ্বারা কনিষ্ঠের মন হইতে শঙ্কা ও সঙ্কোচ দূর করিয়া দিয়া তাহাকে দাতার সমকক্ষ করিতে চায়। কনিষ্ঠের ভীরুতা ও সঙ্কোচ যত অধিক দেখেন, শ্রেষ্ঠ ততই অধিকতর কমনীয়তা, মৃদুতা ও মাধূর্য্য প্রদর্শন দ্বারা তাহার মনে অভয় ও নির্ভরশীলতা উৎপাদনে যত্ন করেন।

মাতৃস্নেহ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপাখ্যান মহাভারতে বর্ণিত আছে। পুরাকালে গোজননী সুরভি একদা দেবরাজের সমক্ষে উপনীত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবতি, আপনি কেন রোদন করিতেছেন? আপনার কি হইয়াছে?" সুরভি কহিলেন "আমার নিজের দেহের কোনও কষ্ট নাই কিন্তু আমার সন্তানগণের কষ্টে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। দেবরাজ, ঐ দেখুন আমার দুর্ব্বল সন্তান হলবহনে অসমর্থ হইয়া বার বার ভূপতিত হইতেছে, কিন্তু নির্দ্দয় কৃষক তাহাকে বারম্বার তাড়না করিতেছে। হলবাহক দুইটি গরুর মধ্যে বলবানটি অনায়াসে তাহার ভার বহন করিতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বলের তাহাতে কষ্ট হয়। আমি

সেই দুর্ব্বল সন্তানটির কষ্ট দেখিয়াই মর্ম্মব্যথায় রোদন করিতেছি। ইন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন "আপনার সহস্র সহস্র সন্তানকে ত প্রতিনিয়ত এরূপ তাড়না সহ্য করিতে হয়।" সুরভি বলিলেন "দেবরাজ আমি সেই সহস্রের প্রত্যেকটির জন্য রোদন করি এবং তাহাদের মধ্যে যে অধিক দুর্ব্বল তাহারই জন্য আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট হয়।" ইন্দ্র তৎশ্রবণে সন্তানের জন্য মাতার হৃদয় যে কিরূপ ব্যথিত হয়, তাহা বুঝিলেন এবং ধরাতলে বারিবর্ষণ পূর্ব্বক মানুষ ও পশুর উভয়েরই সচ্ছন্দ বিধান করিলেন।

রামচন্দ্রের প্রতি দশরথের বাৎসল্য দর্শনে হৃদয় চমকিত হয়। তিনি তাঁহার আদর্শ পুত্রের গুণগান শ্রবণে যেরূপ অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাঁহার বনগমনে আবার তেমনি অনির্ব্বচনীয় মর্ম্মব্যথা পাইয়াছিলেন। তিনি রাজন্য ও সদস্য বর্গের নিকট রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্য প্রস্তাব করিবার সময় কিরূপে শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা একবার পাঠ কর; দেখিতে পাইবে তাহার প্রত্যেক পদে, প্রত্যেক কথায় অকৃত্রিম স্নেহ ও পুত্রগৌরবাভিমান বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার যখন কৈকেয়ী বরগ্রহণছলে রামচন্দ্রের নির্ব্বাসনপ্রার্থী হইলেন, তখন তিনি রামের শোকে তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছিলেলেন—

"তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্য্যং শস্যং—
ন তু রাম বিনা দেহে তিষ্ঠেত্তু মম জীবনম্॥"

"তোমার চরণে ধরিতেছি—আমার প্রতি সদয় হও। বৃদ্ধ, আসন্নমৃত্যু স্বামীর প্রতি কৃপা কর।"

(রামায়ণ অযোধ্যা।)

তিনি মিথ্যা বলেন নাই। বস্তুতই রাম বিনা তাঁহার দেহে জীবন ছিল না। রামচন্দ্রও পুরীত্যাগ করিলেন, দশরথও ভগ্নহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং নির্ব্বাসিত পুত্রের শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। আবার রামচন্দ্র কৌশল্যাকে বনবাস বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে যে হৃদয় বিদারক দৃশ্য ঘটিয়াছিল তাহা একবার স্মরণ কর। নিদারুণ মর্ম্ম বেদনায় ব্যথিত হইয়া তিনি রামকে বনগমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, রাম বনগমন করিলে তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইবে। আর যদি তিনি পিতৃসত্য পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া অরণ্যবাস একান্ত আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তিনিও বনগামিনী হইবেন; "গাভী যেমন বৎসের অনুগামিনী হয়, অমিও বৎস, তেমনি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনগমন করিব।"

আবার কুন্তীর দুঃখের কথা ভাবিয়া দেখ। যখন তাঁহার পঞ্চপুত্র ঘৃনার্হ দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া বনগমন করিতেছেন, তাঁহার তখনকার মর্ম্মবেদনা কে বর্ণনা করিতে পারে? তবে কুন্তীর হৃদয়ের বল অত্যন্ত অধিক। তথাপি সেই আদর্শ বীরনারী—আদর্শ বীরমাতা—যিনি যুদ্ধযাত্রা কালে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার পুত্রগণকে এই বলিতে আদেশ করিয়াছিলেন যে, "যে সময়ের জন্য ক্ষত্রীয়রমণী গর্ভে পুত্রধারণ করেন সেই সময় আগত; মানরক্ষার্থ প্রাণত্যাগও শ্রেয়ঃ"—সেই কুন্তীই কিন্তু পাণ্ডব গণের বনগমনের সময় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন, এবং সেই কুন্তী পুত্র বিরহ সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়াই, তাঁহাদের সহিত অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন।

পুনশ্চ বীরপুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জ্জুনের মর্ম্মপীড়ার কথা স্মরণ কর। সমরক্ষেত্র হইতে শিবিরে প্রত্যাগমন কালে তাঁহার হৃদয় তমসাচ্ছন্ন বোধ হইয়াছিল; তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন;

তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিবিরে আসিয়া ভ্রাতৃগণকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহাকে হৃদয়বিদারক পুত্রনিধন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে সাহসী হন নাই। না জানিলেও তাহার হৃদয় পুত্রবিয়োগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। নিশ্চয়ই সেই বালক শত্রুগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মনে মনে আশা করিয়াছিল, আমার পিতা আমাকে এ দারুণ সঙ্কটে রক্ষা করিবেন। কিন্তু তাঁহার পিতা আসিতে পারিলেন না। এবং অসহায় বালক শতক্ষতবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অর্জ্জুন যে পুত্রের রক্ষার্থ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এই চিন্তাতে তিনি উন্মত্তের মত হইয়াছিলেন ; কেন না চিরদিন বীরহৃদয় দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য ব্যগ্র। আবার সেই বীর যদি পিতা হন, এবং সেই দুর্ব্বল যদি প্রিয়তম পুত্র হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যগ্রতার ইয়ত্তা থাকে না।

এই দুর্ব্বলের রক্ষারূপ কর্ত্তব্য, রাজধর্ম্মে পূর্ণরূপে বিরাজিত। রাজা এই কর্ত্তব্যের অবতার স্বরূপ ; ইহাই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। ধার্ম্মিক রাজা চিরদিনই দুর্ব্বলের রক্ষক। এই কর্ত্তব্য সাধন দ্বারাই তিনি প্রজাগণের হৃদয়ে রাজভক্তি উন্মেষিত করেন। ভীষ্মদেব বলিয়া ছিলেন, "প্রজারক্ষাই সমুদায় রাজধর্ম্মের সার। মাতা স্বীয় গর্ভজাত সন্তানের রক্ষা ও কল্যাণ কামনায় যেমন নিরন্তর ব্যস্ত, রাজাকেও সেই রূপ প্রজার রক্ষা ও ইষ্টসাধনের জন্য ব্যস্ত থাকা উচিত। যেমন মাতা স্বীয় অভিলষিত বিষয়ের বাসনা ত্যাগ করিয়া কেবল সন্তানের মঙ্গল অন্বেষণ করেন, রাজারও প্রজাগণের জন্য সেইরূপ করা উচিত। এই প্রজারক্ষা-ধর্ম্ম এতদূর গুরুতর ও অলঙ্ঘনীয় যে সগর রাজা প্রজাপীড়ন অপরাধে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

সাধু রাজাগণ কর্তৃক শরণাগত দুর্ব্বল জনগণের রক্ষা সম্বন্ধে অনেকানেক উপাখ্যান আছে। তাঁহারা যে কেবল দুর্ব্বল মনুষ্যকেই রক্ষা করিতেন তাহা নহে, শরণাগত ইতর প্রাণীরাও তাঁহাদের কৃপার পাত্র ছিল। মহাপ্রস্থান সময়ে একটি কুকুর হস্তিনাপুর হইতে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিয়াছিল এবং বহুপথ ও দুস্তর মরুভূমি অতিক্রম পূর্ব্বক অবশেষে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গদ্বারে উপনীত হইয়াছিল। ইন্দ্র, রাজাকে লইয়া যাইবার জন্য স্বর্গ হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে রথারোহণ করিতে বলিলে রাজা সেই কুকুরের মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "এই কুকুরটি আমার বড়ই অনুরক্ত, এটিও আমার সহিত গমন করিবে, আমি পৃথিবীর এই সন্তানটির প্রতি বড়ই অনুরক্ত হইয়াছি।" ইন্দ্র বলিলেন, "স্বর্গে কুকুরের প্রবেশাধিকার নাই। হে রাজন! আপনি আজ আমার ন্যায় অমরত্ব, দেবত্ব ও দিব্য সুখের অধিকারী হইয়াছেন; কুকুরটি পরিত্যাগ করুন; কেবল এইটিই এখন আপনার স্বর্গারোহণের একমাত্র প্রতিবন্ধক। এই কার্য্যে কিছুই নিষ্ঠুরতা হইবেনা। উহা পৃথিবীতে বদ্ধ; ক্ষিতিতলেই থাকুক"। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "হে সহস্রলোচন হে ধর্ম্মময়, আর্য্য সন্তান কখনও কোন অনার্য্যোচিত কার্য্য করিতে পারেনা। আমি শরণাগতকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গসুখও চাহিনা"। ইন্দ্র দৃঢ়ভাবে বলিলেন "কুকুর সঙ্গে লইয়া স্বর্গে যাওয়া যায় না। কুকুরটি ত্যাগ করিয়া শীঘ্র আগমন করুন, বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে।" যুধিষ্ঠির বলিলেন "শরণাগতকে পরিত্যাগ করার তুল্য পাপ নাই। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন সেই পাপ অপরিমেয়। দুর্ব্বল শরণাগতকে রক্ষা না করা ব্রহ্মহত্যার ন্যায় মহাপাপ। হে দেবেন্দ্র, আমি স্বর্গসুখ লাভ করিবার জন্য শরণাগত কুকুরটিকে পরিত্যাগ

করিতে পারিবনা।” ইন্দ্রের আদেশ ও অনুনয়, এতদুভয়ের কিছুতেই ফলোদয় হইল না; যুধিষ্ঠির একেবারে অটল। বৃথা তর্কজালে তাঁহার স্পষ্ট দৃষ্টির ব্যতিক্রম হইল না। ইন্দ্র বলিলেন, ‘তুমি পত্নী ও ভ্রাতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ, কুকুরটিকে পরিত্যাগ করিতে দোষ কি?” যুধিষ্ঠির বলিলেন “আমার ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার সামর্থ্য আমার ছিল না। কাজেই আমি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহারা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করি নাই। আমার সঙ্গীগণের মধ্যে এইটি এখনও জীবিত আছে। আশ্রিতত্যাগ, আমার বিবেচনায়, শরণাগতকে ভয় প্রদর্শন, নারীহত্যা, ব্রহ্মস্বহরণ এবং মিত্রদ্রোহিতা প্রভৃতি পাপের সমতুল্য”। তখন সেই কুকুর বিলীন হইয়া গেল এবং তাহার স্থানে দিব্যজ্যোতিবিভূষিত স্বয়ং ধর্ম্মদেব দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর তাঁহার ও ইন্দ্রের সহিত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, দেবতা, মুনি ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

প্রাচীন কালের আর একটি উপাখ্যান শ্রবণ কর। উশীনর নন্দন শিবি একদা রাজসভা মধ্যে সভাসদগণের সহিত উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে একটা কপোত গগনপথে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোড়দেশে পতিত হইল। ঐ কপোতটি ক্লান্তি ও ভয় প্রযুক্ত ঘনশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। রাজা তাহাকে সযত্নে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একটী ক্রুদ্ধ শ্যেন সেই সভাগৃহে প্রবেশ করিল এবং রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইল। তদ্দৃষ্টে পুনঃ-ত্রাসিত কপোত বলিল “রাজন! আমি এই দেশে বাস করি; আপনি এই দেশের রাজা। আমি আপনার শরণাগত। আমায় শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করুন।” শ্যেন বলিল “আমিও আপনার রাজ্যে বাস করি;

এই কপোত আমার বিধিদত্ত আহার; আমাকে আমার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন না"। রাজা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তোমাদের উভয়েরই কথা যথার্থ। হে কপোত! আমার নিকট অভয় প্রার্থনা করিবার অধিকার তোমার আছে। হে শ্যেন! তোমা-কেও আহার্য্য হইতে বঞ্চিত করা আমার কর্ত্তব্য নহে। আমি এই উভয় ধর্ম্ম পালন করিতে বাধ্য: সুতরাং হে শ্যেন, তুমি অন্য আহার্য্য প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে উদর পূরণ করিয়া আহার করাইব।" শ্যেন বলিল, "আমার এই কপোত ব্যতীত অন্য কিছুতেই প্রয়োজন নাই। তবে একান্তই যদি অন্য আহার্য্য দেওয়া আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ঐ কপোতের দেহের পরিমাণে নিজ দেহ হইতে মাংস প্রদান করুন।" ক্রুদ্ধ মন্ত্রিগণ তদ্দণ্ডেই সেই ক্রূরহৃদয়, রাজদ্রোহী শ্যেনকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মহারাজ শিবি বলিলেন, "আমি যে রাজারূপে সিংহাসনে আসীন আছি তাহা ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, কপোত কি শ্যেনের জন্য নয়; কেবল জীবন্ত ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ, প্রজাদিগের আদর্শরূপে, এই আসনে উপবিষ্ট আছি। যদি ক্ষুদ্র বিষয় আমার দ্বারা সুমিমাংসিত না হয়, তাহা হইলে বৃহৎ বিষয় সুমিমাংসিত হইবার সম্ভাবনা কি? আমি সুবিচার করিতে না পারিলে আমার আদর্শে প্রজাগণের পতন হইবে; অতএব শীঘ্র তুলাদণ্ড আনয়ন কর।" আজ্ঞা অমান্য করিতে অসমর্থ হইয়া মন্ত্রীগণ তুলাদণ্ড আনয়ন করিলেন। রাজা ধীরহস্তে তুলাদণ্ডের একদিকে কপোতটিকে রাখিলেন এবং অপরহস্তে দৃঢ়রূপে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক আপনার দেহ হইতে একখণ্ড মাংস কর্ত্তন করিয়া তুলাদণ্ডের অপর দিকে দিলেন; কিন্তু উহা কপোতের সমান হইল না। রাজা আর একখণ্ড মাংস কাটিয়া দিলেন, তথাপি কপোত গুরুতর; আর এক

খণ্ড, তথাপি তাই। তখন রাজা সমস্ত দেহ তুলদণ্ডে স্থাপন করিলেন। অমনি শ্যেন ও কপোতের অন্তর্দ্ধান হইল এবং তাহাদের স্থলে অগ্নি ও ইন্দ্রদেব দণ্ডায়মান হইয়া শিবিকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনিই যথার্থ রাজা। রাজার প্রধানধর্ম্ম যে প্রজারক্ষা তাহা আপনি উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন; আমরা আপনার সম্বন্ধে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষাও আপনাকে অনেক বড় দেখিলাম। আপনার ক্ষত দেহ পূর্ণাঙ্গ হউক এবং দীর্ঘজীবি হইয়া প্রজাগণের হৃদয়ে রাজত্ব করিতেথাকুন।"

সত্যবটে উল্লিখিত উপাখ্যান গুলি কেবল রাজগণ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। কারণ তাঁহারা দুর্ব্বলের আশ্রয়দাতাগণের চির আদর্শ; কিন্তু বালকগণও নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে দুর্ব্বলকে আশ্রয় দিতে ও রক্ষা করিতে পারে। এই সকল উপাখ্যান পাঠ করিয়া যদি আমরা নিজ জীবনে যথাশক্তি তাঁহাদের অনুকরণ না করি তাহা হইলে উহা পাঠ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। 'রন্তিদেবের ন্যায় দয়ালু" এই প্রচলিত প্রবাদ বাক্য হইতেই অনুমান করা যাইবে যে রন্তিদেব কিরূপ জগতের দয়ালুগণের আদর্শ ছিলেন। সেই করুণাবতার রন্তিদেবও একজন রাজা ছিলেন। একসময়ে তিনিও তাঁহার অনুচরগণ ক্রমাগত ৪৮ দিন অনাহারে ছিলেন; উনপঞ্চাশৎ দিবসের প্রভাতে তিনি আহারার্থ কেবল মাত্র কিঞ্চিৎ ঘৃত, দুগ্ধ, যব ও জল প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা ঐ যৎসামান্য আহার্য্য গ্রহণে উপবিষ্ট হইয়াছেন এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া অতিথি হইলেন। রাজা অগ্রে তাঁহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া বিদায় করিলেন। পরে অবশিষ্ট খাদ্য সমান অংশে বিভাগ করিয়া অনুচরগণকে প্রদানপূর্ব্বক এক অংশ নিজে ভোজনার্থ উপবেশন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন ক্ষুধার্ত্ত শূদ্র উপনীত হইলেন।

তিনি তাহাকে সানন্দে ঐ আহার্য্যের কিয়দংশ দান করিলেন। কিন্তু শূদ্র প্রস্থান করিলে পর রাজা যেমন আহারে উপবেশন করিতে যাইবেন এমন সময়ে ক্ষুধিত কুকুর সঙ্গে একজন অতিথি তথায় উপস্থিত হইল। তখন তিনি নিজের জন্য পানীয় জল মাত্র রাখিয়া সমুদয় অন্ন তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। তাহারা প্রস্থান করিলে পর রন্তিদেব দেখিলেন অত্যল্প জলমাত্র অবশিষ্ট আছে; সেই জলটুকু, পান করিয়া পিপাসা শান্তি করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে "জল দাও, একবিন্দু জল দাও" ইত্যাকার কাতরোক্তি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। রন্তিদেব সেই দিকে নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন, একজন শ্বপচ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ভূমিতে পতিত রহিয়াছে। রাজা রন্তিদেব করুণ হৃদয়ে তাহার পার্শে যাইয়া, সযত্নে তাহার মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক, আপনার পানীয় জলটুকু তাহার শুষ্কমুখে প্রদান করিয়া বলিলেন "এস ভাই, জল খাও'। "তাঁহার মধুর সম্ভাষণের গুণে ঐ দানের মুল্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। শ্বপচ জলপান করিয়া তৃপ্ত হইলে, রন্তিদেব করজোড়ে ভগবানের উদ্দেশে বলিলেন, দয়াময়, আমি অষ্ট সিদ্ধি চাহিনা, নির্ব্বাণপদও প্রার্থনা করি না। হে দেব, আমি কেবল এই ভিক্ষা চাই, আমি যেন সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান করিতে পারি, সকলের দুঃখভার নিজের স্কন্ধে লইয়া ভোগ করিতে পারি, যাহাতে তাহারা বিনা দুঃখে জীবন যাপন করিতে পারে। এই তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা দূর করিয়া আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, অবসাদ ও শীরঃপীড়া সমস্তই দূর হইয়াছে।" তদবধি তাঁহার এই প্রার্থনাটি সর্ব্বজীবে দয়াসূচক প্রার্থনার চির আদর্শ হইয়া রহিয়াছে।

আপনার অপেক্ষা দুর্ব্বলের প্রতি কৃপা প্রদর্শন সম্বন্ধে একটী মাত্র দোষোৎপত্তির আশঙ্কা আছে। ইহা হইতে গর্ব্ব উৎপত্তির সম্ভাবনা।

"আমি এই দুর্ব্বলের সাহায্য করিতেছি—" 'আমি বড়' এইরূপ আত্মশ্লাঘার ভাব মনে উদয় হয় (প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমাদের মনে হওয়া উচিত যে "আমাদের ঈশ্বরদত্ত ভাণ্ডারে প্রত্যেকেরই তুল্যাংশ আছে; কোন কর্ম্মদোষে এই ভ্রাতা আপাততঃ তাহার পূর্ণাংশ হইতে বঞ্চিত আছে; তাই আমি সেই ভাণ্ডার হইতে কিছু এই ভ্রাতাকে আনিয়া দিলাম")—সেই আত্মাদর হইতেই গর্ব্বের উদ্ভব হয়। উপকার করিবার শক্তি ও সমাজের ইষ্টসাধনের সামর্থ্যের কথা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে গর্ব্বের উৎপত্তি হইয়া অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যের সুফল নাশ করিয়া দেয়। যতকাল আমাদের ভিন্ন দেহ থাকিবে, ততকাল এই পার্থক্য বুদ্ধি—এই বড় ছোট জ্ঞান,—এই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, কিন্তু ভয়ঙ্কর রিপু—এই অহঙ্কার বৃত্তিকে একবারে অতিক্রম করা অসম্ভব। এমন কি সিদ্ধ মহাপুরুষগণও অসতর্ক মুহূর্ত্তে ইহার গ্রাসে পতিত হন এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলভোগ করেন। কারণ কর্ম্মফল অখণ্ডনীয় এবং বড় ছোট কাহারও অপেক্ষা করে না। স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রে তাই অহঙ্কারকে জ্ঞানী ও বলীর মহাশত্রু বলা হইয়াছে এবং তদ্বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ সকলকে সতর্ক করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে দুই চারিটি উপাখ্যান নিম্নে দেওয়া গেল।

বদরি নামক গিরিশৃঙ্গের উপরে নারায়ণ ঋষি বহু বৎসর ধরিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ঋষি ভোগ্য বিষয়ে বীতরাগ হইয়াছেন কি না পরীক্ষা করিবার জন্য, ইন্দ্র সহস্র সহস্র অপ্সরী তাঁহার তপোবনে ক্রীড়া করিতে পাঠাইয়াছিলেন। অপ্সরিগণ দেবরাজের আদেশ অনুসারে নানাবিধ ক্রীড়ামোদে রত হইয়া ঋষির তপোভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঋষি যোগদৃষ্টি দ্বারা তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া মনে মনে হাসিলেন এবং যোগবলে তাহাদের

অনুরূপ সহস্র সহস্র মূর্ত্তি সৃজন করিয়া ইন্দ্রপ্রেরিত অপ্সরিগণের আতিথ্য সংকারে নিযুক্ত করিলেন। তদ্দর্শনে অপ্সরিগণ লজ্জিত হইয়া ঋষির নিকট আপনাদের পাপাভিপ্রায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তিনি তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর চাহিতে বলিলেন। দুষ্ট-মতি অপ্সরিগণ এই বর ভিক্ষা করিলেন যে "আপনি আমাদের ভর্ত্তা ও আশ্রয় হউন। ঋষি অবশ্য মহাসঙ্কটে পড়িলেন, কিন্তু এক বার দিবেন বলিয়াছেন সুতরাং প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। বিমর্ষ হইয়া মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন "আমার অহঙ্কারই এই বিষম সঙ্কটের হেতু ; এবিষয়ে সন্দেহ নাই। সকল ধর্ম্মনাশের নিদান এক অহঙ্কার।" অতঃপর দেবকন্যাগণকে সম্বোধন করিয়া ঋষি বলিলেন "ইহজীবনে আর গার্হস্থ্যধর্ম্মে প্রবেশ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। জন্মান্তরে আরও অন্য কর্ত্তব্য সাধনের জন্য আমি শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইব। তখন আমি এই প্রতিজ্ঞা পালন করিব। তোমরা সকলে মহোচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিবে এবং সকলকে বিবাহ করিয়া এই বৃহৎ পরিবারের ভার বহন করিব।"

গাধি দেশের রাজা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় বংশ-সম্ভূত ছিলেন। একদা তিনি দিগ্বিজয় করিয়া সসৈন্যে মহর্ষি বশিষ্ঠের তপোবনে উপনীত হইলেন। সৈন্যগণকে দূরে রাখিয়া স্বয়ং ভক্তিসহকারে মহর্ষির চরণ বন্দনা করিতে যাইলে, বশিষ্ঠদেব যথাযোগ্য সম্মান ও আদরের সহিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পাছে সৈন্যগণ তপোবনের শান্তি ভঙ্গ করে এই ভয়ে বিশ্বামিত্র গাত্রোত্থান করিলে, মহর্ষি রাজাকে সসৈন্য আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ করিলেন। বিশ্বামিত্র কিন্তু এত সৈন্যের আতিথ্য ভার ঋষির উপর ন্যস্ত করিতে পুনঃ পুনঃ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহর্ষিও পুনঃ পুনঃ নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে আতিথ্য

গ্রহণের জন্য রাজাকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে তাঁহার তপোবলে ও কামদুঘা নন্দিনীর সাহায্যে, তিনি রাজা ও তাঁহার অসংখ্য অনুচরগণকে রাজোচিত সর্ব্বপ্রকার ভোগ সুখে পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন। এইরূপে বশিষ্ঠের হৃদয়ে অহঙ্কার সঞ্চয় হইল। রাজা বিশ্বামিত্র অবশেষে আতিথ্য স্বীকারে বাধ্য হইয়া সুরগাভী নন্দিনীর অপূর্ব্ব মহিমা প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন রাজার মনে লোভের উদয় হইল। তিনি মনে মনে জল্পনা করিতে লাগিলেন "তাপস ব্রাহ্মণের ঈদৃশ গাভীর কি প্রয়োজন? ইহা কেবল রাজারই উপযুক্ত!" অনন্তর বিশ্বামিত্র মহর্ষির নিকট সেই গাভী প্রার্থনা করিলেন। বশিষ্ট বিমর্ষ হইয়া বলিলেন "আচ্ছা যদি নন্দিনী আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে স্বীকৃত হয় ত লইয়া যাউন"। প্রভুভক্ত গাভী কিছুতেই যাইতে স্বীকৃত হইল না। অনন্যোপায় দেখিয়া রাজার অনুচরবর্গ বলপূর্ব্বক তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলে, নন্দিনী কাতর বাক্যে স্বীয় প্রভুর শরণাপন্ন হইল। তখন অহঙ্কারের চির অনুচর ক্রোধ আসিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের হৃদয় অধিকার করিল এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এরূপ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল যে তাহার ফলে সমগ্র দেশের ইতিহাস ভিন্নাকার ধারণ করিয়াছিল। নন্দিনী শক, পহ্লব, যবন ও বর্ব্বর প্রভৃতি অনার্য্য জাতি সমুহের সাহায্য গ্রহণ করিলে, বিশ্বামিত্র তাহাদের সকলকে বিনষ্ট করিলেন। অবশেষে বশিষ্ঠের ব্রহ্মশক্তির নিকট বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয় শক্তি পরাভূত হইল। এই মনস্তাপে ও বৈরাগ্যে বিশ্বামিত্র রাজ্যত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ শক্তি লাভার্থ বহুকাল অতি কঠোর আত্মসংযম ও তপস্যা করিয়া ব্রহ্মশক্তি লাভ করিলেন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন হইল।

সুরগণের রাজা হইলে, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ দেবগণের উপর আধিপত্য লাভ করিলে, সহজেই মন গর্ব্বে স্ফীত হইতে পারে। তাই ইন্দ্র অনেক-বার তাঁহার উচ্চপদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। একদা দেবগণ পরিবৃত হইয়া তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে দেব-গুরু বৃহস্পতি সমাগত হইলেন। গুরুর সম্মানার্থ ইন্দ্র আসন ত্যাগ করিলেন না। বৃহস্পতি এইরূপে অবজ্ঞাত হইয়া সুরগনকে বর্জ্জন করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাহার ফলে অসুরগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হন এবং দেবরাজ সুরগণ সহিত স্বর্গচ্যুত হন। ইহা হইতে অনেকানেক বিপদ ঘটিয়াছিল; এমন কি দুই বার ইন্দ্রকে ব্রাহ্মণ হত্যা করিতে হইয়াছিল। তারপর বহু প্রায়শ্চিত্ত ও তপস্যা করিয়া তবে তিনি আবার পূর্ব্ব পবিত্রতা লাভ করিয়া-ছিলেন।

ইন্দ্রের ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত ও তপশ্চরণে ব্যাপৃত থাকার সময়ে স্বর্গ রাজ্যে যাহাতে অরাজকতা না ঘটে এই উদ্দেশ্যে দেবগণ মর্ত্তলোকের চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষকে স্বর্গের অধিপতি মনোনীত করিয়াছিলেন; আর কেহই সেই মহোচ্চ পদের যোগ্য বিবেচিত হন নাই। নহুষ ইন্দ্র অপেক্ষা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দিনে দিনে তাঁহার মনে অহঙ্কারের সঞ্চার হইতে লাগিল। এবং অনতিবিলম্বে অহঙ্কারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাপাশা তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল। তখন নহুষ দেবগণকে বলিলেন "আমি ইন্দ্রের রাজ্যভার বহন করিতেছি, তাহার ভোগ বিলাসেও আমার অবশ্য অধিকার আছে। অতএব ইন্দ্রের পত্নী শচী আমার সম্মুখে আসুন"। দেবগণ এতচ্ছ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে অতঃপর নহুষ আর সুরলোকে আধিপত্য করার যোগ্য হইতে পারেন না।

তাঁহারা আরও জানিতে পারিলেন যে ইন্দ্রের স্বর্গে প্রত্যাগমন কাল সন্নিকট হইয়াছে। তবে এখন কথা এই যে কাহার সাধ্য নহুষের মুখের উপর অগ্রসর হইয়া প্রতিবাদ করে? পূর্ব্ব সুকৃতি ফলে নহুষ যে অসামান্য বল সঞ্চয় করিয়াছিলেলেন তাহা কেবল ঋষির কোপানলের নিকট পরাহত হইতে পারে। যদি তিনি কোন মহা পাপাচরণ দ্বারা কোনও ঋষির ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত করেন তবেই তাঁহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। দেবগণ শচীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া নহুষকে বলিলেন যে ঋষির স্কন্ধে যদি শচীকে আনয়ন করা হয় তাহা হইলে তিনি নহুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। নহুষ তৎক্ষণাৎ ঋষিগণ কর্ত্তৃক শচীর শিবিকা বহন করিবার আদেশ দিলেন অগস্ত্যপ্রমুখ ঋষিগণকে রাজার আদেশে শিবিকা বহন করিতে বলা হইল। তাঁহারা নম্রভাবে তথাস্তু বলিয়া শিবিকা স্কন্ধে লইলেন। পথি-মধ্যে গর্ব্ব ও উল্লাসে স্ফীত হইয়া নহুষ অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক তাঁহাকে দ্রুতগমন করিতে বলেন। অগস্ত্য নহুষের কাল সন্নিকট দেখিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। নহুষ শাপগ্রস্ত হইয়া মর্ত্ত-লোকে এক অজাগর সর্পের দেহাভ্যন্তরে পতিত হইলেন এবং বহুকাল এই কারাবাসে ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। কারণ উচ্চবৃত্তি সম্পন্ন মহোন্নত জীবাত্মার পক্ষে অনুন্নত সর্প দেহে আবদ্ধ থাকা সাধারণ কারাবাস অপেক্ষা সহস্র গুণে ক্লেশকর। এই রূপে বহুযুগ অতীত হইলে পর স্বীয় বংশধর অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের জ্ঞানগর্ভ মন্ত্রণায় নহুষ কারাদেহ মুক্ত হইয়াছিলেন।

বিরোচনপুত্র বলি বহুকাল অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার সুকৃতি ফলে লক্ষ্মীদেবী তাঁহার সহচরী ছিলেন। তাঁহার সাধুতা ও পুণ্যকর্ম্মের গুণে এই মহৈশ্বর্য্য ও সুখভোগ লাভ করিয়াছেন

বলিয়া তাঁহার মনে অহঙ্কার ও আত্মাদর প্রবেশ করিল এবং তিনি আপনাকে অগ্রগণ্য ও অপরকে নগণ্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় আর তিনি সকলের হিতচেষ্টা না করিয়া তাহাদের অহিত সাধনে তৎপর হইলেন। তখন লক্ষ্মীদেবী বলির প্রতি বীতরাগ হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার শত্রু স্বর্গাধিপ ইন্দ্রের সহচরী হইলেন। যে দেবী এত কাল তাঁহার উপর প্রসন্না হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন, আজ তাঁহাকে শত্রুর সহচরী দেখিয়া বলি নিজের মূর্খতা ও দুরদৃষ্টের জন্য বৃথা বিলাপ করিয়াছিলেন। রাজা মান্ধাতাকে উতঙ্ক বলিলেন "ইহাই দ্বেষ ও গর্ব্বের পরিণাম। হে মান্ধাতা, এখনও সজাগ হও, যেন লক্ষ্মীদেবী তোমাকে ছাড়িয়া পলায়ন না করেন। শ্রুতিতে আছে যে লক্ষ্মীদেবীর উপরে অহঙ্কার নামে পাপের এক সন্তান জন্মিয়াছিল। রাজন্, এই অহঙ্কার অনেক সুরাসুরের পতনের নিদান। ইহার জন্য অনেক রাজর্ষিরও পতন হইয়াছিল। যিনি অহঙ্কারকে জয় করিতে পারেন তিনিই রাজা হন। পক্ষান্তরে যিনি তাহা দ্বারা বিজিত হন তিনি ক্রীতদাসেরও অধম"।

অহঙ্কারীর চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ উজ্জ্বল অক্ষরে চিত্রিত করিয়াছেন :—

"ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যে × × ×"॥

(গীতা ১৬। ১৩—১৫)

"আজি এই লাভ হয়েছে আমার।
এই মনোরথ হইবে পূরণ॥
এই এত ধন আছয়ে আমার।
পাব পুনরায় এই সব ধন॥
এই শত্রুনাশ করিয়াছি আমি।
আর সব শত্রু নাশিব এবার॥
আমিই ঈশ্বর, ভোক্তা, কর্ত্তা আমি।
সিদ্ধ, বলী নাহি সমান আমার॥
সুখী, ধনবান, অভিজনবান।
কেবা আছে বিশ্বে আমার মতন॥
করিব এবার যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
দানে পরিতুষ্ট করিব ভুবন॥
করিব করিব আনন্দ সম্ভোগ।
স্বপনেও কেহ ভাবেনি যেমন"॥

কনিষ্ঠ ব্যক্তির সদ্‌গুণ সকলের অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রশংসা করা উচিত। গুণগ্রাহিতা বিশেষ মঙ্গলের নিদান। সৎকার্য্যের প্রশংসা ও সদ্‌গুণের সমাদর করিলে যে যুবকগণ অধিকতর সদাচরণে প্রোৎসাহিত হইবে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। পক্ষান্তরে নিজের দুর্ব্বলতা, দোষ ও অপকর্ষের কথা কাহারও মনে দৃঢ়াঙ্কিত হইলে, তাহার আর নিজ উন্নতিশীলতায় ও সামর্থ্যবৃদ্ধিশীলতায় বিশ্বাস থাকে না। সকল কার্য্যেই আপনাকে অসমর্থ জানিয়া সে ক্রমশঃ উদ্যমহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। অনেক সময়ে গুণগ্রাহীর একটি প্রশংসাবাক্য দুর্ব্বলের উৎসাহ বর্দ্ধন করে এবং প্রসূনোপরি সূর্য্য কিরণের ন্যায় উৎসাহিতের হৃদয়কে প্রস্ফুটিত করে।

কনিষ্ঠের প্রতি আচরণে সহিষ্ণুতার একান্ত প্রয়োজন। সহজেই তাহার শক্তি অল্প, বুদ্ধি অল্প, স্মৃতি অল্প, কার্য্যপটুতা অল্প; তাহার উপর যদি শ্রেষ্ঠ তজ্জন্য অসহিষ্ণুতা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় এবং সে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে। শিশু ও ভৃত্যগণ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহিষ্ণুতা প্রয়োজনীয়। বাস্তবিক প্রবলের শক্তি দুর্ব্বলের রক্ষা ও সাহায্যের জন্যই প্রযুজ্য—তাহাদের বিনাশের বা বিভীষিকা প্রদর্শনের জন্য নহে।

কবি বলিয়াছেন।———

"বিদ্যা বিবাদায়, ধনং মদায়
শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
মূর্খস্য বিজ্ঞস্য বিপরীত মেতৎ
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায় ॥"

"সহিষ্ণুতা মধুময়, অচল অটল," প্রকৃত শক্তিশালী ও মহৎ চরিত্রেরই পরিচায়ক। সহিষ্ণুতা, গুণগ্রাহিতা এবং ক্ষমাশীলতা পিতা মাতা ও শিক্ষকগণের বিশেষভাবে আচরণীয়। কখন কখন কনিষ্ঠ ধীর-বুদ্ধি দ্বারা শ্রেষ্ঠকে ক্রোধ এবং গর্ব্বজনিত পাপাচরণ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। পুরাকালে এক পুত্র এই রূপে নিজ পিতাকে পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অঙ্গিরসগোত্রজ গৌতমপুত্র চিরাকরী বহু চিন্তার পর কর্ম্ম করিতেন। এইজন্য তাহার নাম চিরাকরী ছিল। তিনি বিশেষ সাবধান ও বিমৃষ্যকারী ছিলেন। একদা স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া গৌতম নিজ পুত্রকে আদেশ করিলেন "এই রমণীকে হত্যা কর"। চিরাকরী বহুক্ষণ কি কর্ত্তব্য চিন্তা করিলেন। এক দিকে

পিতৃআজ্ঞা পালন যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, অপর দিকে পবিত্র মাতৃদেহের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা অতিক্রম করা তেমনই অসম্ভব। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া চিরাকরী চিন্তা করিতে লাগিলেন "আমি কিরূপে পাপ পরিহার করিতে পারি ? আমি ত পিতা মাতা উভয়েরই সন্তান। পিতা আমাকে বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বস্ব দিয়াছেন। তিনি তুষ্ট হইলে সকল দেবতা তুষ্ট হন। তাঁহার আশীষ বাক্যে পুত্রের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। পরন্তু মাতা দেহ দিয়াছেন ; তিনি নিরাশ্রয় শিশুকালের অবলম্বন। মাতৃহীন সন্তানের নিকট জগৎশূন্য। তাঁহার মত আশ্রয়, অবলম্বন ও সহায় দ্বিতীয় নাই। মাতার মত প্রিয় জগতে কিছুই নাই।" চিরাকরী আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন "স্বামী স্ত্রীর ভর্ত্তা ও পতি নামে খ্যাত। তিনি যদি ভরণ ও রক্ষণে বিরত হন তাহা হইলে কিরূপে তিনি ভর্ত্তা ও পতি থাকিতে পারেন ? এবং আমার জননী আমার সর্ব্বোপরি পূজ্যা" এদিকে গৌতম ধ্যানান্তে শান্তচিত্ত হইলে এই চিন্তা তাঁহার মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল যে পুত্রকে মাতৃহত্যা করিতে আদেশ করিয়া তিনি কি পাপেই লিপ্ত হইয়াছেন ! নিজ অসাবধানতাই স্ত্রীর পাপ-কার্য্যের হেতু। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে, ব্যকুল-চিত্তে গৌতম গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে এই আশা করিতে লাগিলেন যেন পুত্র তাঁহার আজ্ঞা পালন না করিয়া থাকে ! পুত্রের স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন "বৎস ! আমাকে, তোমার মাতাকে, আমার সঞ্চিত তপস্যাকে এবং তোমার নিজাত্মাকে মহাপাতক হইতে রক্ষা কর"। বস্তুতঃই চিরাকরী তাঁহার বিমৃষ্যকারিতা ও সহিষ্ণুতার দ্বারা পিতার হটকারী আদেশের পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় সাধন করিয়া রোষগর্ব্বজাত মহাপাপ হইতে পিতাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

"অহিংসায়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োহনুশাসনম্।
বাক্‌চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা" ॥
(মনু ২ অঃ ১৫৯)

"করিবে জীবের শুভ অহিংসা আচরি।
ধর্ম্মার্থে মধুর শ্লক্ষ্ণা বচন উচ্চারি॥"

"রক্ষণাদার্য্যবৃত্তানাং কণ্টকানাঞ্চ শোধনাৎ।
নরেন্দ্রাস্ত্রিদিবং যান্তি প্রজাপালন তৎপরাঃ॥"
(মনু ৯ অঃ। ২৫৩)

"আর্য্যাচারে রক্ষা আর কণ্টক শোধন।
রাজা স্বর্গ লাভে করি প্রজার পালন॥"

"স্বে স্বে ধর্ম্মে নিবিষ্টানাং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ।
বর্ণানামা শ্রমানাঞ্চ রাজাসৃষ্টোঽভিরক্ষিতা" ॥
(মনু ৭ অঃ। ৩৫)

"বর্ণ আর আশ্রমের রক্ষার কারণ;
স্বধর্ম্মে সবারে রাজা করেন স্থাপন॥"

"যথোদ্ধরতি নির্দাতা কক্ষং ধান্যং চ রক্ষতি।
তথা রক্ষেৎ নৃপো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ" ॥
(মনু ০ অঃ। ১১০)

"ধান্যরক্ষা করে লোকে নিড়াইয়া ঘাস।
নৃপ রাজ্য রাখে করি শত্রুর বিনাশ॥"

"সুবাসিনীঃ কুমারীশ্চ রোগিণো গর্ভিণীস্তথা।
অতিথিভ্যোঽগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদবিচারত॥"

(মনু ৩ অঃ। ১১৪)

"নববিবাহিতা বালা কিম্বা সে কুমারী।
রোগহেতু শীর্ণ কিম্বা গর্ভবতী নারী॥
অতিথি ভোজন আগে করাবে ভোজন।
বিচারে তাহে কিছু নাহি প্রয়োজন॥"

"চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণো স্ত্রিয়াঃ।
স্নাতকস্য চ রাজ্ঞশ্চ পন্থা দেয়ো বরস্য চ॥"

(মনু ২ অঃ। ১৩৮)

"চক্রারোহী কিম্বা বৃদ্ধ নবতির পর।
রোগী, ভারী, নারী আর স্নাতক যে নর॥
রাজা কিম্বা সেইরূপ যদি দেখ বরে।
পথ ছাড়ি দিবে সদা এ সবার তরে॥"

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাং
অষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিল দেহভাজাং
অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥
ক্ষুত্তৃট্ শ্রমোগাত্র পরিশ্রমশ্চ
দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ।

সর্ব্বে নিবৃত্তাঃ কৃপণস্ত জন্তোঃ
জিজীবিষোর্জীবজলার্পণান্মে॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ৯। ২১। ১২—১৩)

"নাহি চাই পরাগতি ঈশ্বরের পায়।
না চাই নির্ব্বাণ আর সিদ্ধি সমুদায়॥
যত জীব আছে যথা দুঃখহীন রয়।
এই শুধু তব পদে চাহি দয়াময়॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রম আর শরীর যাতনা।
দৈন্য ক্লেশ শোক আর বিষাদ সে নানা॥
মোহ আদি সব মোর গিয়াছে চলিয়ে।
তোমার জীবের আজি তৃষ্ণা বিনাশিয়ে॥"

"অনুক্রোশো হি সাধূনামাপদ্ধর্ম্মস্তলক্ষণং।
অনুক্রোশশ্চ সাধূনাং সদা প্রীতিং প্রযচ্ছতি॥"
(মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব ৫। ২৮)

"অনুকম্পা সাধুদের উন্নতি লক্ষণ।
করুণায় মিলে বহু আশীষ বচন॥"

সপ্তম অধ্যায়।
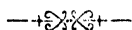
গুণ ও দোষের পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া (Re-action)।

এতক্ষণ আমরা বহুবিধ গুণ দোষের কথা স্বতন্ত্র ভাবে বিচার করিলাম এবং বহু উদাহরণ দ্বারা বুঝিতে পারিলাম যে সদ্‌গুণ সকলই সুখের নিদান এবং দোষ সকলই দুঃখের নিদান। কি প্রকারে এক ব্যক্তির সদ্‌গুণ অন্যের চরিত্রে সদ্‌গুণ উদ্বুদ্ধ করে এবং কিরূপেই বা একের দোষ অন্যের হৃদয়ে দোষ উৎপাদন করে এইবার আমরা তাহার আলোচনা করিব। এই বিষয় আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিব কিরূপে অপর সকলকে সৎচিন্তায় ও সৎকার্য্যে প্রণোদিত করিয়া আমরা তাহাদের সুখ ও শান্তি বৰ্দ্ধিত করিতে সমর্থ হই। অপরকে ভালবাসিয়া আমরা তাহাদের মনে ভালবাসা উদ্বুদ্ধ করিতে পারি। তেমনি অন্যের প্রতি ঘৃণার দ্বারা আমরা তাহাদের মনে ঘৃণার উৎপত্তি করিয়া থাকি। প্রতিবাসীর ভাবে অনুভাবিত হওয়া মানুষের স্বভাব। তুমি যাহাকে যে ভাবে দেখ, তাহার সম্বন্ধে তোমার হৃদয়ে যে ভাব পোষণ কর, তৎপ্রতিদানে তোমার প্রতি তাহারও হৃদয়ে সেই-ভাব উৎপন্ন হয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির নিকটস্থ ব্যক্তিগণের মনে ক্রোধোৎপাদন করে। এইরূপে কলহ জন্মায় এবং উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হয়। রুষ্ট বাক্যের প্রত্যুত্তরে ক্রোধবাক্য উচ্চারিত হইতে হইতেই উত্তরোত্তর কলহের তীব্রতা বৰ্দ্ধিত হয়। পক্ষান্তরে মধুর বাক্য দ্বারা মধুর বাক্য প্রণোদিত

হয়, দয়া প্রদর্শন দ্বারা অন্যের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়, এবং তোমার সৎকার্য্য অপরকে সৎকার্য্যে প্রণোদিত ও উৎসাহিত করিয়া থাকে। একের মনোভাব যে অপরের হৃদয়ে সংক্রমণ করে, একের দোষ ও গুণ যে তৎসন্নিহিত অপরের চরিত্রে সংক্রামিত হয় ইহা নিত্য পরিদর্শনের বিষয়। একটু মনোযোগের সহিত পরস্পরের মনোভাব ও তজ্জনিত কার্য্য কলাপ পর্য্যালোচনা করিলেই এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়। এই তত্ত্বটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে আমরা নিজ মনে সুভাব উদ্বোধন ও পোষণ করিয়া কুভাবের প্রতিষেধ করিতে সমর্থ হই। অন্যে আমার প্রতি কুভাব প্রদর্শন করিলেও তদনুরূপ ভাব আমার হৃদয়ে উত্থিত হইতে না দিয়া তাহার প্রতি তদ্বিপরীত সুভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে সুভাবে প্রণোদিত করিতে সমর্থ হই। যদি কেহ আমাদের প্রতি ক্রোধবাক্য প্রয়োগ করে তখনই ক্রোধ বাক্যে তাহার প্রত্যুত্তর দিতে বাসনা হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ভাব দমন করিয়া মৃদুভাবে সদুত্তর প্রদান করিলে অবশ্যই তাহার ক্রোধ শান্তি হইয়া যাইবে। ইহারই নাম মন্দের পরিবর্ত্তে ভাল ব্যবহার করা। সদাচরণ দ্বারা কদাচারের প্রতিদান করিলেই আমরা সমাজের অশান্তি দূর করিয়া শান্তি স্থাপনে সমর্থ হই; এবং তাহা হইতেই সকলের প্রীতি ও সুখ বর্দ্ধিত হইবে। সাধারণতঃ সমস্বভাব ও সমপদস্থ লোকের মধ্যে উল্লিখিত প্রকারে দোষ ও গুণের প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে, অর্থাৎ যদি কাহারও প্রতি ভালবাসা প্রয়োগ করা যায়, তবে তাহার হৃদয়ে ভালবাসার উদ্রেক হয়, দ্বেষ বা ঘৃণা প্রয়োগ করিলে, তাহার দ্বেষভাবই উদ্বুদ্ধ হয়। ক্রোধ ক্রোধ উৎপাদন করে; বিরক্তিতে বিরক্তি উৎপাদন করে; সহিষ্ণুতায় সহিষ্ণুতা উৎপাদন করে। কিন্তু

সমতুল্য ব্যক্তির মধ্যে না হইয়া যদি অসমাবস্থ লোকের মধ্যে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে দোষ ও গুণের প্রতিক্রিয়া পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে তাহাদের মধ্যে দোষ বা গুণের প্রতিক্রিয়া দ্বারা ঠিক সেই সেই দোষ বা গুণের আবির্ভাব না হইয়া তজ্জাতীয় বা তদ্ভাবান্বিত দোষ বা গুণ অপরের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয়। শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠের প্রতি ভালবাসা দেখাইলে কনিষ্ঠের হৃদয়ে ভালবাসার ভাব আবির্ভাব হইবে বটে, কিন্তু সেই ভালবাসা কনিষ্ঠোচিত আকার ধারণ করিতে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠের ভালবাসার প্রতিক্রিয়ায় কনিষ্ঠের মনে ভক্তি, শ্রদ্ধা, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি গুণের উদ্রেক হইবে। এইরূপে শ্রেষ্ঠের বদান্যতার প্রতিক্রিয়ায় কনিষ্ঠের মনে কৃতজ্ঞতা এবং কৃপার প্রতিক্রিয়ায় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে। পক্ষান্তরে শ্রেষ্ঠের দ্বেষ ও ঘৃণার প্রতিক্রিয়ায় কনিষ্ঠের মনে ভয়, প্রতিকূলতা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি দোষের উৎপত্তি হইবে। নির্দ্দয় কুরুগণ শঠতা ও ধূর্ত্ততা দ্বারা পাণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বনগমনে বাধ্য করিলে, যখন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে কৌরব দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিলেন, তখন রাজা তাঁহাকে ধীর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে অসৎব্যবহারের পরিবর্ত্তে অসৎ ব্যবহার করিলে উত্তরোত্তর অমঙ্গলের বৃদ্ধি হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি অপরের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াও ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকেন। এবং ইহলোকে উৎপীড়কের অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া পরলোকে তিনি সুখভোগ করিয়া থাকেন। তাই কথিত আছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তি দুর্ব্বলই হউন আর বলবানই হউন, চিরদিনই উৎপীড়ককে ক্ষমা করিয়া থাকেন। প্রত্যুত উৎপীড়ক বিপন্ন হইলে জ্ঞানী তাহার উপকার করেন। যদি মানবগণের মধ্যে কেহ কেহ ধরার

ন্যায় ক্ষমাগুণশালী না হন, তবে মানব সমাজে শান্তি থাকিতে পারে না, অনবরত কেবল ক্রোধজনিত বিবাদ বিসম্বাদ চলিতে থাকিত। যদি কেহ অনিষ্ট করিলেই তাহার প্রত্যুপকার করা হয়, যদি গুরু-লোক কনিষ্ঠকে শাসন করিলে তাহার অনুরূপ প্রতিবিধান করা হয়, তাহা হইলে সর্ব্বজীবের নাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, এবং জগতে কেবল পাপেরই রাজত্ব হয়। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের মুখ হইতে দুর্ব্বাক্য পাইবা মাত্র প্রত্যুত্তরে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করে, যদি অপকৃত ব্যক্তি মাত্রেই প্রত্যুপকার করে, যদি দণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রেই শাসনকর্ত্তার প্রতিদণ্ড করে, তাহা হইলে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করিবে। অতএব হে কৃষ্ণা! এরূপ ক্রোধপূর্ণ পৃথিবীতে আর জীবোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, শান্তি ব্যতীত জীবোৎপত্তি হয় না।

রাজা দশরথ কিরূপে নিজ বিনয়নম্র শান্তভাব দ্বারা রাম-বিরহ-বিধুরা কৌশল্যার রোষ শান্ত করিয়াছিলেন শ্রবণ কর। অনন্যসাধারণ পুত্র রামচন্দ্রের নির্ব্বাসনাজ্ঞা শ্রবণে ব্যথিত হইয়া কৌশল্যা রোষ-কম্পিত স্বরে স্বামীকে বলিয়াছিলেন "তুমি নিষ্পাপ পুত্রকে স্বহস্তে বধ করিয়াছ; তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ অশেষ কষ্টে যে দুর্গম ধর্ম্মমার্গ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন, সেই সনাতন নীতিপথে তুমি বেশ চলিতে আরম্ভ করিয়াছ! পতিই স্ত্রীজাতীর প্রথম আশ্রয়, পুত্র দ্বিতীয়, আত্মীয় স্বজন তৃতীয়, কিন্তু চতুর্থ আশ্রয় কেহ নাই। তুমি আমায় ত্যাগ করিয়াছ, রাম ও গিয়াছে;—আমিও তোমায় ত্যাগ করিয়া রামের কাছে যাইতে পারি না; তুমি সর্ব্ব-প্রকারে আমার সর্ব্বনাশ করিলে এবং রাজ্য ও প্রজাগণকে বিনষ্ট করিলে"।

রাজা সেই তীব্র ভর্ৎসনা শ্রবণ করিয়া যত না দুঃখিত হইলেন ততোধিক রামনির্ব্বাসন দুঃখ তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিল। তাঁহার মন প্রাণ বিকল হইল; তিনি সংজ্ঞাহীন হইলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তিনি কৌশল্যাকে পার্শ্বে দেখিবামাত্র, তাঁহার স্বকৃত পূর্ব্বপাপকথা —যে পাপের ফলে এই মহা বিষাদ উপস্থিত—সেই কথা মনে পড়িল। সেই পূর্ব্বপাপ চিন্তা ও রামবিয়োগ সন্তাপ, উভয় কষ্টে মুহ্যমান হইয়া করজোড়ে ও নতশিরে কৌশল্যাকে বলিতে লাগিলেন "কৌশল্যে, ক্ষমা কর। আমি করজোড়ে ভিক্ষা করিতেছি, ক্ষমা কর; তুমি চিরদিন সকলের পক্ষেই কোমল হৃদয়া। স্বামী ভাল বা মন্দ যাহাই হউন তাঁহার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি দুঃখভারে নিতান্ত কাতর হইয়াছি; আর দুর্ব্বাক্য বাণে বিদ্ধ করিও না"। কৌশল্যা নতশির রাজার সেই করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার নয়ন হইতে নববর্ষাধারার ন্যায় অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার ক্রোধ দূর হইল, এবং স্বামীর প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া মনে দারুণ অনুতাপ ও পাপ ভয়ের উদয় হইল। তিনি রাজার করদ্বয় নিজ মস্তকোপরি ধারণ পূর্ব্বক গদ্গদ স্বরে বলিলেন "আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি আপনার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতেছি আমায় ক্ষমা করুন; আমিই ক্ষমার পাত্রী, কারণ আমি যে গুরুতর পাপ করিলাম, তাহাতে আপনি ক্ষমা না করিলে আমার নিষ্কৃতি নাই। যে পাপীয়সী নারী স্বামীকে নিজের ক্ষমা বা প্রসাদ ভিক্ষা করিতে বাধ্য করে, সে ইহলোকে কুত্রাপি বিজ্ঞজনের অনুমতা নহে। রাজন! আমি ধর্ম্ম জানি এবং ইহাও বিশেষরূপে অবগত আছি যে আপনি ধর্ম্মজ্ঞ। অতএব আমি অবশ্যই আপনার প্রতিশ্রুতি পালন ও সত্য

রক্ষা করিব। পুত্রশোকে হতজ্ঞান হইয়াই আমি ঐ দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলাম। শোক ধৈর্য্যনাশক, শোক জ্ঞাননাশক, শোকের ন্যায় দ্বিতীয় শত্রু নাই। আমি যখন প্রিয় পুত্রের কথা মনে করি, তখন শোকে হৃদয় বর্ষার নদীর মত উদ্বেলিত হইয়া উঠে। এইরূপে দশরথের মিনতি ও সহিষ্ণুতা দ্বারা কৌশল্যার কঠোরতা বিদূরিত হইয়াছিল। কিন্তু যদি তিনিও দুর্ব্বাক্য দ্বারা কৌশল্যার প্রত্যুত্তর দান করিতেন তাহা হইলে বিরোধ বর্দ্ধিত হইয়া, উভয়েরই সাধারণ দুঃখ উভয়কে মিলিত না করিয়া বরং বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিত। কিন্তু তিনি স্ত্রীর গর্ব্ব দীনতা দ্বারা, তিরস্কার মধুর নম্র বাক্যের দ্বারা এবং ক্রোধ স্নেহ দ্বারা প্রশমিত করিয়াছিলেন: এবং ক্রোধের পরিবর্ত্তে কৌশল্যার হৃদয় দীনতা ও করুণায় আর্দ্র হইয়াছিল।

এই প্রকারে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের ক্রুদ্ধান্তঃকরণ হইতে ভরতের প্রতি বিদ্বেষ ভাব দূর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিশ্বাসের উদ্রেক করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত অরণ্য আশ্রয় করিলে পর, একদিন দূরে অস্ফুট সৈন্য কোলাহল শুনিয়া, লক্ষ্মণকে বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক কোলাহলের কারণ নিরূপিত করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ দেখিলেন, সসৈন্যে ভরত আগমন করিতেছেন। বনবাস কষ্টে তাঁহার মন উদ্বেলিত ছিল। তিনি ভরতের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া রামচন্দ্র সমীপে আগমন পূর্ব্বক ভরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, ভরত তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার জন্যই আগমন করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়ে কিন্তু ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি ভরতকে বড়ই ভাল বাসিতেন। বলিলেন "ভাই, ভরতকে অবিশ্বাস করিও না, আমি

এখনি ভরতকে বলিব "লক্ষ্মণকে, সমস্ত রাজ্য প্রদান কর"। ভরত অম্লান বদনে "হাঁ দিলাম" বলিয়া তোমায় সর্ব্বস্ব দান করিবে"। তখন লক্ষ্মণের ক্রোধের পরিবর্ত্তে লজ্জার উদয় হইল। ভরত আসিয়া রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনব্রত ভঙ্গ করিলেন না। সুতরাং ভরত তাঁহার পাদুকাদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যার সিংহাসনে স্থাপন করিয়া রামচন্দ্রের প্রতিনিধি স্বরূপ চতুর্দ্দশবর্ষ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

বনবাস সময়ে দ্রৌপদী ও অন্য পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধ করিতে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রশান্তাত্মা যুধিষ্ঠির, তাঁহার পত্নী ও ভ্রাতৃগণের দুর্ব্বিসহ তিরস্কার ও উদ্দীপনা বাক্য উপেক্ষা করিয়া, শান্ত ও বিনীত বাক্যে তাঁহাদিগকে সত্য ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। একবার ভীম নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রূর দ্যূতক্রীড়াকারীগণের সহিত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বহু ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। তিনি অকারণে রাজ্য সম্পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য হেতু ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাকে ও বীরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতাগণকে লোক সমাজে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির সেই সকল বাক্যবাণে বিচলিত না হইয়া কিছুক্ষণ মৌনভাবে অবস্থান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "ভীম তোমার কঠোর বাক্যবাণের জন্য আমি তোমাকে দোষ দিতে পারি না। তোমার কথায় আমার মনে কষ্ট হইলেও আমি অনুযোগ করিব না। কারণ, আমার নির্বুদ্ধিতার জন্যই তোমাদের কষ্ট ঘটিয়াছে, আমার মনকে সংযত করা উচিত ছিল, আমার আত্মম্ভরিতা দর্প ও অহঙ্কারের বশীভূত হওয়া উচিত হয় নাই।

কিন্তু ভাই, আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহাই করিব। মিথ্যাবাদী হইয়া রাজ্যলাভ করা অপেক্ষা আমার বিবেচনায় মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। তোমাদের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া ভাই, প্রাণ থাকিতে ত আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিব না। সুতরাং আমায় দুর্ব্বাক্য বলা নিষ্ফল। ভাই, সুদিনের প্রতীক্ষা কর। কৃষক কখন শস্য লাভের জন্য ব্যস্ত হয় না। ভীম, আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করা অকর্ত্তব্য; কারণ ধর্ম্মরক্ষা, জীবন, এমন কি স্বর্গসুখ অপেক্ষাও শ্রেয়ঃ। রাজ্য, পুত্র, যশ, ধন স্বর্গলাভ এই সমস্ত একত্র করিলেও সত্যের একাংশের তুল্য হয় না"। এইরূপে ধীরভাবে তিনি ভ্রাতৃগণের তিরস্কার উত্তেজনাদি সহ্য করিতেন; সকল দোষ নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেন; কাজেই তাঁহার ভ্রাতৃগণের ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে পারিত না।

কোমল সহানুভূতি হইতে যেমন ভালবাসার উদ্রেক হয়, তেমনি অকারণ বিদ্রূপ হইতে ঘৃণার উৎপত্তি হয় এবং ঘৃণা বা দ্বেষ হইতে যে বহু অনর্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে ইহা বলা বাহুল্য। রাজা যুধিষ্ঠিরের যশ দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞের সমৃদ্ধির কথা সকলের মুখেই ঘোষিত হইত। কিন্তু সেই যশসৌরভ হইতেই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্য্যোধনের হৃদয়ে ঈর্ষার উদয় হয় এবং সেই ঈর্ষা ভীম প্রভৃতির বৃথা বিদ্রূপ ও কর্কশ ব্যবহারে আরও উদ্দীপিত ও বিষাক্ত হইয়াছিল। একদা রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্ণ সিংহাসনে পাত্র, মিত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন। ময়দানবের শিল্প চাতুর্য্যে প্রস্তুত মায়াময় সভা-মণ্ডপের ইন্দ্রজালে দুর্য্যোধনের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগিয়াছিল। রাজা দুর্য্যোধন স্ফাটিক প্রাঙ্গণকে জলাশয় জ্ঞানে সাবধানে বস্ত্র উন্নয়ন করিয়াছিলেন,

আবার জলাশয়কে স্থল ভ্রমে তাহাতে পতিত হইয়া সিক্তবস্ত্র হইয়াছিলেন। ভীম তাঁহার কৌতুকাবহ অবস্থা দর্শনে উচ্চ হাস্য পূর্ব্বক বিদ্রূপ করিয়াছিলেন; এবং অন্যান্য অনেকেও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যদিও যুধিষ্ঠির তাঁহাদের এইরূপ অবজ্ঞাসূচক ব্যবহারের জন্য ভৎর্সনা করিয়াছিলেন, তথাপি দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণে যুগপৎ লজ্জা ও ক্রোধের উদয় হওয়াতে, তিনি তদ্দণ্ডেই হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহাই দ্যূতক্রীড়া ও পাণ্ডব-নির্ব্বাসনের অন্যতম কারণ। ইহারই ফলে উত্তরকালে কুরুক্ষেত্রের মহা সমর ও তাহাতে উভয় পক্ষের অসংখ্য আত্মীয় স্বজনের ও দুর্য্যোধনের প্রাণনাশ হইয়াছিল।

অহিতের প্রতিদানে অহিত করিতে গেলেই উত্তরোত্তর অমঙ্গলের বৃদ্ধি হয়। ভৃগুর পুত্র জমদগ্নি তপস্যা ও কঠোরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পুত্র পরশুরাম যদিও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাব ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ছিল। তাঁহার পিতামহের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে তিনি ক্ষত্রগুণসম্পন্ন ও সমরকুশল হইবেন। প্রকৃতই তিনি তাহা হইয়াছিলেন; জমদগ্নিতেও একটু উগ্রতা প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান ছিল। কঠোর তপস্যাতেও তাহা নষ্ট হয় নাই। তাহা হইতেই এই বংশে মহান্ দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছিল। জমদগ্নি স্বীয় উগ্রস্বভাব হেতু একদা পত্নীর সতীত্বে অযথা সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য আপনার পুত্রদিগকে আদেশ দেন, কিন্তু পরশুরাম ব্যতীত অন্য কেহই মাতার পবিত্র দেহে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হইলেননা। রাম পরশু আঘাতে মাতার মস্তক ছিন্ন করিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া জমদগ্নি তাঁহাকে বরদানে ইচ্ছা করিলেন। তিনি মাতার পুনর্জীবন প্রার্থনা করিয়া মাতৃহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য

তীর্থ যাত্রায় প্রস্থান করিলেন; কিন্তু ইহাতেও ক্রোধজনিত পাপের শান্তি হয় নাই। একদা জমদগ্নির পুত্রগণ আশ্রমের বাহিরে গমন করিলে জমদগ্নির পত্নী রেণুকা একাকিনী আশ্রমে ছিলেন। এমন সময় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন অতিথি হইলেন এবং তাঁহার মহোচ্চ পদোচিত মর্য্যাদা প্রদর্শন হয় নাই বলিয়া ক্ষত্রিয় দর্পে অন্ধ হইয়া মহর্ষি হোমধেনুবৎস বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরশুরাম প্রত্যাগত হইলে জমদগ্নি সেই অপমান কাহিনী তাঁহাকে শ্রবণ করাইলেন। অধিকন্তু বৎসহারা ধেনুর কাতর ধ্বনিতে রামের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইল। তিনি তদ্দণ্ডে পরশুহস্তে গমনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহস্রবাহু ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন। তাহাতে কার্ত্তবীর্য্যের আত্মীয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া জমদগ্নির আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন জমদগ্নিকে বিনাশ করেন। ক্ষমা ব্যতীত এরূপ দুর্দ্দৈবের নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে। পরশুরাম ক্ষমাশীল নহে; সুতরাং হত্যাকাণ্ড এই খানেই শেষ হইল না। পরশুরাম আশ্রমে আসিয়া পিতার নিধন বার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার সংকার সম্পাদন করিলেন, এবং পিতার চিতা স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি ক্ষিতিকে নিঃক্ষত্রিয় করিবেন। অনন্তর সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে প্রথমে তিনি কার্ত্তবীর্য্যের আত্মীয়স্বজন নিধন করিয়া পরে অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণকে বধ করিতে চিরজীবন ব্যাপৃত ছিলেন।"

কেহ আমাদের প্রতি অন্যায় ও নির্দ্দয় ব্যবহার করিলেও তাহাকে শান্ত বিনীত ব্যবহার দ্বারা স্বানুকূলে আনিবার যত্ন করাই কর্ত্তব্য। একবার মহর্ষি দুর্ব্বাসা দুর্য্যোধনের প্রাসাদে অতিথি হইয়াছিলেন। তাঁহাকে তুষ্ট রাখা বড়ই দুর্ঘট। দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত সর্ব্বদাই স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য উপস্থিত থাকিতেন। কখনও দুর্ব্বাসা বলিতেন

"বড় ক্ষুধা, শীঘ্র খাদ্য দাও।" মহর্ষি হয়ত স্নানার্থ গমন করিয়াছেন; দুর্য্যোধন আহার প্রস্তুত করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু দুর্ব্বাসা বহু বিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিলেন "আমার ক্ষুধা নাই, আহার করিব না।" পরক্ষণেই কিন্তু হঠাৎ গমন করিয়া বলিলেন "শীঘ্র খাদ্য দাও।" কোনও দিন বা মধ্যরাত্রে আহার করিতে চাহিলেন, কিন্তু খাদ্য-দ্রব্য আনা হইলে তাহার এক কণাও স্পর্শ করিলেন না। এইরূপে কিছুদিন ব্যতিব্যস্ত করিয়া দুর্য্যোধনের ধৈর্য্য দর্শনে প্রীত হইলেন এবং বলিলেন "আমি তোমাকে বর দিব; কি তোমার অভি-প্রায় ব্যক্ত কর। ধর্ম্ম ও নীতি বিগর্হিত না হয় এমন যে কোন বর প্রার্থনা করিবে আমি তাহাই তোমাকে দিব।"

কখনও কখনও কিন্তু এমন কঠোর হৃদয় দুই একজন ব্যক্তি দেখা যায় যে সহস্র সদ্ব্যবহর এবং সুবাক্যেও তাহাদের হৃদয় দ্রব হয় না। এরূপ অবস্থা ঘটিলে তাঁহার পতন অনিবার্য্য। দুর্য্যোধনই ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পাণ্ডবগণের রাজ্য সম্পদ যথা-সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহাদিগকে অরণ্যে অজ্ঞাতবাসে প্রেরণ করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। তাঁহাদের সেই অসহ্য কষ্ট স্বচক্ষে দেখিয়া তৃপ্ত হইবার জন্য এবং নিজ সম্পদ ও ভোগ বিলাস দেখাইয়া পাণ্ডবগণকে লজ্জা ও মনস্তাপ দিবার জন্য, শকুনির মন্ত্রণায়, আত্মীয়, ভ্রাতৃ ও পুরনারিগণকে সঙ্গে লইয়া দ্বৈতবনে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই! পথিমধ্যে দুর্দ্ধর্ষ দর্প হেতু গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ হয় এবং সেই গন্ধর্ব্বরাজ তাহাকে সবলে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। দুর্য্যোধনের অনুচরগণের মধ্যে দুই একজন পলাইয়া যুধিষ্ঠিরকে দুর্য্যোধনের বিপদবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে সবান্ধবে দুর্য্যোধনও পুরনারিগণকে উদ্ধার করিয়া বংশের মানরক্ষার জন্য

আদেশ করিলেন। ভীম প্রথমে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন কিন্তু যখন যুধিষ্ঠির বলিলেন 'ভাই অন্যায় আপত্তি করিতেছ কেন? শত্রুও শরণার্থী হইলে সর্ব্ব প্রকারে তাহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। একজন শত্রুকে বিপদ হইতে রক্ষা করায় যে আনন্দ হয়, পুত্রজন্ম, রাজ্য-লাভ ও বরদানের আনন্দ সমষ্টি তাহার তুল্য কিনা সন্দেহ।" ভীম তখন আর তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করিলেন না। উভয় দলে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ হইল। গন্ধর্ব্বরাজ অর্জ্জুনের সখা ছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা শীঘ্রই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বরাজকে দুর্য্যোধনকে আক্রমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন 'অরণ্য বাস জনিত পাণ্ডবগণের লাঘবতা ও ক্লেশ প্রত্যক্ষ করিয়া এবং নিজের ও স্বজন-গণের ঐশ্বর্য্য ও ভোগ বিলাস তাঁহাদিগকে প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদের লজ্জা ও মনস্তাপ বৃদ্ধি করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিবে বলিয়া দুর্য্যোধন সদলে অরণ্যে আগমন করিয়াছিলেন। আমি তাহার মনোভাব জানিতে পারিয়াছিলাম; সেই জন্য ইন্দ্রের নিকট লইয়া গিয়া তাহাকে যথোচিত শাস্তি দিব বলিয়াই বন্দী করিয়াছি! পাণ্ডব, গন্ধর্ব্বরাজের প্রশংসা করিয়া, দুর্য্যোধন ও তাহার সঙ্গিগণকে মুক্ত করিয়া দিতে বলিলেন।" তাঁহা-দিগকে এইরূপে উদ্ধার করিয়া যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে বলিলেন 'ভাই অবিমৃষ্যকারিতা ত্যাগ করিও। তাহাতে কখনও শান্তি পাইবে না। তোমাদের সকলের মঙ্গল হউক, বিষাদ ত্যাগ করিয়া হস্তিনায় গমন-পূর্ব্বক সুখে প্রজাপালন করিতে থাক।" যুধিষ্ঠির পাণ্ডবগণের সর্ব্ব দুঃখনিদান, চিরশত্রু দুর্য্যোধনের প্রতি এরূপ অলোকসামান্য মহানুভবতা ও দয়া প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তাহার ফলে দুর্য্যোধনের মনে কৃতজ্ঞতা বা অনুতাপ হওয়া দূরে থাকুক তাঁহার অন্তর ক্রোধে ও দুঃখে উদ্বেলিত হইয়াছিল। তদ্দ্বারা তাঁহার পাণ্ডববিদ্বেষ আরও প্রজ্জ্বলিত

হইল এবং কিসে পাণ্ডবগণের অনিষ্ট হইবে সেই চিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকিলেন।"

সৌভাগ্যক্রমে এরূপ ব্যক্তি জগতে বিরল। অধিকাংশ স্থলেই যেমন সূর্য্য নবনীতকে তরল করেন, তেমনি সদয় ব্যবহার প্রায়শঃ ক্রোধকে দ্রবীভূত করিতে সমর্থ হয়।

"ক্রুদ্ধন্তং ন প্রতিক্রুদ্ধেৎ আক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ"।

***

"ক্রুদ্ধজনে নাহি কর ক্রোধ সম্ভাষণ।
বরঞ্চ মধুর ভাবে কর আলাপন" ॥ (মনু ৬। ৪৮)

"সেতুংস্তর দুস্তরান্ অক্রোধেন ক্রোধং সত্যেনানৃতং।"
(সামবেদ)

"পার হও সেতু সে দুস্তর।
অক্রোধে ক্রুদ্ধেরে জয় কর ॥
সত্যবলে মিথ্যা জয় কর ॥"

***

"আত্মান পরাংশ্চৈব ত্রায়তে মহতোভয়াৎ।
ক্রুদ্ধন্তম প্রতিক্রুধ্যন্ দ্বয়োরেব চিকিৎসকঃ ॥"
(মহাভা। বনপর্ব্ব। ১৯; ৯)

"ক্রুদ্ধের উপরে যেই ক্রোধ নাই করে।
উভয়ে চিকিৎসক, দুয়ে রক্ষা করে ॥"

***

"ক্ষমা ব্রহ্ম ক্ষমা সত্যং ক্ষমা ভূতং চ ভাবি চ।
ক্ষমা তপঃ ক্ষমা শৌচং ক্ষময়েদং ধৃতং জগৎ॥"

***

"ক্ষমা ব্রহ্ম ক্ষমা সত্য ভূত ভাবী আর।
ক্ষমা তপ শৌচ ক্ষমা রক্ষিছে সংসার॥"

***

"পংশ্চেদেন মতিবাণৈ র্ভৃশং।
বিধ্যেচ্ছম এবেহ কার্য্যঃ।
সংরোষ্যমানঃ প্রতিহৃষ্যতে যঃ
স আদত্তে সুকৃতং বৈ পরস্য॥
আক্রুশ্যমানো ন বদামি কিঞ্চিৎ
ক্ষমাম্যহং তাড্যমানশ্চ নিত্যং।
শ্রেষ্ঠং হ্যেতদ্যৎ ক্ষমামাহুরার্য্যাঃ
সত্যং তথৈবার্জ্জবমানৃশংস্যম্॥
আক্রুশ্যমানো নাক্রুশ্যেন্ মন্যুরেনং তিতিক্ষতঃ।
আক্রোষ্টারং নির্দহতি সুকৃতং চাস্যবিন্দতি॥
যো নাত্যুক্তঃ প্রাহরূক্ষং প্রিয়ং বা
যো বাহতো ন প্রতিহন্তি ধৈর্য্যাৎ।
পাপঞ্চ যো নেচ্ছতি তস্য হন্তুঃ
তস্যেহ দেবাঃ স্পৃহয়ন্তি নিত্যং॥
পাপীয়সঃ ক্ষমেতৈব শ্রেয়সঃ সদৃশস্য চ।
বিমানিতো হতোৎক্রুষ্ট এবং সিদ্ধিং গমিষ্যতি।"

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৩০০ অঃ)

"যদি কেহ বিজ্ঞজনে কটুবাক্য কয়।
বিজ্ঞজন তাহে কভু রুষ্ট নাহি হয়॥
যাহাকে রাগাতে গেলে রাগের বদলে।
হাসিতে হাসিতে শুধু মিষ্ট কথা বলে॥
সেইজন সুনিশ্চয় কহিনু তোমায়।
ক্রোধী সেই শত্রুর সুকৃতচয় পায়॥
কেহ রূঢ়ভাবে যদি বলে কিছু মোরে।
আমি কেন তার প্রতি কথা ক'ব জোরে॥
কেহ যদি আসি মোরে করয়ে তাড়না।
হাসিতে হাসিতে শুধু করিব ত মানা॥
তাই সাধু আর্য্যগণ যারে ক্ষমা কয়।
সত্য শান্তভাব ভাল কহিনু নিশ্চয়॥
মন্দ রূঢ়বাক্য যদি বলে কোন জন।
তার প্রতি রূঢ়বাক্য ব'ল না কখন॥
ক্রোধী যে ক্রোধ সদা দগ্ধ করে তারে।
ক্রোধে তার সকল সুকৃতি নাশ করে॥
যেইজন রূঢ়বাক্যে রুক্ষ নাহি কয়।
কিন্তু শান্তি করে সদা হইয়া সদয়॥
আঘাত পাইয়া যে আঘাত না করে।
দেবগণ তাহার স্বভাব স্পৃহা করে॥
মন্দবাক্য ব্যবহার অথবা প্রহার।
সহ্য করি সেই করে সাধু ব্যবহার॥
তার পক্ষে সিদ্ধি লাভ সুদুরস্থ নয়।
শাস্ত্র বাক্য ইথে কিছু নাহিক সংশয়॥"

***

"আক্রুষ্টস্তাড়িতঃ ক্রুদ্ধঃ ক্ষমতে যো বলীয়সঃ।
যশ্চ নিত্যং জিতক্রোধো বিদ্বানুত্তম পুরুষঃ" ॥

(মহাভারত, বনপর্ব্ব। ২৯)

"উত্তেজিত বিতাড়িত আর ক্রুদ্ধ হয়ে।
পারে যদি কেহ ক্ষমা করিতে আশ্রয় ॥
জিতক্রোধ সেই ব্যক্তি জানিও তা হলে
উত্তম পুরুষ সেই নাহিক সংশয় ॥"

***

"যদি ন স্যুর্মানুষেষু ক্ষমিণঃ পৃথিবী সমাঃ।
ন স্যাৎ সন্ধির্মনুষ্যাণাং ক্রোধমূলো হি বিগ্রহঃ ॥
অভিষক্তোহ্ভিষজেদাহন্যাৎ গুরুণা হতঃ।
এবং বিনাশো ভূতানাং অধর্ম্মঃ প্রথিতো ভবেৎ ॥
আক্রুষ্টঃ পুরুষঃ সর্ব্বং প্রত্যাক্রোশেদনন্তরং।
প্রতিহন্যাদ্ধতশ্চৈব তথা হিংস্যাচ্চ হিংসিতঃ ॥ ২৭
হন্যুর্হিপিতরঃ পুত্রান্ পুত্রাশ্চাপি তথা পিতৄন্।
হন্যুশ্চ পতয়ো ভার্য্যাঃ পতীন্ ভার্য্যাস্তথৈবচ ॥ ২৮
এবং সংকুপিতে লোকে জন্ম কৃষ্ণে ন বিদ্যতে" ॥ ২৯

(মহাভারত। ২৯ অঃ)

"যদি নাহি থাকে ক্ষমী পৃথিবী সমান।
তবে কি থাকিতে পারে সন্ধির সম্মান ॥
ক্রোধমূল যুদ্ধ যত জানিহ নিশ্চয়।
ক্ষমা বিনা শান্তিলাভ কভু নাহি হয় ॥
অনিষ্ট করিলে পরে অনিষ্ট ফিরায়।
গুরু প্রহারিলে তারে প্রহারিতে ধায় ॥

এরূপ হইলে পরে সমস্ত সংসারে।
অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় কহিনু তোমারে॥
তাড়িত হইয়া যদি করয়ে তাড়ন।
আঘাতে আঘাতে করে হিংসায় হিংসন॥
পিতা তবে পুত্রনাশ করিবে নিশ্চয়।
পিতারও পুত্রের হাতে হবে আয়ুক্ষয়॥
পতি করিবেক তবে ভার্য্যার হিংসন।
ভার্য্যা করে পতি তবে ত্যজিবে জীবন॥
এইরূপ অহরহ ঘটিলে সংসারে।
বল কৃষ্ণে, নরগণ রবে কি প্রকারে॥"

"সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি
সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্ব্বো সুখমবাপ্নোতু
সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু॥"

"সকলেই হ'ক দুর্গমেতে পার।
সুমঙ্গল লাভ হউক সবার॥
সকলের সুখে কাটুক জীবন।
সকলেই হউক আনন্দে মগন"॥

***

"ওঁ সত্যং বদ ধর্ম্মং চর
সত্যমেব জয়তে নানৃতং ওঁ॥"

"ওঁ বল সত্য কথা কর ধর্ম্ম আচরণ।
সত্যে জয় মিথ্যার না হয় কদাচন॥ ওঁ॥"

সম্পূর্ণ।